ISSN 2789-1062

রোকনুজ্জামান বাবুল *

১৯৭১ : ইত্তেফাকের পাতায় অসহযোগের দিনলিপি

[পূর্বের সংখ্যার পর]

[আলোচ্য প্রবন্ধের কেন্দ্রে রয়েছে অসহযোগ আন্দোলন, যা সংগঠিত হয় ১৯৭১ সালের ১ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে। এটি ছিল পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের নিগড় থেকে মুক্তির জন্য, সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালির গণতান্ত্রিক রায়ের মর্যাদা রক্ষার আন্দোলন। ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের মূল বিষয়গুলো লক্ষ করলে আমরা যে বিষয়গুলো দেখতে পাই তা হলো- প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান কর্তৃক জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিতের প্রতিবাদ, স্বশাসন প্রতিষ্ঠা, সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি ও স্বাধীনতার ইশতেহার, ৭ মার্চের দিকনির্দেশনামূলক ভাষণ ও ১০ দফা কর্মসূচি, বেসামরিক প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ। এই আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর 'অপারেশন সার্চলাইট' এবং বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার মাধ্যমে, যার ফলশ্রুতিতে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়। এ প্রবন্ধে ধারাবহিকভাবে ১৯৭১ সালের ১ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত সময়ের প্রকাশিত ইত্তেফাক পত্রিকার খবরগুলোকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হবে। আলোচ্য প্রবন্ধে ১৯৭১ এর অসহযোগ আন্দোলনের ১ মার্চ ও ২ মার্চের ঘটনাগুলো ইত্তেফাক পত্রিকার আলোকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হযেছে। কারণ এই আন্দোলনের প্রতিটি ধাপই প্রতিফলিত হয়েছে সমকালীন সংবাদপত্রে, বিশেষ করে দৈনিক ইত্তেফাক-এ। ১৯৭১ সালের ঐতিহাসিক অসহযোগ আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার ভূমিকা গভীরভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।

সূচক শব্দ : দৈনিক ইত্তেফাক, অসহযোগ আন্দোলন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান]

৩ মার্চ, ১৯৭১

৩ মার্চ, ১৯৭১ সালের *দৈনিক ইত্তেফাকের* খবরগুলোতে দেখা যায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসার নির্ধারিত দিনে জাতীয় শোক দিবস পালনের আহ্বান জানানোর মাধ্যমে শেখ মুজিবুর রহমান জনগণকে একত্রিত করার

**** গবেষক, গণহত্যা জাদুঘর, খুলনা***

এক ঐতিহাসিক কৌশল অবলম্বন করেন। তাঁর দেওয়া নির্দেশগুলো ছিল কার্যত সামরিক শাসনের অধীনে থাকা একটি অঞ্চলে কার্যকরী সিভিল প্রশাসন প্রতিষ্ঠার সমতুল্য। শেখ মুজিব সুনির্দিষ্টভাবে ৩ মার্চ থেকে ৬ মার্চ পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ৬টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত সমগ্র প্রদেশে সর্বাত্মক হরতাল পালনের নির্দেশ দেন। এই হরতালের আওতা ছিল ব্যাপক: সরকারী অফিসসমূহ, সেক্রেটারীয়েট, হাইকোর্ট ও অন্যান্য কোর্ট-কাছারি, আধা সরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা, পি আই এ, রেলওয়ে ও অন্যান্য পরিবহন মাধ্যম, কল-কারখানা, শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, হাট-বাজার সহ সর্বত্র। কেবল অ্যাম্বুলেন্স, হাসপাতাল, ঔষধের দোকান এবং পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে এই নির্দেশ শিথিল ছিল। এই সর্বাত্মক ও সুশৃঙ্খল অসহযোগের ডাক প্রমাণ করে, শেখ মুজিব সামরিক জান্তার কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে বাঙালি জাতির নির্বাচিত প্রতিনিধির ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি রেডিও, টেলিভিশন বা সংবাদপত্রে তাদের তৎপরতার বিবরণী প্রকাশ করতে বাধা দেওয়া হলে 'বাংলা দেশের ৭ কোটি মানুষের কণ্ঠরোধের প্রচেষ্টা নাকচ করিয়া দিতে' বাঙালি কর্মচারীদের প্রতি নির্দেশ দেন, যা ছিল সরকারের তথ্য প্রচার মাধ্যমকে অকার্যকর করার সরাসরি নির্দেশ। এই কর্মসূচী কার্যকর করার মাধ্যমে শেখ মুজিব পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে কার্যত বিচ্ছিন্ন করে দেন।

এই আন্দোলনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও বেদনাদায়ক দিকটি ছিল সামরিক জান্তার চরম বলপ্রয়োগ এবং তাতে সৃষ্ট হতাহতের ঘটনা। 'দিনের ঢাকায় : রাত্রির রাজধানীতে : কারফিউ ভঙ্গ' শিরোনামের খবরটি স্পষ্ট করে, কীভাবে বিক্ষুব্ধ নগরীর ভয়াল গর্জন রক্তস্নানে পর্যবসিত হয়। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিতের প্রতিবাদে রাজধানী ঢাকা প্রচণ্ড গর্জনে ফাটিয়া পড়ে এবং উনসত্তরের গণ-আন্দোলনের অবিস্মরণীয় দিনগুলির স্মৃতিকে ম্লান করে দিয়ে রাজপথে আদিহীন-অন্তহীন জনতার স্রোত নামে। দল, মত, পথ ও পেশা নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষ শেখ মুজিবের ডাকে এক ও অভিন্ন হয়ে গণতন্ত্র ও স্বাধিকারের দাবীতে গর্জে ওঠে। এর প্রতিবাদে সামরিক কর্তৃপক্ষ সান্ধ্য আইন (কারফিউ) জারি করে, যা জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে লঙ্ঘন করে। এই সান্ধ্য আইন ভঙ্গের সময় বিক্ষোভকারীদের উপর নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করা হয়, যার ফলে অন্তত ২ জন নিহত এবং ওপর কয়েকজন গুরুতর ভাবে আহত হওয়ার খবর শেখ মুজিব নিজেই দেন। বেসরকারী সূত্রে এই হতাহতের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি, যেখানে বুলেটবিদ্ধ অর্ধ-শতাধিক ব্যক্তি হাসপাতালে ভর্তি হন

এবং একটি ১৩/১৪ বৎসরের ছেলেসহ একাধিক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। গুলীবর্ষণের আওয়াজ যেন জনগণের 'জয় বাংলা' স্লোগানের সঙ্গে মিশে গিয়ে ঢাকা শহরের রাত্রিকালীন পরিবেশকে এক ভয়াবহ রণক্ষেত্রে পরিণত করে। সামরিক কর্তৃপক্ষের নির্দেশে বলা হয়, কারফিউ অমান্য করলে গুলি করা হবে। লুঠ, অগ্নিসংযোগ ও অরাজকতার অভিযোগ তুলে সামরিক কর্তৃপক্ষ এই দমন-পীড়নমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে, যা ছিল মূলত শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে দাঙ্গা ও অরাজকতা বলে প্রমাণ করার অপচেষ্টা।

গুলিতে নিরস্ত্র মানুষ নিহত হওয়ার ঘটনায় শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিক্রিয়া ছিল অত্যন্ত কঠোর এবং আবেগপূর্ণ। তিনি এটিকে 'গণহত্যারই শামিল' এবং 'মানবতার বিরুদ্ধেই অপরাধ' বলে অভিহিত করেন। তিনি শক্তিবলে জনতার মোকাবেলা করতে ইচ্ছুক বহু লোককে হুশিয়ার করে বলেন, 'বাংলাদেশে আগুন লাগাইবেন না, যদি জ্বালান সে দাবানল হইতে আপনারাও রেহাই পাইবেন না।' এটি ছিল সামরিক জান্তাকে উদ্দেশ্য করে দেওয়া এক চূড়ান্ত হুঙ্কার। তিনি বলেন, যেইসব বিমানে পশ্চিম থেকে গণপ্রতিনিধিদের আসার কথা ছিল, সেগুলোতে এখন 'আসিতেছে সেনাবাহিনীর লোকজন আর সামরিক সরঞ্জাম', যা প্রমাণ করে তাদের উদ্দেশ্য গণপ্রতিনিধিত্বশীল শাসন প্রতিষ্ঠা নয়, বরং ৭ কোটি বাঙালিকে পদানত করা। এই পরিস্থিতিতে তিনি জনগণের 'পবিত্র দায়িত্ব' ব্যাখ্যা করে বলেন, তা হলো 'গণবিরোধী শক্তির সঙ্গে অসহযোগিতা করা' এবং 'বাংলাদেশের বিরুদ্ধে পরিচালিত ষড়যন্ত্র ব্যার্থ করিয়া দেওয়ার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করা'। তিনি জনগণের প্রতি স্মরণ করিয়ে দেন যে, জনগণই আইনানুগ সকল ক্ষমতার একমাত্র উৎস। এই ঘোষণার মাধ্যমে তিনি কার্যত সামরিক শাসনের বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করেন এবং অবিলম্বে সামরিক শাসন প্রত্যাহার এবং গণপ্রতিনিধিদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রয়োগের পথে স্পস্ট প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের আহ্বান জানান।

শেখ মুজিবের নেতৃত্ব ছিল সুশৃঙ্খল ও মানবিক। তিনি বারবার জনগণের প্রতি আহ্বান জানান, যাতে 'লুঠতরাজ ও অগ্নিসংযোগের মত অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে' এবং বিশেষ করে ভাড়াটিয়া উস্কানিদাতাদের বিরুদ্ধে সজাগ থাকতে হবে। তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আহ্বান ছিল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য। তিনি বলেন, 'বাংলার মাটিতে যেন বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী, হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা না বাঁধে। যদি এধরনের কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধে আমি বুকে ব্যথা পাইব।' তিনি দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেন, 'যেখানেই জন্মগ্রহণ করুক, যে ভাষাতেই কথা বলুক, বাংলার প্রতিটি বাসিন্দাই আমাদের দৃষ্টিতে

বাঙ্গালী। তাদের জান-মাল-ইজ্জত আমাদের কাছে পবিত্র আমানত এবং উহা অবশ্যই রক্ষা করিতে হইবে।' এই বার্তাটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ক্ষমতাভোগী গোষ্ঠী প্রায়শই আন্দোলন বানচাল করতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা উস্কে দিত। শেখ মুজিবের এই আহ্বান বাঙালি জাতীয়তাবাদের অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক ভিত্তিটিকে সুদৃঢ় করে, যেখানে তিনি সকলের জান-মাল রক্ষার দায়িত্ব 'পবিত্র আমানত' হিসেবে গণ্য করেন।

এই চরম অস্থিরতার মধ্যেও পশ্চিম পাকিস্তানের কিছু রাজনৈতিক গতিবিধি লক্ষ্য করা যায়। পিপলস পার্টি বাদে অন্যান্য সকল রাজনৈতিক দলের এক বৈঠক করাচীতে অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে জনাব ভুট্টোর ভূমিকার সমালোচনা করা হয় এবং আগামী ৫ দিনের মধ্যে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের দাবি জানানো হয়। এই দাবি প্রমাণ করে, পশ্চিম পাকিস্তানের অধিকাংশ গণতান্ত্রিক শক্তি ভুট্টোর বর্জন ও ইয়াহিয়ার স্থগিতাদেশকে অগণতান্ত্রিক মনে করত। অন্যদিকে, ভুট্টো নিজে ঢাকা আসার ব্যাপারে উদাসীন নন বলে জানান এবং বলেন, পিপিপি-র কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত হলে তিনি শেখ মুজিবের সাথে আলোচনার জন্য আসবেন। ভুট্টো তখনো সংকটকে আলোচনা ও সমঝোতার মাধ্যমে সমাধানের একটি সুযোগ হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন, যদিও তার পূর্বের চরমপন্থী ভূমিকা সংকটকে এই পর্যায়ে নিয়ে এসেছিল। কাউন্সিল লীগ নেতা এয়ার মার্শাল (অব.) নুর খানও অবিলম্বে অধিবেশন আহ্বানের দাবি জানান এবং বলেন যে, অধিবেশন স্থগিতের ক্ষতি ব্যাপক এবং শীঘ্রই তা না ডাকলে ক্ষতি 'সংশোধনের অতীত' হয়ে যাবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বটতলায় ছাত্রলীগ ও ডাকসুর আহ্বানে আয়োজিত ঐতিহাসিক ছাত্র জনসভা এবং সেখানে বাঁশের লাঠি এবং লোহার রড হাতে অগনিত মিছিলের স্রোতে অসহযোগ আন্দোলনের তীব্রতা বোঝা যায়। এই সকল সভায় 'গণরায়কে বানচালের চক্রান্ত যে কোন ত্যাগের বিনিময়ে প্রতিহত করার জন্য অগ্নিশপথ গ্রহণ করা হয়' এবং 'শহর, বন্দর, মহল্লা, গ্রাম এবং পাড়ায় পাড়ায় ঐক্যবদ্ধ মানুষের দুর্ভেদ্য দুর্গ গড়িয়া' তোলার আহ্বান জানানো হয়। শ্রমিক অধ্যুষিত এলাকা নারায়ণগঞ্জ এবং টঙ্গী শিল্প এলাকা-সহ ভৈরব ও ময়মনসিংহেও এই প্রতিবাদ ছড়িয়ে পড়ে, যেখানে শ্রমিক ও ছাত্ররা কাজ বর্জন করে মিছিলে অংশগ্রহণ করে। এই ব্যাপক ও সর্বাত্মক হরতাল, বিক্ষোভ এবং সামরিক বাহিনীর গুলির মুখেও জনগণের রাজপথে অবস্থান বাঙালি জাতির চূড়ান্ত সংকল্প ও স্বাধীনতার পথে এক ধাপ এগিয়ে যাওয়ার অদম্য সাহসকে প্রতিফলিত করে।[১]

৪ মার্চ, ১৯৭১

৪ মার্চ, ১৯৭১ খবরে প্রকাশ, পল্টন ময়দানে দেওয়া শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণটি ছিল এই আন্দোলনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক ভিত্তি। তিনি ঘোষণা করেন যে, বাংলার গণপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা সমর্পণ করিয়া ব্যারাকে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত স্বাধিকারকামী বাংলার মানুষ সরকারের সাথে সহযোগিতা করবে না এবং কোনো কর-খাজনাও দেবে না। এই ঘোষণাটি ছিল সামরিক সরকারের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়ার একটি স্পষ্ট কৌশল। একইসঙ্গে, সরকারী-বেসরকারী চাকুরীজীবীদের প্রতি 'পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত অফিস আদালতে যাওয়া বন্ধ রাখার' নির্দেশ জারি করে তিনি বেসামরিক প্রশাসনকে কার্যত অচল করে দেন। এই নির্দেশনাবলী ছিল একটি সমান্তরাল বেসামরিক সরকার গঠনের প্রথম সুস্পষ্ট পদক্ষেপ। শেখ মুজিব বেতার, টেলিভিশন ও পত্র-পত্রিকার প্রতি তাদের বক্তব্য প্রকাশের উপর আরোপিত বিধি-নিষেধ লংঘন করার নির্দেশ দেন, যার লক্ষ্য ছিল জনগণের কণ্ঠস্বরকে মুক্ত করা এবং সামরিক সেন্সরশিপকে অকার্যকর করা। তিনি দৃঢ়ভাবে বলেন, 'যদি আমাদের বক্তব্য- বিবৃতি, আমাদের আন্দোলনের খবরাখবর প্রকাশ-প্রচারের উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়, সে নির্দেশ আপনারা লংঘন করুন।'

এই ভাষণটি সামরিক বর্বরতার বিরুদ্ধে নৈতিক প্রতিবাদ। শেখ মুজিব গত দুই দিনের 'গণহত্যার' নিন্দা করেন এবং বলেন, 'গরীব বাঙালীর পয়সায় কেনা বুলেটের দ্বারা কাপুরুষের মত গণহত্যার পরিবর্তে অবিলম্বে সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরাইয়া নিন'। তিনি পুনর্বার সামরিক জান্তাকে হুঁশিয়ার করেন: 'আগুন লইয়া খেলা করিবেন না। যদি করেন, পুড়িয়া ভস্ম হইয়া যাইবেন।' জনগণের প্রতি তাঁর অবিচল আস্থা এবং অঙ্গীকার প্রকাশ করে তিনি ঘোষণা করেন: 'দানবের সঙ্গে সংগ্রামের জন্য যে কোন পরিণতিকে মাথা পাতিয়া বরণের জন্য আমরা প্রস্তুত। তেইশ বছর ধরিয়া রক্ত দিয়া আসিয়াছি, প্রয়োজনবোধে বুকের রক্তের গঙ্গা দিব।' এই বক্তব্যগুলি প্রমাণ করে যে, তিনি জনগণের রক্তক্ষরণকে স্বাধীনতার পথে আত্মাহুতি হিসেবে দেখছিলেন এবং কোনো আপোষে রাজি ছিলেন না। ভুট্টো-গোষ্ঠীর প্রতি তাঁর স্পষ্ট বার্তা ছিল: 'গণতান্ত্রিক নিয়মে প্রণীত এক শাসনতন্ত্র যদি না চান, আপনাদের শাসন আপনারা রচনা করুন, বাংলা দেশের শাসনতন্ত্র আমরাই রচনা করিব।' এটি ছিল বাংলাদেশের নিজস্ব শাসনতন্ত্র রচনার সরাসরি ও অনস্বীকার্য ঘোষণা।

৪ মার্চে প্রকাশিত খবরে দেখা যায় আন্দোলনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল সামরিক জান্তার নৃশংসতা এবং জনগণের প্রতিরোধে হতাহতের সংখ্যা বৃদ্ধি। 'চট্টগ্রামে হাঙ্গামা: রংপুর ও সিলেটে সান্ধ্য আইন' শিরোনামের খবরগুলো প্রমাণ করে যে, দমন-পীড়ন কেবল ঢাকায় সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তা প্রাদেশিক শহরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। চট্টগ্রামে অন্তত ৭৫ জন 'সোনার সন্তান' আত্মাহুতি দিয়েছেন বলে খবর প্রকাশিত হয়, যা সামরিক বাহিনীর গুলির তীব্রতা এবং জনগণের প্রতিরোধের ব্যাপকতা নির্দেশ করে। চট্টগ্রাম, ঢাকা, সিলেট ও রংপুরে সান্ধ্য আইনের করাল ছায়া নেমে আসে, যা সামরিক কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার মরিয়া প্রচেষ্টা। চট্টগ্রামের ফিরোজশাহ কলোনী, ওয়্যারলেস কলোনী, আমবাগানসহ বিভিন্ন এলাকায় অগ্নিকাণ্ড, হামলা এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর নির্বিচার গুলিবর্ষণ ঘটে। নিহতদের মধ্যে শ্রমিক, পথচারী এবং ছাত্ররা ছিলেন। এই রক্তক্ষরণ সত্ত্বেও সমগ্র বাংলা প্রতিবাদে একজোট হইয়া রুখিয়া দাঁড়াইয়াছিল, যা জনগণের স্বাধিকার আদায়ের সংকল্পের দৃঢ়তা প্রমাণ করে।

অন্যদিকে, এই চরম উত্তেজনার মধ্যে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান আগামী ১০ই মার্চ ঢাকায় এক 'নেতৃ-সম্মেলনের' আমন্ত্রণ জানান। এই আমন্ত্রণটি ছিল সময়ক্ষেপণ, আন্তর্জাতিক চাপ সামাল দেওয়া এবং আওয়ামী লীগকে আলোচনার টেবিলে এনে তাদের অবস্থান দুর্বল করার একটি কৌশল। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান কালক্ষেপণ না করে তাৎক্ষণিকভাবে এই আমন্ত্রণ 'বন্দুকের নলের মাথায়' 'নিষ্ঠুর তামাশা' বলে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন, 'যেই মুহুর্তে এইসব বীর শহীদের রক্তের দাগ রাজপথের বুক হইতে এখনও শুকাইয়া যায় নাই... সেই মুহূর্তে এই সম্মেলনের আমন্ত্রণ নিষ্ঠুরতা ছাড়া আর কিছুই নয়।' তিনি সম্মেলনকে 'মরণেরই শামিল' বলে আখ্যায়িত করেন, কারণ এটি এমন কিছু লোকের সঙ্গে একত্রে বসার আমন্ত্রণ ছিল যাদের 'হীন চক্রান্তই নিরীহ-নিরস্ত্র ছাত্র-শ্রমিক-জনতার মৃত্যুর জন্য দায়ী'। এই প্রত্যাখ্যান ছিল সামরিক শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে আলোচনার পথ রুদ্ধ করে আন্দোলনকে আরও বেগবান করার একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। একইসাথে, মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীও প্রেসিডেন্টকে ঢাকায় এসে পরিস্থিতি সরেজমিনে দেখার আহ্বান জানান।

অসহযোগ আন্দোলনের সফলতার জন্য শেখ মুজিব শৃঙ্খলা ও অহিংসার উপর জোর দেন। তিনি বারবার লুঠতরাজ, অগ্নিসংযোগ ও উচ্ছৃঙ্খলতার বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়ানোর আহ্বান জানান এবং এসব কাজকে 'বাংলার

স্বাধিকার-বিরোধী যে বিশেষ মহল নিজেদের এজেন্টদের দ্বারা’ করানো চক্রান্ত বলে অভিহিত করেন। এই ধরনের সমাজবিরোধী কাজ আন্দোলনকে বিপথগামী করার একটি ‘অশুভ তৎপরতা’ ছিল। ছাত্রলীগ ও ডাকসু নেতৃবৃন্দ যৌথ উদ্যোগে স্বেচ্ছাসেবক মোতায়েন করে লুটতরাজ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা প্রতিহত করার প্রশংসনীয় কর্মসূচী গ্রহণ করেন। তারা এলাকায় এলাকায় সংগ্রাম কমিটি গঠন এবং শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব দেন। শেখ মুজিব বিশেষভাবে উল্লেখ করেন: ‘হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, বাঙালী হইক, অবাঙালী হউক- যারা বাংলা দেশে বাস করে, তাদের সকলে জানমাল-ইজ্জতই আমাদের কাছে পবিত্র আমানত। যে কোন মূল্যে উহা রক্ষা করিতে হইবে।’ এই নির্দেশনার মাধ্যমে অসাম্প্রদায়িক চরিত্র বজায় রেখে আন্দোলনকে ঐক্যবদ্ধ রাখার প্রচেষ্টা স্পষ্ট হয়। এই স্বেচ্ছাসেবী তৎপরতা, যেমন নারায়ণগঞ্জে ১ হাজার স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ, প্রমাণ করে যে, জনগণ সামরিক জান্তার প্রশাসনিক ব্যর্থতাকে মোকাবিলা করার জন্য নিজস্ব ব্যবস্থা তৈরি করতে শুরু করেছিল।

আন্দোলনের এই চরম মুহূর্তেও জুলফিকার আলী ভুট্টো করাচীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। তিনি ‘অশুভ শক্তির সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত নই’ বলে দাবি করেন এবং বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ কখনও পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করেনি এবং তারাও ক্ষমতার ভাগীদার হতে চায়। তিনি আওয়ামী লীগ কর্তৃক পশ্চি পাকিস্তানের ক্ষেত্রে ভিন্ন ধরনের স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তবে তিনি ছয় দফা অগ্রাহ্য না করার কথা বলেন এবং 'ফেডারেল কেন্দ্র' দাবি করেন। যদিও তিনি শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনার জন্য প্রস্তুত থাকার কথা পুনর্ব্যক্ত করেন, কিন্তু শেখ মুজিব তখন সেই আলোচনা প্রত্যাখ্যান করেছেন। ভুট্টোর এই বক্তব্য ছিল মূলত পশ্চিম পাকিস্তানের জনমতের সামনে নিজের অবস্থান পরিষ্কার রাখা এবং কেন্দ্রীয় ক্ষমতা ধরে রাখার একটি দুর্বল কূটনৈতিক চেষ্টা, যা ততদিনে জনগণের কাছে অকার্যকর হয়ে গিয়েছিল।[২]

৫ মার্চ, ১৯৭১

৫ মার্চ, ১৯৭১ সালের দৈনিক ইত্তেফাকের খবরগুলো নিশ্চিত করে যে, অসহযোগ আন্দোলন কেবল প্রতিবাদে সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং পূর্ব পাকিস্তানের কার্যকর প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ আওয়ামী লীগের হাতে তুলে দিয়েছে। আন্দোলনের প্রথম তিন দিনের দুর্জয় প্রতিরোধ এবং আত্মত্যাগ সামরিক জান্তাকে আংশিক পিছু হটতে বাধ্য করে, যার ফলস্বরূপ

ঢাকা শহর থেকে সান্ধ্য আইন প্রত্যাহার করা হয়। রাজনৈতিক ভাষ্যকারেরা এই পরিস্থিতিকে 'অস্ত্রের ভাষার' মোকাবিলায় স্বাধিকারবাসী নিরস্ত্রের সংগ্রাম প্রথম পর্বে জয়যুক্ত হয়েছে বলে ঘোষণা করেন।

শেখ মুজিবুর রহমান এই পরিস্থিতিতে কেবল জনগণের 'বীর জনতাকে অভিনন্দন' জানাননি, বরং তাঁর নেতৃত্বের ক্ষমতাকে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে যান। তিনি কতিপয় ক্ষেত্রে হরতালের আওতা শিথিল করার যে নির্দেশ দেন, তা ছিল কার্যত সামরিক শাসনের অধীনে একটি সমান্তরাল বেসামরিক প্রশাসনের ঘোষণা। এই শিথিলতা অত্যন্ত কৌশলগত ছিল। তিনি বেতন না পাওয়া সরকারী ও বেসরকারী কর্মচারীদের জন্য শুধু বেতন দানের উদ্দেশ্যে ব্যাংক ও অফিস আড়াইটা থেকে সাড়ে চারটা পর্যন্ত খোলা রাখার নির্দেশ দেন। এমনকি 'শুধু বাংলা দেশের মধ্যে অনুর্ধ্ব ১৫ শত টাকার বেতনের চেক ভাঙ্গানোর' জন্য ব্যাংক চালু রাখার অনুমতি দেওয়া হয় এবং 'স্টেটব্যাঙ্ককে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হবে' বলে নির্দেশ দেওয়া হয়। এর মাধ্যমে শেখ মুজিব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর জনগণের নির্বাচিত নেতার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন এবং সামরিক শাসনের আর্থিক নিয়ন্ত্রণকে চ্যালেঞ্জ করেন। একইসঙ্গে, তিনি 'স্টেটব্যাঙ্কর মাধ্যমে বা অন্য কোনভাবে বাংলা দেশের বাহিরে টাকা পাঠানো যাইবে না' বলে কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন, যা ছিল পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার বন্ধ করার একটি সরাসরি অর্থনৈতিক পদক্ষেপ।

আন্দোলনের এই পর্যায়ে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ কর্মীদের অসাধারণ সাফল্যজনক কর্মতৎপরতা ছিল বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সামরিক কর্তৃপক্ষের লুঠতরাজ ও অরাজকতার অভিযোগ খণ্ডন করতে আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী রাজপথে নেমে আসে এবং সার্থকভাবে দুষ্কৃতিকারীদের তৎপরতা প্রতিরোধে সক্ষম হয়। 'শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার আওয়ামী মহলের অসাধারণ সাফল্যজনক কর্মতৎপরতা' উল্লেখ করে সংবাদে বলা হয়, স্বেচ্ছাসেবক কর্মীরা বিভিন্ন এলাকা ও মহল্লায় টহল দিয়ে দোকানপাট পাহারা দেয়। এমনকি মোহাম্মদপুরে শান্তি মিছিল বের করা হয়, যা ছিল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার ক্ষেত্রে শেখ মুজিবের নির্দেশনার বাস্তবায়িত রূপ। ছাত্রলীগ ও ডাকসু পাড়া, অঞ্চল, থানা, মহকুমা ও জেলা সংগ্রাম পরিষদ গঠনের আহ্বান জানায়, যা ৭ই মার্চের মধ্যে শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। এই সংগ্রাম কমিটিগুলো ছিল তৃণমূল পর্যায়ে আওয়ামী লীগের নির্দেশ বাস্তবায়নের এবং স্থানীয় প্রশাসন পরিচালনার ভিত্তি।

অন্যদিকে, চট্টগ্রামে গণহত্যার ভয়াবহতা অব্যাহত ছিল। বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী নিহতের সংখ্যা ১২১-এ উন্নীত হওয়ার খবর প্রকাশিত হয়। খুলনায়ও সশস্ত্র বাহিনীর গুলী ও পাল্টাগুলীতে ৩৩ জন হতাহত হয় এবং উত্তেজিত জনতা কর্তৃক এক বোমা নিক্ষেপকারীকে হত্যা করার মতো ঘটনা ঘটে। এই রক্তক্ষরণ একদিকে সামরিক বাহিনীর চরম দমন-নীতিকে উন্মোচিত করে, অন্যদিকে জনগণের আবেগ ও ক্ষোভের বিস্ফোরণ নির্দেশ করে। এই পরিস্থিতিতে চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলিতে শান্তি ফিরে আনার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন এবং চরম সংযম প্রদর্শনের জন্য আবেদন জানান।

পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গনেও এই আন্দোলনের প্রভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সাবেক গভর্নর ভাইস-এডমিরাল এস. এম. আহসানের ঢাকা ত্যাগ ছিল সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনে অস্থিতিশীলতা এবং পরিবর্তনের প্রতীক। তাঁর বিদায়কালে লে. জে. সাহেবজাদা মোহাম্মদ ইয়াকুব খানও উপস্থিত ছিলেন, যা সামরিক কর্তৃপক্ষের মধ্যেকার অস্থিরতাকে ইঙ্গিত করে। এয়ার মার্শাল (অব.) আসগর খান এই পরিস্থিতিতে অবিলম্বে আওয়ামী লীগের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানান এবং বলেন, 'দেশ বিপর্যয়ের একেবারে প্রান্তসীমায় পৌঁছিয়াছে'। তিনি জনগণের সমর্থনে আন্দোলন শুরুর হুমকি দেন এবং শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনার জন্য ঢাকা আসার ঘোষণা দেন। পিডিপি প্রধান জনাব নূরুল আমীনসহ অন্যান্য পশ্চিম পাকিস্তানী নেতারাও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের 'নেতৃ সম্মেলনের' আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন এবং গোলটেবিল বৈঠকের পরিবর্তে অবিলম্বে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকার দাবি জানান। এই প্রত্যাখ্যান প্রমাণ করে যে, সামরিক জান্তার কৌশল পশ্চিম পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর কাছেও অগ্রহণযোগ্য ছিল এবং শেখ মুজিবের অবস্থানকে নৈতিক সমর্থন দিচ্ছিল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি এবং অন্যান্য ছাত্র ও নাগরিক গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে দেওয়া বিবৃতিগুলো গণবিরোধী কার্যকলাপ দেশকে ভয়াবহ বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে -এই মত প্রকাশ করে। শিক্ষকগণ শোভাযাত্রা করে এবং স্বাধিকার আন্দোলনে যেকোনো ত্যাগ স্বীকারের জন্য শপথ গ্রহণ করেন। তারা ইংরেজী দৈনিক 'পাকিস্তান অবজারভার'-এর বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে, যা লুঠতরাজ ও অরাজকতার কাল্পনিক চিত্র দিয়ে জনগণের সংগ্রামকে বিকৃত করার চেষ্টা করেছিল। এই ক্ষোভ ছিল মূলত সংবাদপত্রের উপর সামরিক প্রভাব ও পক্ষপাতমূলক প্রচারণার বিরুদ্ধে জনগণের সচেতন প্রতিবাদ।[৩]

সংকলন

৩ মার্চ, ১৯৭১

বিক্ষুব্ধ নগরীর ভয়াল গর্জন

আমি শেখ মুজিব বলছি-

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকাল (মঙ্গলবার) এক বিবৃতিতে জনগণের উদ্দেশে বলেন, "সুশৃংখল ও শান্তিপূর্ণ-ভাবে হরতাল পালন এবং যাতে লুঠতরাজ ও অগ্নিসংযোগের মত অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তৎপ্রতি কড়া নজর রাখার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানাইতেছি।"

জনগণকে বিশেষ করিয়া ভাড়াটিয়া উস্কানিদাতাদের বিরুদ্ধে সজাগ থাকিতে হইবে। জনগণের উদ্দেশে তিনি আরও বলেন, "মনে রাখিতে হইবে, যেখানেই জন্মগ্রহণ করুক, যে ভাষাতেই কথা বলুক, বাংলার প্রতিটি বাসিন্দাই আমাদের দৃষ্টিতে বাঙ্গালী। তাদের জান-মাল-ইজ্জত আমাদের কাছে পবিত্র আমানত এবং উহা অবশ্যই রক্ষা করিতে হইবে।"

জনগণের প্রতি আমার নির্দেশ : ৩ মার্চ থেকে ৬ মার্চ পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ৬টা হইতে দুপুর ২টা পর্যন্ত সমগ্র প্রদেশে হরতাল পালন করুন। সরকারী অফিসসমূহ, সেক্রেটারীয়েট, হাইকোর্ট ও অন্যান্য কোর্ট-কাছারি, আধা সরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা, পি আই এ, রেলওয়ে ও অন্যান্য পরিবহন মাধ্যম যানবাহন, কল-কারখানা, শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, হাট-বাজার সহ সর্বত্র এই হরতাল পালন করিতে হইবে। শুধু এ্যাম্বুলেন্স, হাসপাতাল, ঔষধের দোকান, বিপনী ও পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে হরতালের নির্দেশ প্রযোজ্য হইবে না।

আজ ৩রা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসার কথা ছিল। এই দিনটিকে জাতীয় শোক দিবস হিসাবে পালন করিতে হইবে। এই উপলক্ষে আমি (শেখ মুজিব) পল্টন ময়দান হইতে ছাত্রলীগের জনসভার পরেই একটি মিছিলের নেতৃত্বদান করিব।

রেডিও, টেলিভিশন বা সংবাদপত্রে আমাদের তৎপরতার বিবরণী বা আমাদের বিবৃতি প্রকাশ করিতে দেওয়া না হইলে এই সব প্রতিষ্ঠানের বাঙালী কর্মচারীদের বাংলা দেশের ৭ কোটি মানুষের কন্ঠরোধের প্রচেষ্টা নাকচ করিয়া দিতে হইবে।

আগামী ৭ ই মার্চ বিকাল ২ টায় রেসকোর্স ময়দানে গণ সমাবেশে ভাষণ দান

করিব। সেখানে আমি পরবর্তী নির্দেশনা প্রদান করিব।

জনগণের প্রতি আমার আহ্বান সংগ্রাম সুশৃংখল ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে চালাইতে হইবে। উশৃংখলতা আমাদের আন্দোলনের সার্থকে ক্ষুন্ন করিবে এবং গণবিরোধী শক্তি ও তাদের ভারাটিয়া চরদেরই সার্থদ্ধার করিবে।

ইত্তেফাক। ৩ মার্চ ১৯৭১

বাংলার কণ্ঠ স্তব্ধ করা যাইবে না : শান্তি-শৃংখলার মধ্য দিয়া আন্দোলন চালাইয়া যান

জনগণের প্রতি প্রত্যয়-দৃঢ়-কণ্ঠ শেখ মুজিবের আহ্বান

(স্টাফ রিপোর্টার) আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান গতকাল (মঙ্গলবার) বিকালে এক বিবৃতিতে ঢাকায় নিরস্ত্র জনতার উপর গুলীবর্ষণের কঠোর নিন্দা করিয়া শক্তির দ্বারা জনগণের মোকাবেলা করিতে ইচ্ছুক বহু লোককে হুশিয়ার করিয়া দিয়া বলেন, বাংলাদেশে আগুন লাগাইবেন না, যদি জ্বালান সে দাবানল হইতে আপনারাও রেহাই পাইবেন না।

শেখ সাহেব আগামী সাতই মার্চ পর্যন্ত আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করিয়া দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে, বাংলাদেশের জনগণের স্বাধিকার অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন অব্যাহত থাকিবে।

তিনি আগামী ৬ মার্চ পর্যন্ত প্রতিদিন ৮টা হইতে দুপুর ২ টা অবধি হরতাল পালনের আহ্বান জানান। তৎপর আগামী ৭ ই মার্চ বিকাল ২ঃ০০ টায় শেখ সাহেব রেসকোর্স ময়দানে এক গণসমাবেশে ভাষণ দিবেন। ইহা ছাড়াও আওয়ামী লীগ প্রধান আজকের দিনটিকে জাতীয় শোক দিবস হিসেবে পালনের ডাক দিয়াছেন। আজ বিকেল চারটায় পল্টন ময়দান হইতে ছাত্র লীগের জনসভা শেষে তিনি একটি গণ মিছিলের নেতৃত্ব দান করিবেন।

গণহত্যার শামিল

গত কল্য বিকালে প্রদত্ত বিবৃতিতে শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, গতকাল (মঙ্গলবার) নিরস্ত্র ছেলেদের উপর গুলিবর্ষণের ফলে অন্তত ২জন নিহত এবং ওপর কয়েকজন গুরুতর ভাবে আহত হইয়াছে। তিনি বলেন শক্তিধরদের দ্বারা তাহাদের প্রতি অবমাননার বিরুদ্ধে অগণিত মানুষের সঙ্গে একাত্ম হইয়া প্রতিবাদ জ্ঞাপনের অপরাধেই গুলি করা হইয়াছে। তিনি বলেন, আমি এই গুলিবর্ষণ এর কঠোর নিন্দা করি। যারা শক্তির দ্বারা জনতার মোকাবেলা করিতে চান, তাদের এই স্বেচ্ছাচারিতা হইতে নিভৃত হওয়ার আহ্বান জানাই।

শেখ সাহেব বলেন, নিরস্ত্র জনতার উপর গুলি বর্ষণ গণহত্যারই শামিল এবং ইহা মানবতার বিরুদ্ধেই অপরাধ। সংশ্লিষ্ট মহলের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, বাংলাদেশে আগুন জালাইলে লেলিহান শিখা তাহাদেরও রেহাই দিবে না।

জনগণের দুঃসহ অপমান

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, সাত কোটি বাঙালির নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে শাসনতন্ত্র প্রশ্নে জাতীয় পরিষদে পাকিস্তানি সদস্যদের সঙ্গে বসিতে আমরা প্রস্তুত ছিলাম। ইতিমধ্যে কিছু সংখ্যক পশ্চিম পাকিস্তানি গণ প্রতিনিধি ঢাকা আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। কিন্তু অতঃপর এক অযাচিত ও আকস্মিক হস্তক্ষেপের দরুন পরিশদের অধিবেশন বর্ষীতে পারিল না।। তিনি বলেন, দেশের... কায়েমি স্বার্থবাদী ও আমলাতন্ত্রের স্বার্থের জিম্মাদার এক সংখ্যালঘিষ্ঠ গ্রুপের আপস বিরোধী ভূমিকায় এই হস্তক্ষেপ ত্বরান্বিত করিয়াছে। তাহারা ঘোষণা করিয়াছে যে, তাহাদের শর্তানুযায়ী না হইলে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসিতে পারিবে না। শুধু তাই নয়- যে সব পশ্চিম পাকিস্তানি সদস্য তাদের হুকুম মানিতে অস্বীকার করিয়াছে তাহাদের শায়েস্তা করা হইবে বলেও হুমকি দেওয়া হইয়াছে। শেখ সাহেব বলেন, এইভাবে এক অগণতান্ত্রিক মাইনোরিটির আদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের প্রতিনিধিদের অধিকারের অস্বীকৃতি জ্ঞাপন জনগণের প্রতি দুশসহ অপমান স্বরুপ।

বাংলার মানুষ নতি শিকারে প্রস্তুত নয় বলিয়া!-

আওয়ামীলীগ প্রধান বলেন, বাংলার মানুষ এই ধরনের হুকুম বা চাপের সামনে নতি স্বীকারে প্রস্তুত নয় বলিয়াই আজ শক্তির দ্বারা তাদের মোকাবেলা করার পথ বাচিয়া নেওয়া হইয়াছে। তিনি বলেন, ইহা সত্যই বেদনাদায়ক যে, যেইসব বিমান পশ্চিমাঞ্চল হইতে গণ-প্রতিনিধিদের বহণ করিয়া আনিতে পারিত, সেগুলিতে করিয়া এখন আনা হইতেছে সেনাবাহিনীর লোকজন আর সামরিক সরঞ্জাম।

পদানত করাই যদি উদ্দেশ্য হয় তবে-

শেখ সাহেব বলেন, ৭ কোটি বাঙ্গালিকে পদানত করাই যদি এই সব কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হয়, তবে গত দুইদিনে সমগ্র বাংলা দেশবাসী যে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ আন্দোলন হইয়াছে, উহাই বিশ্ববাসিকে দেখাইয়া দিয়াছে যে, বাঙ্গালিদের আর দাবায়ে রাখা যাইবে না। বাংলার মানুষ স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসাবেই বাচিতে চায়। তাদের আর কলোনি বা বাজারের মত ব্যবহার করা যাইবে না।

পবিত্র দায়িত্ব : অসহযোগিতা

জনগনের দায়িত্ব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিবৃতিতে শেখ সাহেব বলেন, এই সংকট সন্ধিক্ষণে সরকারী কর্মচারীগন সর্বস্তরের প্রতিটি বাঙ্গালীর পবিত্র কর্তব্য হইতেছে গণবিরোধী শক্তির সঙ্গে অসহযোগিতা করা এবং বাংলাদেশের বিরুদ্ধে পরিচালিত ষড়যন্ত্র ব্যার্থ করিয়া দেওয়ার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করা। তিনি বলেন যেহেতু জনগন তাদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করিয়া দিয়াছেন তারাই আইনানুগ সকল ক্ষমতার একমাত্র উৎস। সকলকে এই কথা মনে রাখিতে হইবে।

সামরিক শাসন আর এক দিনও নয়।

আওয়ামিলীগ প্রধান বলেন এই পরিস্থিতিতে আর একদিনও সামরিক আইন বা মিলিটারি শাসন চালু রাখার কোন যৌক্তিকতা নাই। তাই আমি অবিলম্বে সামরিক শাসন প্রত্যাহার 'মোকাবেলার' অবসান এবং গণপ্রতিনিধিদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রয়োগের পথে স্পস্ট প্রতিবন্ধকতা দুরীকরণের আহবান জানাইতেছি। এই দাবী যতদিন পূরণ না হয়, যতদিন বাংলার জনগনের স্বাধিকার অর্জিত না হয় ততদিন আমাদের আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।

ইত্তেফাক। ৩ মার্চ ১৯৭১

দিনের ঢাকায় ঃ রাত্রির রাজধানীতে ঃ ৬ ই পর্যন্ত সারা প্রদেশে

হরতাল ঃ কারফিউ ভঙ্গ ঃ হরতাল

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার প্রতিবাদে বাংলার স্বাধিকার আন্দোলনের মহানায়ক আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে সংগ্রামী বাংলার রাজধানী ঢাকা নগরী গতকল্য (মঙ্গলবার) প্রচণ্ড গর্জনে ফাটিয়া পড়ে। সর্বাত্মক হরতাল-কবলিত নগরী সারা দিন যেন মিছিল নগরীতে পর্যবসিত থাকে।

দলমত নিবিশেষে সর্বস্তরের গণমানুষের এই নজিরবিহীন সার্বিক হরতালের দরুন রাজধানীতে গতকাল একদিকে চুড়ান্ত অচলাবস্থার সৃষ্টি হয় অপরদিকে উনসত্তরের গণ-আন্দোলনের অবিস্মরণীয় দিনগুলির স্মৃতিকে ম্লান করিয়া দিয়া রাজপথে-জনপদে নামিয়া আসে আদিহীন-অন্তহীন জনতার স্রোত। সারাদিন পথে পথে অবাধ ... আর রাত্রে সান্ধ্য আইন জারি হওয়ার পর সান্ধ্য আইন লংঘন করিয়া সেই জনসমুদ্র প্রলয়গাত্রের বিক্ষুব্ধ বঙ্গোপসাগরের উন্মত্ত জল

কল্লোলের মতই প্রমত্ত গর্জনে বার বার গর্জিয়া উঠিতে থাকে। কারফিউর শৃংখলে আবদ্ধ রাত্রির ঢাকায় "ইঙ্গিত নৈঃশব্দের স্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া, বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা কেবলই গর্জিয়া উঠিতে থাকে যখন গর্জনে 'জয় বাংলা' আর সেই গণকণ্ঠের অঘোষ ধ্বনির সঙ্গে একাকার হইয়া বাতাসে বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইতে থাকে গুলীবর্ষণের আওয়াজ । গতরাত্রে ঢাকায় কোথায় কি ঘটিয়া গিয়াছে তাহার সঠিক তথ্য জানা না গেলেও শহরের হাসপাতালগুলিতে বুলেটবিদ্ধ লোকের ভিড় ঠিকই জমিতে থাকে। মধ্য রাত্রি পর্যন্ত দুই ব্যক্তির লাশ ও অনুন্য অর্ধ-শতাধিক আহত ব্যক্তি হাসপাতালে নীতে হয়। পরে হাসপাতালে আরও একজনের মৃত্যু হয়। মোট কথা, গতকালকের ঢাকা ছিল প্রতিবাদে এককণ্ঠ, প্রতিজ্ঞায় অভিন্ন। দল নাই, মত নাই, পথ ও পেশার পার্থক্য নাই, শেখ মুজিবের ডাকে এক ও অভিন্ন হইয়া সমগ্র ঢাকা গতকাল গণতন্ত্র ও স্বাধিকারের দাবীতে দুর্বিনীত হুঙ্কারে গর্জিয়া উঠিয়াছে, দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে জানাইয়া দিয়াছে : স্বাধিকারের প্রশ্নে কোন আপোষ নাই।

হরতাল এদেশে বহু হইয়াছে। কিন্তু গতকালকের ঢাকার হরতালের কোন তুলনা নাই। সকাল হইতেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে সকল দোকানপাট, ব্যবসার কেন্দ্র, যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকে। সরকারী বেসরকারী স্বায়ত্তশাসিত কোন প্রতিষ্ঠানেই কোন কর্মচারী গতকাল কাজে যোগ দেয় নাই। ট্রেন ও বিমান চলাচল সম্পূর্ণভাবে বন্ধ থাকে ... কোন জানবাহন চলে নাই, গাড়ী-রিকশা বাহির হয় নাই। আর এমনকি ছোট-খাট পান-বিড়ির দোকনও বন্ধ রহিয়াছে। আর সকল কাজকর্ম ফেলিয়া হাজার হাজার মানুষ লাঠি-রড হাতে নামিয়া আসিয়াছে রাজপথে। সকাল হইতেই রাজপথে জনতার অবিশ্রান্ত শ্রোত দেখিয়া সমগ্র শহরটাকেই মনে হইয়াছে এক মিছিল নগরী সেই মিছিলের কোন শুরু নাই, কোন শেষ নাই। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে বাংলার স্বাধিকার।

সকাল ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয় বটতলায় ছাত্রলীগ ও ডাকসুর আহ্বানে এক সুবিশাল জনসমুদ্রের সৃষ্টি হয়। সভাশেষে রাজপথে স্বাধিকারকামী জনতার মিছিল। বাশের লাঠি, কাউখণ্ড আর লোহার রডধারী সেই গণ-মিছিলের দৃপ্ত পদসঞ্চারে অযুতকণ্ঠের বজ্রহুঙ্কারে মেদিনী কাঁপিয়া ওঠে আর অধিকতর বুলন্দ হইয়া ওঠে বাংলার জনগণের স্বাধিকার দাবী। বিকালে বায়তুল মোকাররম এবং পল্টনেও জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যা যতই ঘনীভূত হইতে থাকে জনতা ততই রাজপথ ছাড়িয়া নিজ নিজ ঘরের দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু সন্ধ্যার পরে আকস্মিকভাবে সমগ্র শহরে কারফিউ জারি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিক্ষুব্ধ জনতা

আবার রাস্তায় নামিয়া আসে। শ্লোগানে শ্লোগানে চারিদিক প্রকম্পিত করিয়া শহরের বিভিন্ন প্রান্ত হুইতে অসংখ্য মিছিল কারফিউ ভঙ্গ করিয়া রাজপথে নামিয়া আসে। এই সময় বিরাট ঢাকা শহর যেন গণকণ্ঠের আওয়াজে ডুবিয়া যায়। আর রাজপথে এই মিছিল চলে গভীর রাত্রি পর্যন্ত। অধিক রাত্রে মিছিলকারীদের শ্লোগানের পাশাপাশি গুলীর আওয়াজ শোনা যায়। তবে হতাহতের সংখ্যা জানা যায় নাই ।

গতকাল (মঙ্গলবার) ঠিক সান্ধ্য আইন জারির পর শহরের বিভিন্ন স্থানে গুলিবিদ্ধ হইয়া শত ব্যক্তি হতাহত হইয়াছে বলিয়া বেসরকারী সূত্রে জানা যায়। গতকাল রাত্রে গুলীতে নিহত ২জন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির মৃত্যদেহ ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আনা হয় এবং গুলীবিদ্ধ ৪০ জনের অধিক ব্যক্তিকে একই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ইহাছাড়া মিটফোড হাসপাতালেও গুলীতে আহত ৪ জনকে ভর্তি ও ১ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

গতকাল সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় রেডিওতে ঢাকা শহরে সান্ধ্য আইন জারির কথা ঘোষণা করার পরেও শহরের বিভিন্ন এলাকায় জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাস্তার বাহির হইয়া পড়ে। শহরের প্রায় সর্বত্র জনসাধারণ সান্ধ্য আইন ভঙ্গ করিয়া বিক্ষোভে ফাটিয়া পড়ে। চতুর্দিক হইতে অধিক রাত্রি পর্যন্ত বিক্ষোভ শোভাযাত্রীদের বিভিন্ন প্রকার শ্লোগানের গর্জনে সমগ্র শহর আলোড়িত হইয়া পড়ে। মালিবাগ, নবাবপুর, টিপুসুলতান রোড, গভর্নমেন্ট হাউস রোড, ডি, আই, টি এভেনিউ, জিন্নাহ এভেনিউ, মতিঝিল, টিকাটুলী, সদরঘাট, তাঁতীবাজার, পোস্তগোলা, নারিন্দা, রায়ের বাজার, নিউমার্কেট, মোহাম্মদপুর, কাওরান বাজার, রাজারবাগ, বংশাল ইত্যাদি এলাকার রাস্তায় রাস্তায় বিক্ষোভ প্রদর্শন এবং বিক্ষোভকারীদের উপর গুলীবর্ষণের সংবাদ পাওয়া যায়। সান্ধ্য আইন থাকায় গাড়ী ও এর ... অভাবে আহতদের হাসপাতালে স্থানান্তর বিলম্বিত হয় বলিয়া অভিযোগ শোনা যায়। গুলীবিদ্ধ আমান উল্লাহ নামে একটি ১৩/১৪ বৎসরের ছেলে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে অধিক রাত্রে প্রাণত্যাগ করে বলিয়া প্রাপ্ত খবরে জানা যায় ।

ইহা ছাড়া আরও কয়েক স্থানে গুলীবিদ্ধ হইয়া কয়েক ব্যক্তির মৃত্যুসংবাদ পাওয়া যায়। কিন্তু হাসপাতাল কিংবা অন্য কোন সূত্র হইতে ইহাদের মৃত্যুসংবাদের কোন সমর্থন পাওয়া যায় নাই।

গতকাল অনুমান ১১টায় তেজগাও ফার্মগেটের নিকট প্রথম গুলীবর্ষিত হয়

এবং ৫জন আহত হয়। সামরিক বাহিনীর কোন লোক সেখানে গুলীবর্ষণ করেন নাই বলিয়া সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানান। গতকাল রাত্রে সান্ধ্য আইন বলবৎ থাকাকালে কতিপয় দুষ্কৃতিকারী জিন্নাহ এভেনিউর মেসার্স বেঙ্গল উল হাউসের মালামাল লুট করিয়া সেখানে আগুন দিলে দোতলায় অবস্থানকারী কতিপয় পরিবার বিপন্ন হইয়া পড়ে। বিপন্ন পরিবারের পক্ষ হইতে আওয়ামী লীগ প্রাধানের নিকট সাহায্যের জন্য টেলিফোন করা হয়। শেষ পর্যন্ত দমকল বাহিনী উহাদের উদ্ধার করে।

৫ জন পুলিস কর্মচারীর হাসপাতালে ভর্তি

গতরাতে রাজারবাগ পুলিস হাসপাতাল সূত্রে জানা যায় যে, গতকাল শহরের বিভিন্ন স্থানে আহত ৫জন পুলিস কর্মচারীকে সেখানে ভর্তি করা হইয়াছে।

গতকাল অধিক রাত্রে টিপু সুলতান রোড হইতে জনৈক ব্যক্তি টেলিফোনে জানান যে, গতরাত্রে সান্ধ্য আইন জারির পরে গুলীবিদ্ধ হইয়া একটি ৩ বৎসরের শিশুসহ ৫ ব্যক্তি নিহত এবং ৮ জন আহত হইয়াছে। নিহতদের বয়স ২০ হইতে ৩০ বৎসর এবং তাহাদের মধ্যে সলিমুল্লাহ কলেজের জনৈক ছাত্র রহিয়াছে বলিয়া টেলিফোনে উক্ত সংবাদ দাতা জানান। তবে এ ব্যাপারে সরেজমিনে অথবা সরকারীভাবে কিছু জানা সম্ভব হয় নাই। গতরাত্রে অনমান ১১টায় বুড়ীগঙ্গা নদীতে কাসেম নামে জনৈক লঞ্চযাত্রী গুলীবিদ্ধ হইয়া নিহত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। নিহত ব্যক্তি অন্যান্যের সহিত বুড়ীগঙ্গার অপর পাড় হইতে লঞ্চযোগে “জয় বাংলা" ধ্বনি দিতে দিতে আসিতেছিল। লঞ্চের প্রতি গুলী করা হইলে উক্ত কাসেম নিহত হয়। নিহত ব্যক্তির লাশ কালিগঞ্জ বাজারে রাখা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে । গত রাত্রে পোস্তগোলায় সান্ধ্য আইন ভঙ্গকারীদের প্রতি গুলী-বর্ষণ করা হইলে ঢাকা জুট মিল ও ওরিয়েন্টাল টেক্সটাইল মিলের নিকট কয়েকজন শ্রমিক হতাহত হয় বলিয়া শোনা গিয়াছে। কিন্তু অধিক রাত্র পর্যন্ত হতাহতের কোন সঠিক সংখ্যা জানা সম্ভব হয় নাই।

৪ ব্যক্তির মিটফোর্ড হাসপাতালে ভর্তি

নবাবপুর ও তাঁতীবাজার এলাকায় ছুরিকাঘাত ও গুলীবিদ্ধ হইয়া আহত ৪ ব্যক্তিকে মিটফোর্ড হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ইহা ছাড়া, কুদ্দুস (২৩) নামে জনৈক ব্যক্তি নবাবপুরে বন্দুকের গুলীতে আহত হইয়া মিটফোর্ড হাসপাতালে নীত হয়। সান্ধ্য আইন জারির পর তাঁতীবাজার এলাকা হইতে গুলীতে আহত ব্যক্তিকে মিটফোর্ড হাসপাতালে ভর্তি করা হয় বলিয়া প্রকাশ।

ইত্তেফাক। ৩ মার্চ ১৯৭১

আজ হরতালঃ পল্টনে জনসভা ও গণমিছিল

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের আহবানে অনির্দিষ্টকালের জন্য জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিত রাখার প্রতিবাদে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আজ (বুধবার) সকাল ৬ টা হইতে দুপুর ২টা পর্যন্ত ঢাকাসহ সমগ্র দেশে সর্বাত্মক হরতাল পালন করা হইবে। এ্যাম্বুলেন্স, সাংবাদিকদের গাড়ি, হাসপাতাল, ঔষধের দোকান, বিদুৎ ও পানি সরবরাহ বিভাগ অদ্যকার হরতালের আওতার বাহিরে থাকিবে।

আজ বিকাল ২টায় জাতীয় শ্রমিক লীগ ও পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের যৌথ উদ্যোগে পল্টন ময়দানে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হইবে। ৪টায় পল্টন ময়দান হইতে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে গণমিছিল বাহির হইবে। পল্টনের জনসভায় জাতীয় শ্রমিক লীগ ও পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা দান করিবেন।

আজ বধবার হইতে আগামী ৬ই মার্চ পর্যন্ত সকাল ৬টা হইতে দুপুর ২টা পর্যন্ত সারা প্রদেশে সর্বাত্মক হরতাল পালন করা হইবে। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান জীবনের সকল ক্ষেত্রে এই সর্বাত্মক হরতাল পালনের আহ্বান জানাইয়াছেন।

আগামী ৭ই মার্চ দুপুর ২টায় রমনা রেসকোর্স ময়দানে আওয়ানী লীগ প্রধান পরবর্তী কর্মসূচী ঘোষণা করিবেন।

ইত্তেফাক। ৩ মার্চ ১৯৭১

৫ দিনের মধ্যে অধিবেশন ডাকুন

করাচীতে সর্বদলীয় বৈঠক (ইত্তেফাকের করাচী অফিস হইতে)

২ রা মার্চ অদ্য স্থানীয় আওয়ামী লীগ অফিসে দেশের সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি আলোচনার জন্য পিপলস পার্টি বাদে বাকী সকল রাজনৈতিক দলের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে জনাব ভুট্টোর ভূমিকার সমালোচনা করিয়া আগামী ৫ দিনের মধ্যে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের দাবী জানান হয়। এই দাবীর সপক্ষে আগামীকাল একটি সর্বদলীয় শোভাযাত্রা বাহির করা হইবে ।

ইত্তেফাক। ৩ মার্চ ১৯৭১

সভা ও সমাবেশে চক্রান্ত প্রতিহত করার সংকল্প

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আকস্মিকভাবে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার প্রতিবাদে শেখ মুজিবুর রহমান আহুত হরতাল দিবসে গতকাল (মঙ্গলবার) পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ও ছাত্র প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে রাজধানীতে আয়োজিত প্রতিবাদ সভার মাধ্যমে তীব্র ক্ষোভ ও নিন্দা প্রকাশ করা হয়। এই সকল সভায় ২৩ বৎসরব্যাপী শোষিত- বঞ্চিত ৭ কোটি বাঙ্গালীর বাঁচা- মরার প্রশ্নে ঘোষিত গণরায়কে বানচালের চক্রান্ত যে কোন ত্যাগের বিনিময়ে প্রতিহত করার জন্য অগ্নিশপথ গ্রহণ করা হয়। এই সকল সভায় চক্রান্তকারী শক্তির মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে শহর, বন্দর, মহল্লা, গ্রাম এবং পাড়ায় পাড়ায় ঐক্যবদ্ধ মানুষের দুর্ভেদ্য দুর্গ গড়িয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত আপোষহীনভাবে সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়ার জন্য বাংলার কৃষক, শ্রমিক-ছাত্র-জনতার প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান হয় ।

গতকাল সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের উদ্যোগে এক ঐতিহাসিক ছাত্র জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ যোগ্য যে, বটতলায় আহুত এই জনসভা সকাল ১১টায় অনুষ্ঠানের কথা থাকিলেও সকাল হইতেই রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা হইতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে অগনিত মিছিলের স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে এবং সকাল ৯টা সারে ৯টার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবন এলাকা এক বিক্ষুব্ধ জনসমুদ্রে পরিণত হয়। এই সমাবেশের প্রত্যেকের হাতে ছিলো বাঁশের লাঠি এবং লোহার রড।

ইত্তেফাক। ৩ মার্চ ১৯৭১

ঢাকা আসিতে ভুট্টো আদৌ অনিচ্ছুক নন

করাচী, ২রা মার্চ-পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জনাব জেড,এ, ওটো আজ এখানে বলেন যে, শাসনতান্ত্রিক সংকট নিরসনের উদ্দেশ্যে শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং আলোচনা অনুষ্ঠানের জন্য পূর্ব পাকিস্তান যাইতে তিনি বরাবরই প্রস্তুত রহিয়াছেন ।

আজ এখানে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জনাব ভুট্টো বলেন যে, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখার নিশ্চিতভাবে কিছুই হারাইয়া যায় নাই।

জনাব ভুট্টো বলেন: পরিষদ অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখা হয় নাই। দেশের দুইটি প্রধান দল শাসনতান্ত্রিক ব্যাপারে কিছুটা সমঝোতায় পৌঁছা মাত্রই জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইতে পারে।

জনাব ভুট্টো প্রকাশ করেন যে, আগামীকাল করাচীতে পিপলস পার্টির কেন্দ্রীর কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হইবে। কমিটি যদি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, শাসনতান্ত্রিক ... সম্পর্কে শেখ মুজিবুর রহমানের সহিত আলোচনার জন্য তাঁহার (ভুট্টো) ঢাকা যাওয়া উচিত, তাহা হইলে তিনি আগামীকাল অপরাহ্নে বা পরদিনই ঢাকা রওয়ানা হইবেন।

তিনি বলেন, "ধামি ঢাকা যাওয়ার ব্যাপারে মোটেই উদাসীন নই"।

ইত্তেফাক। ৩ মার্চ ১৯৭১

নূর খান বলেন

'অধিবেশন বসিলে গ্রহণযোগ্য শাসনতন্ত্র রচনা সম্ভব হইত

লাহোর, ২রা মার্চ- কাউন্সিল লীগ নেতা এয়ার মার্শাল (অবসরপ্রাপ্ত) নুর খান অবিলম্বে জাতীয় পরিষদের নয়া তারিখ ধার্য করার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের প্রতি আবেদন জানান। মার্চ মাসের মধ্যেই অধিবেশন অনুষ্ঠানের জন্য তিনি আহ্বান জানান।

আজ এখানে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এয়ার মার্শাল নুর খান বলেন যে, জাতীয় পরিষদ স্থগিত করার যে ক্ষতি হইয়া গেল তাঁহা অত্যন্ত ব্যাপক এবং অবিলম্বে অধিবেশন আহ্বান না করিলে এই ক্ষতি সংশোধনের অতীত হইয়া পড়িবে।

জনাব নুর খান অভিমত প্রকাশ করেন যে, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসিলে গস্থহণযোগ্য শাসনতন্ত্র রচনা সম্ভব হইত।

ইত্তেফাক। ৩ মার্চ ১৯৭১

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিতের প্রতিবাদ

নারায়ণগঞ্জে বিক্ষোভ

আদমজীনগর হইতে ইত্তেফাকের নিজস্ব সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখার সংবাদে নারায়ণগঞ্জে ছাত্র, জনতা

ও শ্রমিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। পরিষদ অধিবেশন স্থগিত রাখার প্রতিবাদে ছাত্র, শ্রমিক ও জনসাধারণ গতকাল এক বিরাট মিছিল বাহির করে। শোভাযাত্রা কারিগণ জনাব ভুট্টোর ভূমিকার নিন্দা ও বাংলার জনগণের দাবীর সমর্থনে বিভিন্ন শ্লোগানসহ শহরের বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করে। তোলারাম কলেজ ও স্থানীয় স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী অন্যান্য ক্লাস বর্জন করিয়া শোভাযাত্রায় যোগদান করেন। ছাত্রলীগ নেতা আবদুল মোতালিব, আবদুল গফুর, নূরুদ্দিন আহমদ, আখতারুল ইসলাম প্রমুখ ছাত্রশোভাযাত্রায় নেতৃত্বদান করেন। পূর্বদিন রাত্রেও জনাব ভুট্টোর উক্তির প্রতিবাদে নারায়ণগঞ্জের পাইকপাড়া আওয়ামী লীগের উদ্যোগে এক শোভাযাত্রা বাহির করা হয় এবং উহা বিভিন্ন শ্লোগানসহ শহরের বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করে। জনাব মোস্তফা সারোয়ার, রাজা মহিউদ্দিন প্রমুখ উক্ত শোভাযাত্রায় নেতৃত্বদান করেন।

টঙ্গীতে শিল্প এলাকার গণমনে প্রতিক্রিয়া

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখার সংবাদ শুনার সঙ্গে সঙ্গে টঙ্গী শিল্প এলাকায় গণমনে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। শিল্প এলাকাস্থিত মেসার্স নিশাত জুট মিল, সাত রং লি. টেলিফোন ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশান, আশ্রাফ টেক্সটাইল মিল, বাটা, পাকিস্তান সিরামিক, মেট্যানের করপোলেক্স, সানসাইন ক্যাবল, পেপার পালপ, জনতা টোব্যাকো, এটলাস অটো, ইউনাইটেড টোব্যাকো ও আলাউদ্দিন তাওয়া টেক্সটাইল মিলের শ্রমিকগণ কাজ কর্ম ত্যাগ করিয়া টঙ্গী বাজারে সমবেত হয় এবং সেখান হইতে শোভাযাত্রা সহকারে শিল্প এলাকার বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করে। শোভাযাত্রা শেষে নাসিমপুর স্বাস্থ্য কেন্দ্র মাঠে এক শ্রমিক-জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা সদর উত্তর মহকুমা আওয়ামী লীগ সম্পাদক কাজী মোজাম্মেল হক, শ্রমিক নেতা জনাব আবদুল মান্নান, জনাব হাসান উদ্দিন সরকার, জনাব আব্দুল মতিন, জনাব গোলাম মোস্তফা প্রমুখ সভায় জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিত রাখার সমালোচনা করিয়া বক্তৃতা করেন।

ভৈরব

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

ভৈরব, ১লা মার্চ-আজ দুপুরে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বাতিল ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গেই এখানকার সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা ক্লাস বর্জন করিয়া উক্ত ঘোষণার বিরুদ্ধে ধ্বনি দিতে থাকে। পরে স্থানীয় প্রেসক্লাবের সম্মুখে

আয়োজিত এক সভায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বাতিলের ঘোষণাকে গণতন্ত্রবিরোধী বলিয়া বর্ণনা করা হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় ছাত্রলীগ সভাপতি মীর্জা সোলেমান। রাত্রি ১ ঘটিকায় এই সংবাদ প্রদানকালেও বহু ছোট ছোট মিছিল শহর প্রদক্ষিণ করিতে থাকে।

ময়মনসিংহ

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

ময়মনসিংহ, ১লা মার্চ- আজ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বাতিলের ঘোষণা শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গেই এখানকার সর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যে তীব্র বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। সন্ধ্যার দিকে ছাত্রলীগসহ বিভিন্ন ছাত্র সংস্থার উদ্যোগে একটি বিক্ষোভ মিছিল বাহির করা হয়। পরে স্থানীয় আওয়ামীলীগও একটি বিক্ষোভ মিছিল বাহির করে। আগামী বুধবার শহরে পূর্ণ হরতাল পালন এবং আওয়ামী লীগের উদ্যোগে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হইবে।

মৌলবীবাজারে প্রতিবাদ সভা

মৌলভী বাজারস্থ ইত্তেফাকের নিজস্ব সংবাদদাতা জানান যে, জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার প্রতিবাদে স্থানীয় ছাত্রলীগের পক্ষ হইতে চৌমুহনীতে এক অনুষ্ঠান করা হয়। সভায় এই অপ্রত্যাশিত ঘোষণার তীব্র নিন্দা করা হয়।

ইত্তেফাক। ৩ মার্চ ১৯৭১

‘বাংলার মাটিতে যেন স্থানীয়-অস্থানীয় বা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা না হয়’-

জনগণের প্রতি শেখ মুজিবের আহ্বান

(স্টাফ রিপোর্টার) আাওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান বাংলার মাটিতে যাতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন।

গতকাল (মঙ্গলবার) ঢাকায় তাহার বাসভবনে সমাগত এক বিরাট জনতার উদ্দেশে ভাষণ দানকালে শেখ সাহেব বলেন,“সকলের প্রতি আকুল আহ্বান- বাংলার মাটিতে যেন বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী, হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা না বাঁধে। যদি এধরনের কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধে আমি বুকে ব্যথা পাইব।” আওয়ামী লীগ প্রধানের বাস ভবনে সমাগত এই জনতার মধ্যে মোহামুদপুর নিবাসী স্থানীয় ও অস্থানীয় উভয় সম্প্রদায়ের লোকই ছিল । তাহারা ‘জয় বাংলা’

শ্লোগান তুলিয়া শ্লোগান সহকারে শেখ সাহেবের বাসভবনে আগম করে। সেখানে তাহারা একযোগে ধ্বনি তোলে 'আমরা সবাই আছি শেখ মুজিবের পিছে।' জনতার উদ্দেশে প্রদত্ত সংক্ষিপ্ত ভাষণে শেখ সাহেব বলেন, 'এখানে সবাই বাঙালী। বাংলার মাটিতে বসবাসকারী বাঙালী-অবাঙালী, হিন্দু-মুসলমান, খৃষ্টান-বৌদ্ধ সকলেই সমান।' তিনি বলেন, বাংলা দেশে বসবাসকারী সকলেই আমাদের ভাই। এবং তাদের জানমাল রক্ষার দায়িত্ব আমাদের।" সকলের প্রতি অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শরিক হওয়ার আহ্বান জানাইয়া শেখ মুজিব দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, "শহীদের রক্ত বৃথা যাইতে দেওয়া হইবে না। দাবী আমরা আদায় করিবই।"

ইত্তেফাক। ৩ মার্চ ১৯৭১

সন্ধ্যা সাতটা হইতে সকাল ৭টা পর্যন্ত

ঢাকায় অনির্দিষ্টকালের জন্য কারফিউ

গতকাল (মঙ্গলবার) এক ঘোষণায় বলা হয় যে, সামরিক শাসন কর্তৃপক্ষ ঢাকা পৌরসীমার মধ্যে ১০ ঘণ্টাব্যাপী কারফিউ জারি করিয়াছেন। মঙ্গলবার রাত ৯টা হতে অদ্য (বুধবার) সকাল ৭টা পর্যন্ত কারফিউ জারি করা হইয়াছে।

ঢাকার সহকরী সামরিক উপ প্রশাসক লে. কর্নেল মোজাফফর আলীর এক নির্দেশে জানানো হয় যে, আজ (বুধবার) হইতে অনির্দিষ্টকালের জন্য প্রতিদিন সন্ধ্যা ৭টা হতে সকাল ৭টা পর্যন্ত কারফিউ পুনর্জারি থাকিবে।

কারফিউ জারি থাকা অবস্থায় জনসাধারণকে ঘরের মধ্যে অবস্থানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। শহরের কতিপয় এলাকায় ব্যাপকভিত্তিতে লুঠ, অগ্নিসংযোগ এবং অন্যান্য ধরণের অরাজততার পরিপ্রেক্ষিতে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ঢাকা শহরের পৌরসীমা এই কারফিউ এর আওতায় পড়িবে। ২রা মার্চ রাত্রি ৯ টা হয়তে ৩রা মার্চ সকাল ৭টা পর্যন্ত কারফিউ বলবত থাকিবে।

নির্দেশে বলা হয় যে, ইউনিফরম পরিহিত সামরিক অফিসার, পুলিস, ইপিআর, সশস্ত্র বাহিনীর লোক অথবা সরকারি সামরিক উপ-প্রশাসকের ইচ্ছাকৃত বা তাহার অনুমোদনক্রমে ঢাকায় তিনি কর্তৃক প্রদত্ত পাস ধারণকারী লোক ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি তাহার গৃহ বা গৃহ:অঙ্গন হইতে উপরোক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাহির হইতে পারিবেন না। উক্ত সময়ের মধ্যে উল্লিখিত অনুমোদিত ব্যক্তিবর্গ ছাড়া কেহ রাস্তা বা সড়ক ব্যবহার করিতে পারিবেন না। যে কেহ এই নির্দেশ অমান্য করিবেন তাহাকে গ্রেপ্তার করা

হইবে অথবা তিনি যদি গ্রেপ্তার পরিহার করিতে বা উহাতে বাধাদান করিতে যান তবে তাহাকে গুলি করা হইবে।

যাহাদের জরুরী ক্ষেত্রে পাসের প্রয়োজন

ডেলিভারী বা গুরুতর অসুস্থতার ন্যায় জরুরী ক্ষেত্রে যাহাদের পাসের প্রয়োজন হইবে তাহাদের সহকারী সামরিক উপ প্রশাসকের নিকট তাহার গুলশান মডেল টাউনস্থ সদর দফতরে অথবা কমিশনার অফিসে সেনা বাহিনীর কন্ট্রোল রুমে অথবা ঢাকার ডিসির নিকট কমিশনারের অফিসস্থ ম্যাজিস্ট্রেটের কন্ট্রোল রুমে সকাল ১০টা হইতে অপরাহ্ন ২টার মধ্যে আবেদন করিতে হইবে। - এ,পি, পি

ইত্তেফাক। ৩ মার্চ ১৯৭১

৪ঠা মার্চ, ১৯৭১

ক্ষমতা হস্তান্তর না করা পর্যন্ত কর-খাজনা বন্ধ

(ষ্টাফ রিপোর্টার) জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখার প্রতিবাদে ঘোষিত কর্ম- সূচী পালনের দ্বিতীয় দিবসে গতকল্য (বুধবার) ঢাকার ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানের উত্তাল-উদ্দাম, বিশাল জনসমুদ্রের উদ্দেশে ভাষণদানকালে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিব বিগত দিনের ঘটনাবলীর পটভূমিতে বিচার করিয়া তুমুল করতালির মধ্যে সামরিক সরকারকে অবিলম্বে গণপ্রতিনিধিদের হস্তে ক্ষমতা সমর্পণ করিয়া ব্যরাকে ফিরিয়া যাওয়ার আহ্বান জানিয়া অনীশ্বরে ঘোষণা করেন : বাংলার গণপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা সমপণ করিয়া ব্যারাকে ফিরিয়া না যাওয়া পর্যন্ত সরকারের সহিত স্বাধিকারকামী বাংলার মানুষ আর সহযোগিতা করিবে না, কোনও কর খাজনাও দিবে না। ছাত্রলীগ ও জাতীয় শ্রমিক লীগের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই মহতী সমাবেশে আগ্রহ ব্যাকুল শ্রোতামণ্ডলীকে সাক্ষ্য রাখিয়া আওয়ামী লীগ প্রধান সর্বাত্মক অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের- ডাক দিয়া সরকারী- বেসরকারী চাকুরীজীবীদের প্রতি নির্দেশ দেন পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত আপনারা অফিস আদালতে যাওয়া বন্ধ রাখুন। বেতার, টেলিভিশন ও পত্র-পত্রিকার প্রতি নির্দেশ দিয়া তিনি বলেন : “যদি আমাদের বক্তব্য- বিবৃতি, আমাদের আন্দোলনের খবরাখবর প্রকাশ-প্রচারের উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়, সে নির্দেশ আপনারা লংঘন করুন।” ভুট্টোগংদের উদ্দেশে তিনি বলেন : “গণতান্ত্রিক নিয়মে প্রণীত এক শাসনতন্ত্র যদি না চান, আপনাদের শাসন আপনারা রচনা করুন, বাংলা দেশের শাসনতন্ত্র আমরাই রচনা

করিব।” গণঅধিকার আন্দোলনের সুতিকাগার ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে ছাত্রলীগ সভাপতী নুরে আলম সিদ্দিকীর সভা- পতিত্বে অনুষ্ঠিত জীবনের সর্বস্তরের মানুষের এই সংহতি সমাবেশে ভারাক্রান্ত বক্তৃতা শুরু করিয়া এবারকার আন্দোলনের সূচনাপর্বে স্বাধি-কারকামী ‘ যে বীর বন্ধুরা আত্মাহুতি দিলেন’ তাহাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রসঙ্গে ৭ কোটি বাঙ্গালীর বিক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বরকে নিজের কণ্ঠে তুলিয়া লইয়া তিনি ঘোষণা করেন : “বাংলার মানুষ খাজনা দেয়, ট্যাক্স দেয় রাষ্ট্র চালানর জন্য, গুলি খাওয়ার জন্য নয়। তাই, গরীব বাঙালীর পয়সায় কেনা বুলেটের দ্বারা কাপুরুষের মত গণহত্যার পরিবতর্তে অবিলম্বে সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরাইয়া নিন বাংলার শাসনভার বাংলার নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের হাতে তুলিয়া দিন।”

পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচী অনুযায়ী শেখ সাহেবএই সভাশেষে পল্টন ময়দান হইতে একটি গণমিছিলের নেতৃত্ব করার কথা ছিল। কিন্তু পরে এই কর্মসূচী পরিবর্তন করিয়া তিনি সমাবেশে ভাষণ শেষ করেন এবং জনগণের অশু কর্তব্য নির্দেশ করেন ।

মুহুর্মুহু ‘জয় বাংলা’ শ্লোগানে মুখরিত পল্টনের সেই বিশাল জনসভা আর বসন্তের বৈকালিক সূর্যকে সাক্ষী রাখিয়া শেখ মুজিব দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করেন, “প্রস্তুত- আমরা প্রস্তুত। দানবের সঙ্গে সংগ্রামের জন্য যে কোন পরিণতিকে মাথা পাতিয়া বরণের জন্য আমরা প্রস্তুত। তেইশ বছর ধরিয়া রক্ত দিয়া আসিয়াছি, প্রয়োজনবোধে বুকের রক্তের গঙ্গা দিব। তবুও সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখে দাঁড়াইয়াও বাংলার বীর শহীদদের রক্তের সঙ্গে বেঈমানী করি না।”

নিন্দার ভাষা জানা নাই

বক্তৃতার শুরুতেই শেখ মুজিব বলেন, দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে আ আমি এখানে আনিয়া দাঁড়াইয়াছি। তিনি বলেন, গত রাত্রে গত দুইদিনে 'বহুলোক' হত্যা করা হইয়াছে। আমি নিজে মেশিন- গানের গুলীর আওয়াজ শুনিয়াছি। এই হত্যাকাণ্ডের নিন্দার ভাষা আমার জানা নাই। তিনি বলেন, গরীব মানুষের পয়সায় শান্তি ও শৃংখলা রক্ষা বাহিনীর ভরণ-পোষণ চলে। তাদের দায়িত্ব দেশরক্ষা- সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে তাদের ব্যবহার করা উচিত নয়। তিনি বলেন, নিরস্ত্র জনতাকে হত্যা করা কাপুরুষতারই শামিল। তিনি অবিলম্বে শান্তি ও শৃংখলা রক্ষা বাহিনীকে ব্যারাকে ফিরাইয়া লইয়া গণ-প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা তুলিয়া দেওয়ার দাবী জানান।

আমরা দায়ী নহি

দেশের বর্তমান সঙ্কট পরিস্থিতির পটভূমিকা বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে শেখ সাহেব বলেন, এজন্য আমরা দায়ী নই এ দায় গণ-প্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর বানচাল ষড়যন্ত্রকারীর দল। তিনি বলেন, মেজরিটি জনগণ আমার পেছনে। কিন্তু জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের বেলায় আমার সঙ্গে আলাপ-আলোচনাও করা হয় নাই। তিনি বলেন, ভুট্টো পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করিয়া অচলাবস্থার সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরা হয় নাই- হইয়াছে বাংলার নিরীহ শান্তিকামী মানুষের বিরুদ্ধে। শেখ সাহেব বলেন, আমি আবার বলছি, আগুন লইয়া খেলা করিবেন না। যদি করেন, পুড়িয়া ভস্য হইয়া যাইবেন।

মৃত্যুর ভয় দেখাইবেন না

সংশ্লিষ্ট মহলের উদ্দেশে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া শেখ মুজিব বলেন, বাংলার মানুষকে মৃত্যুর ভয় দেখাইবেন না। শত্রুর সঙ্গে দূর্য়োগের সঙ্গে কোলাকুলি করিয়াই আমরা বাঁচিয়া আছি। মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা ধরিয়া, মৃত্যুকে বুক পাতিয়া বরণ করিয়াই আমরা স্বাধিকার আাদায় করিব। বক্তৃতার এক পর্যায়ে তিনি শান্তি- পূর্ণভাবে আন্দোলন পরিচালনার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, উশৃঙ্খলতা আন্দোলনকে বিপদগামী করিতে পারে।

অবিস্মরণীয় সমাবেশ

গতকালের পল্টনের গণ-সমাবেশ ছিল নানা দিক দিয়ে অবিষ্মরণীয়। নির্ধারিত সময়ের আগেই সমগ্র পল্টন লোকে-লোকারণ্য হয়ে যায়। আর সভা শুরু হওয়ার আগেই সেই আদি-অন্তহীন জনসমুদ্রের স্রোত ভিআইটি এভিন্যু, জিনান্ন এভিন্যু, বায়তুল মোকাররম, এমনকি স্টেডিয়ামের ছাদ পর্যন্ত ছয়লাব করিয়া দেয়। গতকল্যকার এই জনতার মধ্যে সমাবেশ ঘটিয়াছে সকল স্তরের মানুষের। পেশা, সামাজিক মর্যাদা, পোশাক- পরিচ্ছদ আর চেহারার তাদের যতই অমিল থাকুক, মিল ছিল একটি ক্ষেত্রে হাতে বাঁশের লাঠি, লক্ষ্য বাংলার স্বাধিকার। দেখিয়া মনে হইতেছিল, বাংলার স্বাধিকারের ১ দাবী আর বাঁশের লাঠি বাংলার মানুষকে সকল ভেদাভেদ এক করিয়া দিয়াছে। কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যে সমাবেশ শুরু হয়। শুরুতে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান সিরাজ আজ (বৃহস্পতি- বার) হইতে পরবর্তী ৪দিনের 'কর্মসূচী' ঘোষণা করেন।

প্রস্তাবাবলী

সমাবেশে প্রস্তাব পাঠ করেন কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের দফতর সম্পাদক এম এ রশিদ। এক প্রস্তাবে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর গুলীবর্ষণে নিহত ভাইদের মাগফেরাত কামনা শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া এই জঘন্য হত্যার প্রতিবাদে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়িয়া তোলার আহবান জানানো হয়।

এক প্রস্তাবে সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী শান্তি-শৃঙ্খলা বাহিনীর গুলিতে আহত বীর বাঙালীদের বাঁচাইয়া রাখার জন্য স্বাস্থ্যবান বাঙালী ভাইদের ব্লাড ব্যাংকে রক্ত প্রদানের আহবান জানানো হয়।

এক প্রস্তাবে শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের জন্য সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ও নির্ভেজাল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধানে কৃষক-শ্রমিক-রাজ কায়েমের শপথগ্রহণ কর। এক প্রস্তাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে পূর্ণ আস্থা আনিয়া তার নির্দেশ ও কর্মসূচীকে যথাযথভাবে পালন করিয়া সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

সর্বশেষ প্রস্তাবে দলমত নির্বিশেষে বাংলা দেশের প্রতিটি নর- নারীকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়ার আহবান জানানো হয়। জসভায় বক্তৃতা করেন ডাকসু সম্পাদক আবদুল কুদ্দুস মাখন, কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদ সিরাজ এবং জাতীয় শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল মান্নান।

বক্তৃতা প্রসঙ্গে আবদুল মান্নান শ্রমিক সমাজকে ছাত্রসমাজের কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়ার আহ্বান জানান। শাজাহান সিরাজ বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, যারা আগুন লাগায়, লুঠপাট করে, তারা ঘনতার সংগ্রামকে ব্যর্থ করার চেষ্টা করিতেছে। তিনি বলেন যে, ইহাদের টাকা দিয়া শান্তিপূর্ণ আন্দোলন বানচালের কাজে নামানো হইয়াছে, যেমন নামানো হইয়াছিল ১১-দফা আন্দোলনের সময়। তিনি এই সব চক্রান্তকারীর চক্রান্ত ছারখার করিয়া ফেলিতে জাগ্রত জনগণের প্রতি আহবান জানান।

ইত্তেফাক। ৪ মার্চ ১৯৭১

প্রেসিডেন্ট কর্তৃক

নেতৃ-সম্মেলনের আমন্ত্রণ

রাওয়ালপিণ্ডি, ৩রা মার্চ- প্রেসিডেন্ট ভবন হইতে আজ নিম্নোক্ত ঘোষণাটি প্রচার করা হয়: "একটি সাধারণ লক্ষ্য অর্জনে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে সাহায্য করিতে প্রেসিডেন্ট সাধ্যানুযায়ী সবকিছুই করিবেন বলিয়া গত ১ মার্চের ঘোষণায় যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তদঅনুযায়ী তিনি ঢাকায় এক বৈঠকে মিলিত হওয়ার জন্য জাতীয় পরিষদে পার্লামেন্টারী গ্রুপের নির্বাচিত নেতাদের নিকট জরুরী ব্যক্তিগত আমন্ত্রণলিপি প্রেরণ করিয়াছেন। আগামী ৮ মার্চ পবিত্র আশুরার দিন পড়ায় আগামী (৫ম পৃ. দ্র.)

১০ই মার্চ এই সম্মেলনের দিন ধার্য করা হইয়াছে। এই সম্মেলন অনুষ্ঠানের পর দুই সপ্তাহের মধ্যে কেন জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে না প্রেসিডেন্ট কোন কারণ দেখিতেছেন না।" সম্মেলনে যোগদানের জন্য আওয়ামীলীগ নেতারা হইলেন : আওয়ামীলীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান, পিপিপি প্রধান জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো, কাইয়ুম পন্থী পাকিস্তান মুসলিম লীগের প্রধান আবদুর কাইয়ুম খান, কাউন্সিল মুসলিম লীগের মিয়া মোহাম্মদ মুনতাজ দৌলতানা, হাজারতী পন্থীজমিয়তুল উলেমা-ই- ইসলামের মওলানা মুফতী মাহমুদ, ন্যাপের প্রধান আবদুল ওয়ালী খান, জমিয়াতুল উলেমা-ই-পাকিস্তানের মওলানা শাহ আহমেদ নূরানী, জামাতে ইসলামের জনাব আবদুল গফুর আহমদ, কনডেনশন মুসলিম লীগের জনাব মোহাম্মদ জামান কোম্বিকা, পিডিপি'র জনাব নুরুল আমিন এবং উপজাতীয় অঞ্চল হইতে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্যদের প্রতিনিধি মেজর জেনারেল জামালদার ও মালিক জাহাঙ্গীর খান।

-এ.পি.পি

ইত্তেফাক। ৪ মার্চ ১৯৭১

শেখ মুজিব কর্তৃক 'বন্দুকের নলের মাথায়' সম্মেলনের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান আগামী ১০ই মার্চ ঢাকায় রাজনৈতিক নেতাদের সম্মেলনে যোগদানের জন্য প্রেসিডেন্ড 'বন্দুকের নলের মাথায়' 'আমন্ত্রণের নামে 'নিষ্ঠুর তামাশা' বলে আখ্যায়িত করিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়া দিয়াছেন ।

গতকাল (বুধবার) রাত্রে এক বিবৃতিতে শেখ সাহেব বলেন বেতারে প্রচারিত এই আমন্ত্রণের পটভূমিতে রহিয়াছে ঢাকা ও চট্টগ্রামসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গার নিরস্ত্র বেসামরিক নাগরিকদের পাইকাধীহারে হত্যার বেদনাদায়ক অধ্যায়। তিনি বলেন, যেই মুহূর্তে এইসব বীর শহীদের রক্তের দাগ রাজপথের

বুক হইতে এখনও শুকাইয়া যায় নাই, যখন শহীদের নশ্বরদেহ দাফনের প্রতীকার পড়িয়া আছে, যখন শতশত বুলেটবিদ্ধ মানুষ হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষিয়া চলিয়াছে সেই মুহূর্তে এই সম্মেলনের আমন্ত্রণ নিষ্ঠুরতা ছাড়া আর কিছুই নয়। ইহা আরও নির্মম পরিহাস এইজন্য যে, এমন কিছু লোকের সঙ্গে আমাদের একত্রে বসিতে বলা হইয়াছে যাদের হীন চক্রান্তই নিরীহ-নিরস্ত্র ছাত্র-শ্রমিক-জনতার মৃত্যুর জন্য দায়ী।

শেখ মুজিব বলেন, যখন সামরিক প্রস্তুতি অব্যাহত, যখন আমাদের কানে বাজিতেছে অস্ত্রের সুতীব্র হুংকার, সেই মুহুর্তে এই আমন্ত্রণ বন্দুকের নলের মাথায় মরণেরই শামিল। আর এই পরিস্থিতিতে এ ধরনের ফোন আমন্ত্রণ গ্রহণের প্রশ্নই ওঠে না। তাই আমি ইহা প্রত্যাখ্যান করিতেছি।

ইত্তেফাক। ৪ মার্চ ১৯৭১

লুঠতরাজ ও উচ্ছৃংখলার বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়ান
– শেখ মুজিব

(স্টাফ রিপোর্টার) পল্টন ময়দানের গতকল্যকার বিশাল জনসমাবেশে বক্তৃতা কালে জাতীয় পরিষদের নিরঙ্কুষ সংখ্যা-গরিষ্ঠ দলের নেতা ও লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমাপ লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ এ উচ্ছৃংখল ঘটনার তীব্র নিন্দা করিয়া জনসাধারণকে সতর্ক করিয়া বলেন, এসব কাহাদের কাজ তাহা আমরা জানি। বাংলার স্বাধিকার-বিরোধী যে বিশেষ মহল নিজেদের এজেন্টদের দ্বারা এই সব অনাসৃষ্ঠ ঘটাইয়া যাইতেছে বাংলার সাড়ে ৭ কোটি মানুষের স্বাধিকার আন্দোলন বিপথগামী করার এ অশুভ চক্রান্ত করিতেই হইবে। তিনি বলেন, বিপথগামী করিয়া আন্দোলন বানচাল করাই তাহাদের এ অশুভ তৎপরতার লক্ষ্য। যে-কোন মূল্যে উহাদের প্রতিহত করিতেই হইবে। দেশবাসীর প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাই। শেখ সাহেব বলেনঃ "আপনাদের প্রতি আমার নির্দেশ, বাংলার স্বাধিকার আদায়ের জন্য সর্বাত্বক আন্দোলন চালাইয়া যান। কিন্তু মনে রাখিবেন, এই আন্দোলন হইবে শান্তিপূর্ণ, অহিংস, স্বর্ণংখল ও সুসংগঠিত। গণ আন্দোলন সফল করার জন্য শৃংখলাবোধের দরকার সবচাইতে বেশী। উচ্ছৃঙ্খলতা আন্দোলনকে বিপথগামী করিতে পারে। মনে রাখবেন, লুঠতরাজ, অগ্নিসংযোগ, হানাহানি কোলাহল আন্দোলনের লক্ষ্যকেই বানচান করিয়া দিবে। আর সাবধান, মুখচেনা মহলের ভাড়াটিয়া উস্কানি- দাতাদের ফাঁদে পা দিবেন না । ইহার এই আন্দোলন বানচালের জন্য ষড়যন্ত্র চালাইতেছে। স্বাধিকার আন্দোলনের স্বার্থে এই অশুভ তৎপরতা

প্রতিহত করিতেই হইবে।"

শেখ মুজিব আরও বলেন, "আমার সুস্পষ্ট নির্দেশনা হইল, যে যেখানে থাকুন, নিষ্ঠার সঙ্গে নিজ দায়িত্ব পালন করুন। আন্দোলনকে শান্ত ও সংযত রাখুন। হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, বাঙালী হইক, অবাঙালী হউক- যারা আর বাংলা দেশে বাস করে, তাদের সকলে জানমাল-ইজ্জতই আমাদের কাছে পবিত্র আমানত । যে কোন মূল্যে উহা রক্ষা করিতে হইবে।" আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর উদ্দেশে তিনি বলেন, "আন্দোলন যাহাতে বিপথগামী না হয়, উচ্ছৃংখলতা ও হিংসাত্মক কার্যকলাপের দরুণ এই বিরাট গণআন্দোলনের মূল লক্ষ্য যাহাতে বানচাল না হয়, সে জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ কর।"

ইত্তেফাক । ৪ মার্চ ১৯৭১

উচ্ছৃংখলতা প্রতিহত করার কর্মসূচী

(ষ্টাফ রিপোর্টার) লুঠতরাজ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে বাংলার স্বাধিকার আন্দোলনকে বিপদগামী করার জন্য একশ্রেণীর অশুভ শক্তি যে তৎপরতায় লিপ্ত হইয়াছে, তাহা প্রতিহত করার জন্য ছাত্রলীগ ও ডাকসু' নেতৃবৃন্দ যৌথ উদ্যোগে একটি প্রশংসনীয় কর্মসূচী গ্রহণ করিয়াছে এবং তদনুযায়ী ইতিমধ্যেই তাঁহার শহরের বিভিন্ন স্থানে স্বেচ্ছাসেবক মোতায়েন করিয়া সমাজবিরোধীদের তৎপরতা দমনে আগাইয়া আসিয়াছেন। গককাল্য পল্টন ময়দানের মহতী সভায় ছাত্রলীগ সভাপতি লুঠতরাজ ও উচ্ছৃখলতা রোধের কর্মসূচী পেশ করিতে গিয়া প্রত্যেক এলাকায় সংগ্রাম কমিটি গঠনের এবং এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নির্দেশের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সংগ্রাম কমিটির সঙ্গে যোগাযোগের আহবান জানান। তিনি বলেন, আঞ্চলিক কমিটিকে নিজ নিজ এলাকায় শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে হইবে এবং কোন এলাকায় লুঠতরাজ বা অগ্নিসংযোগ হইলে সেই এলাকার সংগ্রাম কমিটিকে দায়ী করা হইবে।

স্বাধিকার সংগ্রামকে জোরদার ছাত্রলীগ ও ডাকসু নেতৃবৃন্দ জনগণের জন্য নিম্নোক্ত কর্তৃব্য নির্দেশ করিয়াছেন : (১) দোকানপাট, বাড়ীঘর ইত্যাদি বা অগ্নিসংযোগ করার চেষ্টা করা হইলে উহাতে বাধা প্রদান কর। (২) হরতালের সময় সর্বহারা লোকদের খাদ্যসামগ্রী দিয়া সাহায্য করা (৩) স্ব স্ব এলাকায় রক্ষী বাহিনী গঠন করাস (৪) ছোট ছোট ছেলেরা দোকান-পাট বা বাড়ী-ঘরে ইটপাটকেল যাহাতে না মারিতে পারে, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা (৫) প্রত্যেক বাঙালি পরিবারকে কয়েকদিনের খাদ্য মজুদ রাখা (৬) প্রত্যেক বাঙালী কর্মচারীকে সরকারকে সহযোগিতা প্রদান হইতে বিরত থাকা (৭)

সংগ্রাম বিরোধীদের কাছে সকল প্রকার খাদ্য সামগ্রী বিক্রি বন্ধ করা এবং (৮) সংগ্রামের নামে কে চাঁদা চাহিলে চাঁদা প্রদান না করা।

ইত্তেফাক। ৪ মার্চ ১৯৭১

প্রশংসনীয় !

(ষ্টাফ রিপোর্টার) বাংলার মানুষের স্বাধীকার আন্দোলনকে উহার মূল লক্ষ্য হইতে বিপথগামী করিয়া নিজেদের ফায়দা লুটিবার উদ্দেশ্যে দোকান-লুটতরাজ, হামলা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সারি উষ্কানিমূলক কার্যকলাপ দ্বারা স্বার্থানেষী মহল একশ্রেণীর দুস্কৃতিকারীদের মাধ্যমে যে অপচেষ্টা চালাইতেছে, উহার বিরুদ্ধে গতকাল (বুধবার) প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। গতকাল রাজধানী বিপণী এরা এলাকায় জনসাধারণের সহায়তায় আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক এবং ছাত্রলীগের স্বেচ্ছাসেবকদের পক্ষ হইতে কঠোর নিরাপত্তার লক্ষ্যে ব্যবস্থাবলম্বন করা হয়। ফলে গতকাল রাজধানীতে দোকানপাট লুঠতরাজের অশুভ শক্তি মাধা- চাড়া দিয়া উঠিতে পারে নাই। বায়তুল মোকাররম এভিন্য তোপখানা, ইসলামপুর, সদরঘাট, নিউ মার্কেট প্রভৃতি বিপণী এলাকার লাঠিধারী প্রহরী মোতায়ন করা হইয়াছে। আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবকলীগ ও ছাত্রলীগ স্বেচ্ছাসেবকগণ এ নিরাপত্তা তদারকি করিতেছে।

গতকাল সকালের দিকে এক শ্রেণীর দুষ্কৃতিকারী জিন্নাহ এভিন্যু এলাকার দোকার লুটপাটেরর চেষ্টা করলে স্বেচ্ছাসেবকগণ প্রতিরোধ করেন। ফলে দোকানপাট লুটপাট থেকে রক্ষা পায়। স্বেচ্ছাসেবকগণ বিভিন্নস্থানে শান্তি এবং সাম্প্রদায়িক রক্ষা করিতেছে, ফলে বিকালে এবং সন্ধ্যার পরে প্রাইভেটকার, রিক্সা, বেবী ট্যাক্সী এবং স্কুটার চলাচলের ক্ষেত্রে প্রায় অনেকটা স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসে। বিশেষ পোশাক এবং টুপী পরিহিত স্বেচ্ছাসেবকগণ মাইক যোগে শহরের বিভিন্ন এলাকায় শান্তি এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য প্রচারণা চালায়। অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে এই শুভ তৎপরতা সচেতনশীল রাজনৈতিক কর্মী, ছাত্র, শ্রমিক কর্মীদের অনেকটা স্বস্তি ফিরিয়া আসিয়াছে।

নারায়ণগঞ্জে প্রতিরোধ ব্যবস্থা

নারায়ণগঞ্জে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য আওয়ামীলীগের পক্ষ হইতে ১ হাজার স্বেচ্ছাসেবক নিযুক্ত করা হইয়াছে। এই স্বেচ্ছাসেবকগণ দুইশত স্বেচ্ছাসেবক লইয়া একটি গ্রুপ করিয়া প্রত্যেক গ্রুপ ৮ ঘণ্টা করিয়া শান্তি ও শৃংখলায়

নিয়োজিত করা হইয়াছে।

ইত্তেফাক। ৪ মার্চ ১৯৭১

চট্টগ্রামে হাঙ্গামাঃ রংপুর ও সিলেটে সান্ধ্য আইন

(টাফ রিপোর্টার) স্বাধিকার আন্দোলনের নায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রমানের ডাকে সংগ্রামী বাংলা রুখিয়া দাঁড়াইয়াছে। স্বাধিকার আন্দোলনের উপর হামলার বিরুদ্ধে, গণমানুষের আশা-আকাংক্ষা নস্যাতের ঘড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে একক হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে টেকনাফ হইতে পঞ্চগড় পর্যন্ত সমগ্র বাংলা দেশ। বীর প্রসবিনী বাংলার দশদিগন্তে স্বাধিকারকারী গণশক্তিরর সেই প্রচণ্ড গণ-বিস্ফোরণে গৌরবময় পথ-সিঁড়ি আবার রক্তাক্ত হইয়াছে নিরীহ গণমানুষের রক্তে -- আবার রক্ত গঙ্গায় সয়লাব হইয়াছে বাংলার শ্যামল মাটি। গতকাল (বুধবার) ঢাকায় সর্বাত্মক হরতালের দ্বিতীয়-দিনে শহীদের সংখ্যা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তেইশে, আবার প্রদেশব্যাপী হরতালের প্রথমদিনেই আত্মহুতি দিয়াছে বীর চট্টলার অন্ততঃ ৭৫টি সোনার সন্তান। আর এই খবর লেখার সময় পর্যন্ত বাংলার অন্ততঃ ৩ট জায়গায় ঢাকা দিলেট ও রংপুরে নামিয়া আসিয়াছে সান্ধ্য আইনের করাল ছায়া। বেতারে পরিবেশিত সে সংবাদে সান্ধ্য আইন জারির কারণ বলা হয়নি। কারণ শেখ মুজিবের ডাকে গতকাল (বুধবার) ঢাকায় দ্বিতীয়দিনের যত এবং সমগ্র বাংলার প্রথমদিনের জন্য সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। গভীর রাতে এই খবর লেখার সময় পর্যন্ত দূর-দুরান্তবর্তী এলাকার বিস্তারিত খবরআসিয়া না পৌঁছিলেও বিভিন্ন স্থান হইতে প্রাপ্ত খবরে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইয়া উঠিয়াছে যে, সমগ্র বাংলা গতকাল হরতাল পালনের মাধ্যমে প্রতিবাদে একজোট হইয়া রুখিয়া দাড়াইযাছে। এদিকে ঢাকা ছাড়াও চট্টগ্রাম এবং রংপুরে একশ্রেণীর দুষ্কৃতিকারীর অশুভ তৎপরতায় সংঘর্ষ সৃষ্টির খবর জানা গিয়াছে। ঢাকা ছাড়াও গতকাল রংপুর ও সিলেটে কারফিউ জারি করা হয়। ঢাকায় গতকাল দ্বিতীয়দিনের মত সর্বাত্মক স্বতঃফুর্ত হরতাল পালিত হয়। বিকাল দুইটা পর্যন্ত গতকালও রাস্তায় কোন যানবাহন চলে নাই বিপণীকেন্দ্র খোলা হয় নাই,কলকারখানা চলে নাই, অফিস-আদালত, সেক্রেটারিয়েটে কোন কর্মচারী কাছে যোগ দেয় নাই, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তো ক্লাস বসেই নাই। বিমান ও ট্রেনসহ ঢাকার সঙ্গে বাইরের সর্বপ্রকার যোগাযোগ বন্ধ থাকে।

পূর্ব রাত্রির কারফিউর নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া গতকাল প্রভাতের সূর্যোদয়ের পর পরই জনতার স্রোত রাজপথে নামিয়া আসে। আর প্রথমেই তাদের চোখে

পড়ে সর্বত্র অগণিত রোড ব্লক। ইট-কাঠ প্রভৃতির সাহায্যে ভাঙ্হগা গাড়ি প্রর্বতির সাহায্যে রক্ষী বাহিনীর গতিরোধ কল্পে এই রোড ব্লক করা হয়। সারাদিন রাজপথে বিচরণকারী জনতার গতকাল এক প্রধান দ্রষ্টব্য ছিল পথে পথে বিভিন্ন স্থানে মানুষের রক্তের দাগ। মঙ্গলবার রাত্রে কারফিউ ভাঙ্গিতে গিয়া যারা হতাহত হইয়াছেন, তাহাদের ঠিকানা নাই–রাজধানীর রাজপথের প্রান্তে প্রান্তে শুধু তাদের স্মৃতি হইয়া এখনও জাগিয়া আছে তাদেরা রক্তের দাগ। গতকালও রাজপথে অগণিত মিছিল নামে হাতে লাঠি, কণ্ঠে শ্লোগান। দুপুর দুইটা বাজার আগেই সেই অগণিত মিছিলের অগ্রাভিযান শুরু হয় পল্টনের অভিমুখে। যেখানে গতকাল জনসভা ছিল উদ্যোক্তা ছাত্রলীগ। সকাল হইতেই গতকাল রাজধানীতে জনজীবনে স্থবিরতা বিরাজ করিতে থাকে। তবে নওয়াবপুরসহ স্থানে দুস্কৃতিকারীর লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের আশ্রয় গ্রহণ করে। ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগ কর্মী দুস্কৃতিকারীদের অশুভ তৎপরতা প্রতিরোধে সর্বশক্তি নিয়োগ করে। এখনও ছাত্রলীগ ও আওয়ামীলীগ কর্মীদের প্রচেষ্টায় মহল্লায় মহল্লায় শান্তি-শৃংখলা রক্ষার শুভ উদ্যোগ অব্যাহত রহিয়াছে।

ইত্তেফাক। ৪ মার্চ ১৯৭১

চট্টগ্রামের হাঙ্গামার বিবরণ

(ইত্তেফাকের চট্টগ্রাম অফিস হইতে) ৩রা মার্চ- ফিরোজশাহ কলোনী, ওয়্যারলেস কলোনী, আমবাগান, পাহাড়তলি, জট ফ্যাক্টরি এবং সন্নিহিত অন্যান্য এলাকার সকাল হইতে অপরাহ্ন পর্যন্ত অগ্নিকাণ্ড, হামলা, প্রতি-হামলা, প্রাইভেট বন্দুকের গুলী- বর্ষণ, সংঘর্ষ এবং আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর গুলীবর্ষণ ইত্যাদি ঘটনায় অন্যূন্য অর্ধশতাধিক ব্যক্তি প্রাণ হারাইয়াছে এবং কয়েকশত লোক আহত হইয়াছে। চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রায় আড়াই শত হতাহতকে আনয়ন করা হয়।

তন্মধ্যে নিহতের সংখ্যা ৪৭ জন বলে জানা যায়। প্রকাশ, জনৈক প্রশাসনিক কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে একটি ট্রাকে করিয়া ২০টি মৃতদের আনয়ন করা হইলে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ কেউ সরাসরি মৃতদেহ লম্বালম্বি করে মর্গে পাঠাইয়া দেন। নিহতদের আঘাত প্রায়ই বুলেট ও বন্দুকের গুলি জনত বলিয়া জানা যায়। অধিকাংশ মৃতদেহ তৎক্ষনাৎ সণাক্ত করা না গেলেও উহাদের মধ্যে বিভিন্ন কারখানার শ্রমিক, পথচারী, অপ্রাপ্ত বালক এবং পলিটেকনিক ইন্সটিটি- উটসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কয়েক-জন ছাত্র বহিয়াছে বলিয়া

আশঙ্কা করা হইতেছে। হাসপাতাল সূত্রের বরাত দিয়া গতীর রাতে প্রাপ্ত খবরে নিহতের সংখ্যা ৭৫ বলে জানা গিয়াছে এবং আজ রাত্রির মধ্যেই হাসপাতালে আনীত মৃতদেহের সংখা শতের কোটায় উন্নীত হইতে পারে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। সেনাবাহিনী ও ইপিআর-এর লোকেরা টহল দিয়া বেড়াইতেছে বলিয়াও খবরে উল্লেখ করা হয়।

পূর্ণ হরতাল পালিত

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর মানের আহ্বানে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখার প্রতিবাদে আজ চট্টগ্রামে পূর্ণ হরতাল পালন করা হয় এবং এই উপলক্ষে অপরাহ্ন ৩ ঘটিকায় স্থানীয় লালদিঘী ময়দানে এক বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। উহাতে নিহত কিশোর আবুল কালামের মৃতদেহ আনা হইলে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাবেশ ক্ষোভে ও শোকে ভাঙ্গিয়া পড়ে। শহর আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব সিরাজুল হক সভার সভাপতিত্ব করেন।

নেতৃবৃন্দের আহ্বান

বার্তা প্রতিষ্ঠান এ.পি.পি'র খবরে বলা হয় যে, জাতীয় পরিষষদের অধিবেশন স্থগিত রাখার প্রতিবাদে লালদিঘীর ময়দানে অদ্যকারন অনুষ্ঠিত জনসভার বক্তাগণ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও পূর্ণ শান্তি বজায় রাখার আহবান জানান।

বক্তৃতাকালে জেল আওয়ামী লীগের সম্পাদক জনাব এম. এ. হান্নান আজ শহরের বিভিন্ন এলাকায় সংঘটিত আইন- শৃংখলা বিরোধী কার্যকলাপকে মূল লক্ষ অর্জনে পরিচালিত গণ-আন্দোলনকে নস্যাৎ করার একটি প্রচেষ্টা বলিয়া অভিহিত করেন। তিনি এই গোলযোগের তীব্র নিন্দা করেন এবং সকল প্রকার উষ্কানির মুখে সর্বাধিক ধৈর্যের পরিচয়-প্রদানের জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

অদ্যকার গোলযোগের উল্লেখ প্রসঙ্গে জনাব মান্নান বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হইয়াছে এবং একশ্রেণীর লোক অপর এক শ্রেণীর লোককে আক্রমণ করিবে বলিয়া স্বার্থবাদী মহল গুজব ছড়াইয়া দিলে এই গোলযোগের সূত্রপাত হয়। তিনি জনসাধারণকে গুজবে কান না দেওয়ার জন্য অনুরোধ জনান।

জনাব হান্নান কারফিউ বলবৎ না করার এবং অন্য কোন উস্তানি না দেয়ার জন্য জন্য কর্তৃপক্ষের প্রতি অনুরোধ জানান। জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব এম, আর, সিদ্দিকসহ অপরাপর নেতাও সভায় বক্তৃতা

করেন।

অদ্য শোক দিবস

জনাব হান্নান অদ্যকার গোলযোগে নিহতদের স্মরণে আগামীকাল চট্টগ্রামে শোক দিবস ঘোষণা করিয়াছেন। এই উপলক্ষে কালো ব্যাজ ধারণ এবং ঘরে ঘরে কাল পতাকা উত্তোলনের জন্যও জনগণের প্রতি আহ্বান জানানো হইয়াছে। সভাশেষে জনসাধারণ আতহদের জন্য রক্তদানের উদ্দেশ্যে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের দিকে অগ্রসর হয়।

নারায়ণগঞ্জ

গতকাল (বুধবার) বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে নারায়ণঞ্জে সর্বাত্মক হরতাল পালন করা হয়। কারখানা, অফিস, দোকানপাট এবং হাট-বাজার সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে। বিকালে বালু মাঠে নারায়ণগঞ্জ সিটি আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব এ. কে. এম. শামসুজ্জোহার সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার মেসার্স মোস্তফা সারোয়ার, মফিজুল ইসলাম, এস. এ. খায়ের, নিলু মল্লিক, এমদাদ হোসেন, নাজিমুদ্দিন মাহমুদ, তোফাজ্জল হোসেন, সিরাজুল ইসলাম, আবদুস সাত্তার প্রমুখ বক্তৃতাদান করেন। সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বিভিন্ন বক্তা শান্তিপূর্ণভাবে স্বাধিকার সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়ার আহবান করেন। তাঁহার বলেন যে, লুটতরাজ বা অগ্নিসংযোগ দুস্কৃতিকারীদেরই কাজ। সভাশেষে এক বিরাট শোভাযাত্রা শহর প্রদক্ষিণ করে।

আদমজীনগর

(নিজস্ব সংবাদদাতা) আদমজীনগর, ৩রা মার্চ- আজ বেলা সাড়ে ১১টায় আদমজীনগর ফুটবল মাঠে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। আদমজী, চাকেশ্বরী, চিত্তরঞ্জন, লক্ষ্মীনারায়ণ প্রভৃতি মিলের বিপুল সংখ্যক শ্রমিক শোভাযাত্রাসহ-কারে সভায় যোগদান করেন। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন সিদ্ধিরগঞ্জ থানা আওয়ামীলীগের সহসভাপতি ডা. নুরুল হুদা। বক্তৃতা করেন মেসার্স জয়নাল আবেদীন, বাদশা মিয়া, আশক আলী মোল্লা, মোহাস্সদ শফি, হাসান আলী প্রধান, আলী আযম ও তাহেরুল ইসলাম মঞ্জু। বক্তাগণ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা ও ভূট্টোর ভূমিকার নিন্দা ও অবিলম্বে সামরিক আইন বালির দাবী জানান।

ইত্তেফাক। ৪ মার্চ ১৯৭১

সরেজমিনে দেখিয়া যান-

প্রেসিডেন্টের প্রতি ভাসানীর তারবার্তা

গতকাল (বুধবার) রাত্রে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের নিকট প্রেরিত এক তারবার্তায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

তিনি প্রেসিডেন্টকে অবিলম্বে ঢাকায় আসিয়া সরেজমিনে এখানকার পরিস্থিতি পরিদর্শনের আহবান জানান। মওলানা ভাসানী বলেন যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের প্রতিনিধি যখন জ্যাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশনে যোগদানের জন্য প্রস্তুত ও ইচ্ছুক ছিলেন, তখন উহা স্বগিত রাখার কি কারণ থাকিতে পারে, তিনি তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না।

-এপিপি

ইত্তেফাক। ৪ মার্চ ১৯৭১

আহতদের পাশে বঙ্গবন্ধু

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামীলীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান গতকাল (বুধবার) সন্ধ্যা সাড়ে ৮টায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন স্বাধিকার আন্দোলনে আহত বীর সৈনিকদের দেখতে যান। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইলাম, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, খোন্দকার মুশতাক আহমদ, সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দিন আহমদ, কোষাধ্যক্ষ জনাব মোহাম্মদ মহসীন, ডঃ কামাল হোসেন, ঢাকা নগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক গাজী গোলাম মোস্তফা, আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক প্রধান জনাব আবদুর রাজ্জাক প্রমুখ শেখ সাহেবের সহিত ছিলেন। আওয়ামী লীগ প্রধান ও অন্যান্য নেতা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসা সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। তিনি আহতগণকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি হাসপাতালে আহতদের চিকিৎসায় ও সেবায় নিয়োজিত ডাক্তার এবং নার্সদের গণিত আতদের চিকিৎসা সংক্রান্ত নিয়ে আলোচনা করেন। আহত ব্যক্তিগণ আওয়ামী লীগ প্রধান ও অন্যান্য নেতাকে তাদের আহত হওয়া সম্পর্কে অবহতি করেন। আওয়ামী লীগ প্রধান তাঁহাদিগকে সান্তনা দান করেন। তিনি নিহত ব্যক্তিদের পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা যাপন করেন। আওয়ামী লীগ প্রধান চিকিৎসাধীন আহত ব্যক্তিদের পণ্য ক্রয় করিয়া দেওয়ার জন্য পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ শাখার

নেতৃবৃন্দের নিকট ৫শত টাকা দান করেন।

ইত্তেফাক। ৪ মার্চ ১৯৭১

শেখ মুজিবের আবেদন

ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্ত দিন

(টাফ রিপোর্টার) আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান গতকাল (বুধবার) বিকালে পল্টন ময়দানের জনসভার স্বাধিকার আন্দোলনের যে সব সংগ্রামী বীর বুলেট ও অন্যান্য আঘাত পাইয়া হাসপাতাল-সমুহে চিকিৎসাধীন রহিয়াছেন, তাদের জীবন রক্ষার জন্য অকাতরে রক্তদানের উদ্দেশ্যে জনগণের প্রতি উদত্ত আহবান জানান। শেখ মুজিব বলেন, স্বাধিকার আন্দোলনের যে বন্ধুরু শহীদ হইয়াছেন তাহাদের আর হুইলছেন তাহাদের তাহাদের আর আমরা আর ফিরিয়া পাইব না। কিন্তু রক্তের অভাবে আহত কোন স্বাধিকার-সৈনিকের যেন মৃত্যু না হয়। তিনি বলেন, বাংলা দেশের মানুষের আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জনের জন্য সংগ্রাম করিয়া এই সৈনিকেরা আহত হইয়াছেন, ইহাদের অবশ্যই বাঁচাইতে হইবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, রক্তের অভাবে গতকাল মিটফোর্ড হাসপাতালে একজন স্বাধিকার সৈনিক মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাধীন আহত ব্যক্তিদের জন্যও রক্তের অভাব দেখা দিয়াছে। চট্টগ্রাম হাসতালের অবস্থা আরও সঙ্গীন। তাই প্রদেশের সংশ্লিষ্ট জেলার সব হাসপাতালে প্রচুর রক্ত প্রয়োজন।

ইত্তেফাক। ৪ মার্চ ১৯৭১

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্বগিত রাখায়

পাবনা আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের প্রতিবাদ

(নিজস্ব সংবাদদাতার তার)

পাবনা, ২রা মার্চ--গতরাত্রে জেলা আওয়ামী লীগ কর্তৃক আহুত এক কর্মীভায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখার তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। সভায় অবিলম্বে পরিষদের অধিবেশন আহবান করিয়া ৬দফা ও ১১ দফার ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দাবী জানান হয়।

পাবনা জেলা ছাত্রলীগের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক ছাত্রকর্মী সভারও জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার তীব্র প্রতিবাদ করা হয়। ইতিমধ্যে

জেলার ডেপুটি কমিশনার স্থানীয় প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যের সহিত পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করেন।

ইত্তেফাক। ৪ মার্চ ১৯৭১

ক্ষান্ত হউন

আবার আগুন লইয়া খেলা শুরু হইয়াছে। আবার দুর্ভাগা বাংলার বুকের রক্ত ঝরানো আরম্ভ হইয়াছে। উনসত্তরের ফেব্রুয়ারী- মার্চের ন্যায় একাত্তরের মার্চেও আবার গুলি চলিয়াছে, কারফিউ জারি হইয়াছে, আবার আগুন জ্বলিয়াছে, আবার জনতা পথে নামিয়াছে, জনসমুদ্রে আবার জাগিয়াছে প্রবাল জলোচ্ছ্বাস আর উত্তাল উর্মিমালা। অথচ জনগণ চরম আশা ও আশ্বাস লইয়া নির্বাচনের পরমুহূর্ত হইতে যাহারা প্রতীক্ষা করিতেছিল, তাহা কর্ফি নয়, এই গোলাগুলী নয়, এই খুনখারাপি নয়, এই রক্তের হোলি খেলা নয়। জনগণ প্রতীক্ষা করিতেছিল জাতীয় পরিষদের অ ধিবেশনের মহানুহুর্তটির। বুকভরা আশা লইয়া তাহারা অপেক্ষা করিতেছিল সেই দিনের যে দিনে সংবিধান সম্পন্ন হইবে, সামরিক শাসন প্রত্যাহার হইবে, জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইবে এবং জনগণের অসংখ্য প্রাণান্ত সমাধানের জন্য লোকায়ত গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হইবে। কিন্তু তাহাদের সকল আশা ধুলিসাৎ করিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছে একটিমাত্র অপরিণামদর্শী মানুষের উন্মুক্ত হঠকারিতা ও ক্ষমতার উগ্র লালসা। তাহাকে শক্তি যোগাইতেছে কায়েমীস্বার্থণ্বেষী চক্র এবং কায়েমী স্বার্থের রক্ষক ও প্রতিভুগী। সেই শক্তিতে শক্তিমান হইয়া 'প্রগতির' ভেষধারী বহুরুপী আইয়ুবের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভুট্টো সবকিছু বিপর্যয় করিয়া তুলিয়াছে। এ খেলা নুতন নয়, চব্বিশ বছর ধরে মানুষের জন্মগত অধিকার লইয়া এদেশে এই খেলা চলিতেছে। অতীতে অমন অনেক 'ভুট্টো' গুজরাইয়া গিয়াছেন। ইসলাম ও সংহতির নামে দোহাই পড়িয়া তাহারা গণঅধিকার হরণ করিয়াছে। কিন্তু আর নয়।

বাংলার মাটি আবার রক্তে রঞ্জিত হইতেছে। আবার আহত পক্ষীর মত তরুণের রাজপথে লুটাইয়া পড়িতেছে, নিরস্ত্র মানুষ গুলীতে প্রাণ দিতেছে। মিছিলের পুরোভাগে আমরা আমাদের শহীদ ভাইদের রক্তমাখা লাশ দেখিয়াছি। কিন্তু এ যবৎ কতজন শহীদ হইয়াছে, কতজন গুলীতে আহত হইয়াছেন বা আহত হইয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছেন, সঠিক জানি না। জানা সম্ভব নয়। মুহুর্তে মুহুর্তে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটিতেছে। আমরা নাকি স্বাধীন দেশের মানুষ। আমাদের জীবনের মূল্যত এই। আমাদেরই ভাইদের মৃত্যুর

গুলির খবর যখন একটার পর একটা আসিয়া পৌঁছে, তখন কেবলই ভাবি, মানুষ কি বা চাহিয়াছিল, আর কি-বা পাইল। আজাদীর সেই প্রথম প্রভাতে যাহারা বলিয়াছিল, 'ইয়ে আজাদি ঝুট হ্যায়', তবে কি তাহারাই ঠিক! তবে কি আমরা তাই নাকের বদলে তাহার নথ পাইতেছি?

অতীতে আমরা বহুবার বলিয়াছি, আজও বলিতেছি, মানুষের গণতান্ত্রিক স্বাধিকারের দাবী দাবাইয়া রাখার ক্ষমতা বন্দুকের গুলী কেন, পারমাণবিক বোমারও নাই। পৃথিবীর সর্বাধিক শক্তিধর সাম্রাজ্যবাদী, উপনিবেশবাদীরা বহু ক্ষেত্রে বহুবার ইহার পরিক্ষা করিয়াছে। গণদাবীকে তাহার কুত্রাপি দাবাইয়া রাখিতে পারে নাই, এবং প্রতিক্ষেত্রে তাহা নিজেরাই বরবাদ হইয়াছে, মিসবার হইয়া গিয়াছে। ইতিহাসের সেই সব শিক্ষা সম্মুখে থাকার সত্ত্বেও তাহারা চণ্ডনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জাগ্রত তরুণদের রক্তে, সংগ্রামী জনতার রুধিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করিতেছেন, তাঁহারা ভ্রান্ত । আগুন লইয়াই খেলা করিতেছেন। মহররমের এই শোকাবহ মাসে আরেকটা 'কারবালা' সৃষ্টি কর হইতে তাঁহারা ক্ষান্ত হউন, অবিলম্বে এই গোলাগুলী, এই খুন-খারাবি এবং এই রক্তের হোলিখেল বহ্ করুন, ইহাই তাঁহাদের উদ্দেশে আমাদের শেষ বক্তব্য।

শেখ সাহেব সংযমের কথা বলিয়াছেন, উস্কানিদাতাদের ফাঁদে পা দিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং সুশৃংখল ভাবে নিয়মতান্ত্রিক আলোন্দলনের পথে চলিতে উপদেশ দিয়াছেন। আমরাও সে কথাই বলি। অহিংসার শক্তি অজেয়, ইহার বিজয় সুনিশ্চিত। অন্যরা আমাদের এই দুর্ভাগা দেশের মানুষের জীবন কোন মূল্য দিক, আমরা প্রতিটি ছাত্র-তরুণের, প্রতেকটি নাগরিকের জীবনকে অমূল বলিয়া জানি। এবং তাই আমরা রক্তপাতের পরিবর্তে উহা সংরক্ষণের আবেদনই জানাই। শেখ সাহেব ৭ই মার্চ 'ভবিষ্যতের কর্মসূচী' ঘোষণা করিবেন। সেই পর্যন্ত তাঁহার পথনির্দেশের জন্য আমরা প্রতিটি নর-নারীকে ধৈর্য্যধারণ করিতে অনুরোধ করিব। এখানকার প্রতিটি গৃহ, প্রতিটি শিল্প, প্রতিটি পণ্য এবং প্রতিটি প্রাণ (সে বঙ্গ-ভাষী হউক আর অ-বঙ্গভাষী) আমাদেরই সম্পদ। অতএব ইহার একটিও যেন আমরা অসংযম ও উত্তেজনার বশবর্তী হইয়া বিনষ্ট না করি। শেখ সাহেব সেই ডাকই দিবাছেন। সে ডাকে সাড়া দেওয়া প্রত্যেক দেশবাসীর অবশ্য কর্তব্য।

এরূপ পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণের জন্য গুণ্ড, বদশায়েশ, লুণ্ঠনকারী, অগ্নিসংযোগকাবীর পথে নামে। এবারও তাহারা নিস্ক্রয় নয়। ইহাই তাহাদের সনাতন পন্থা। এই সমাজশত্রুদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিটি নেতা, কর্মী ও

নাগরিককে রুখিয়া দাড়াইতে হইবে। ইহারা উস্কানিদাতার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। আওয়ামী লীগ ও প্রতিটি দেশপ্রেমিক দলের কর্মীদের ইহা সর্বশক্তিতে প্রতিরোধ করিতে এই মুহূর্তে আগাইয়া আসিতে হইবে।

আজিকার এই অঘটনের প্রধান হোতা জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো গত দুই দিন ধরিয়া প্রেস- স্টেমেন্ট দিতেছেন যে, তিনি শেখ সাহেবের সহিত সমঝোতার আলাপ-আলোচনার উদ্দেশ্যে যে-কোন দিন ঢাকায় আসিতে প্রস্তুত। ২রা মার্চের বিবৃতিতে তিনি বলিয়াছেন, 'জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্বগিত হওয়ার কোন দিক দিয়াই কাহারও কোন ক্ষতি হয় নাই। বস্তুতঃ তাঁহার পূর্বকার বহু চাপলাপূর্ণ উক্তির ন্যায় এই উক্তির মধ্য দিয়াও তাহার রাজনৈতিক বালখিল্যতাই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। 'স্থগিতাদশে যে কী ক্ষতি হইয়াছে, তাহা আইয়ুব খানের সাবেক সঙ্গী সারণী, মুখ্য গণতন্ত্রের অন্যতম জন্মদাতা জুলফিকার আলী ভুট্টোর অনুধাবণ করিতে আরও অনেক সময় লাগিবে। কারণ, আজও তিনি সংসদীয় গণতন্ত্রে সত্যিকারভাবে ঈমান আনিতে পারেন নাই। আজও তাঁহার হৃদয়ের পটভূমিতে মূখ্য গণতন্ত্রের ধ্যাণ ধারণা করিয়া চলিয়াছে। কাজেই সেই 'মহামতির' সঙ্গে এত অঘটনের পর পরিষদের বাহিরে 'সমঝোতা' আলোচনার আর কোন প্রশ্নই উঠে না। জাতীয় পরিষদ অবিলম্বে ডাকা হউক, কালবিলম্ব না করিয়া মার্শাল ল প্রত্যাহার করা হউক এবং জনগণের সরকার কায়েম করা ইউক, ইহাই আজিকার অনুসৃতব্য একমাত্র পন্থা। 'সমঝোতার' আলোচনা পরিষদেই হইবে, পরিষদ চলাকালেই হইবে, বাহিরে আলোচনার আর কোন সময়, সুযোগ ও সার্থকতা আছে বলিয়া আমরা মনে করি না ।

ইত্তেফাক। ৪ মার্চ ১৯৭১

চকরাচীতে প্রবাসী বাঙ্গাবী ছাত্রদের ক্লাস বর্জন

করাচী, ৩রা মার্চ – গতকাল ছাত্রলীগের স্থানীয় শাখার উদ্যোগে প্রবাসী বাঙ্গালী ছাত্ররা ক্লাস বর্জন করে। জননেতা শেখ মুজিবের ২দিনব্যাপী হরতালের আহবানে ছাত্ররা ক্লাসে যোগদান থেকে বিরত থাকে। করাচী ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটি এক সভায় দেশের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি রক্ষার শপথ গ্রহণ করে।

গতকাল এখানে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে একথা হয়। ইহাতে আারও বলার যে, ৬-দফা ও ১১-দফার ভিত্তিতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের প্রতি তাহাদের পূর্ণ সমর্থন রহিয়াছে। প্রবাসী ছাত্ররা আজও ক্লাসে যোগদান হইতে বিরত থাকার

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ।

ইত্তেফাক । ৪ মার্চ ১৯৭১

ভুট্টো বলেন

‘অশুভ শক্তির সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত নাই’

।। হাসান শাহরিয়ার ।।

(ইত্তেফাকের করাচী অফিস হইতে)

করাচী, ২০ মার্চ- পিপস্ পার্টির চেয়ারম্যান জনাব ড. এ ভুট্টো আজ এখানে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, ‘সাধারণের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর বানচাল করার জন্য আমরা অশুভ শক্তির সংগে ষড়যন্ত্রে হইয়াছি বলিয়া অভিযোগ করা উহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।’

তিনি বলেন, পাকিস্তান পিপলস পার্টি পশ্চিম পাকিস্তানের মজলুম জনগণের আশা আকাংক্ষার প্রতীক। ইহারা কখনও পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করে নাই। তিনি আরও বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসীরা কখনও ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রচেষ্টা বানচালের কথা কল্পনা করিতে পারে না। কারণ তারাও এই ক্ষমতার ভাগীদার হইবে। আওয়ামী লীগ প্রয়োজনবোধে পশ্চি পাকিস্তানের ক্ষেত্রে যে ভিন্ন ধরনের স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব দিয়াছে, সে সম্পর্কে তিনি প্রশ্ন করেন “পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষেত্রে এক রকম এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষেত্রে অন্য রকম স্বায়ত্তশাসন কিভাবে সম্ভব?”

শক্তিশালী কেন্দ্র নয়, ফেডারেল কেন্দ্র চাই

জনাব ভুট্টো বলেন, ৬দফা অগ্রাহ্য করা আমাদের অভিপ্রাায় নয়, বরং পাকিস্তান যাতে অখন্ড রাষ্ট্র হিসাবে টিকিয়া থাকিতে পারে, সেজন্য যতদূর যুক্তিগতভাবে সম্ভব আমরা তদ্রুপ ৬-দফার কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা করিয়াছি। একটি ফার্মো-যোগী শাসনতন্ত্র যাহাতে প্রণয়ন করা যায়, সেজন্য আমরা ‘ফেডারেল কেন্দ্রই দাবী করি, শক্তিশালী কেন্দ্র নয়। একটি সম্মিতি ফেডারেল রাষ্ট্রের অর্থনীতি টিকাইয়া রাখার জন্যই এই ফেডারেল কেন্দ্র প্রয়োজন বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন। তিনি পুনর্বার বলেন যে, বর্তমান সঙ্কটের অবসানকল্পে শেখ মুজিবর রহমানের সঙ্গে তাঁহার আরও এক দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনার জন্য তিনি যে-কোন সময় যে-কোন স্থানে যাইতে প্রস্তুত বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন।

ঢাকা যাইতে ভীত নই

ভুট্টো বিরোধী জনমতের প্রেক্ষিতে তিনি ঢাকা যাওয়ার ঝুঁকি নেওয়ার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন কিনা, প্রশ্ন করা হইলে তিনি নেতিবাচক জবাব দেন। তিনি বলেন যে, দেশের দুইটি প্রধান দলের মধ্যে যাহাতে আরও একবার আলাপ-আলোচনা হইতে পারে, সেজন্য তিনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখার করিয়াছিলেন। আওয়ামী লীগের সঙ্গে আরও একবার বৈঠকে মিলিত হওয়ার ব্যাপারে সম্মতি প্রকাশ করার সাথে সাথে তিনি এই মর্মে সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেন যে, আওয়ামী লীগ যদি আমাদের এই সদিচ্ছার প্রতিদান না দিতে চান, তাহা হইলে তাহারা (পিপলস পার্টি) পরিণামের জন্য দায়ী হইবেন। তিনি গতকাল প্রেসিডেন্ট ভবনে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁহার দলের সেক্রেটার জেনারেল জে এ রহিম, গোলাম মোস্তফা খান, আব্দুল হাফিজ পীরজাদা ও মমতাজ আলী ভুট্টোর বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

ইত্তেফাক। ৪ মার্চ ১৯৭১

আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর জ্ঞাতব্য

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী প্রধান জনাব আবদুর রাজ্জাক দুষ্কৃতিকারীদের সকল প্ররোচনা ও উষ্কানির মুখেও সংযত থাকিয়া শান্তিপূর্ণভাবে বাংলার স্বাধিকার আন্দোলন চালাইয়া যাওয়ার জন্য আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রতি আহ্বান জানাাইয়াছেন।

গতকাল (বুধবার) ঢাকায় প্রদত্ত এক বিবৃতিতে তিনি স্বাধিকার আন্দোলনের পতাকা হাতে বাংলার আনাচে-কানাচে ছড়াইয়া পড়ার জন্য স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রতি নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি (বলেন, এই আন্দোলন যাতে দুষ্কৃতিকারীদের অশুভ চক্রান্তে পথভ্রষ্ট হইয় না যায়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

ঢাকায় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর জ্ঞাতব্য

গতকাল (বুধবার) বিকালে ঢাকায় আওয়ামী লীগ অফিসে জনাব আাবদুর রাজ্জাকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর ঢাকার বিভিন্ন ইউনিয়ন শাখার প্রধান ও উপ-প্রধানদের এক সভায় এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ইউনিয়স আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী প্রধানদের নেতৃত্বে বাহিনী এলাকার শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে নিয়োজিত থাকিবে। সভায় আজ

(বৃহস্পতিবার) সকাল সাড়ে ৭টার মধ্যে ৩ জন স্বেচ্ছাসেবক আওয়ামী লীগ অফিসে হাজির হওয়ার জন্য শহরের প্রতিটি ইউনিট আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সহকারী প্রধানরে প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়।

ইত্তেফাক। ৪ মার্চ ১৯৭১

৯ই মার্চ পল্টনে ভাসানীর জনসভা

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী গতকাল (বুধবার) সন্তোষ হইতে ঢাকায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তিনি আগামী ৯ মার্চ বিকাল ৩টায় পল্টন ময়দানে এক জনসভায় বক্তৃতাদান করিবেন।

--এ.পি.পি

ইত্তেফাক। ৪ মার্চ ১৯৭১

দুঃখজনক !

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গতকল্য (বুধবার) দিবা-ভাগের সান্ধ্য আইনমুক্ত ঢাকার মালিবাগ এলাকা দিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তনকালে জাতীয় পরিষদ সদস্য ও আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির হুইপ জনাব আবদুল মান্নান প্রহরী জওয়ানদের দ্বারা প্রহৃত হন বলিয়াা আওয়ামী লীগ সূত্রে অভিযোগ করা হয়। ঘটনার বিবরণদান প্রসঙ্গে উক্ত সূত্র জানান যে, জনাব মান্নান ও জাতীয় পরিষদ জনাব আসরাফ আলী চৌধুরী ঐ পথ দিয়া ফিরিবার সময় রক্ষিগণ তাঁহাদের গতিরোধ করিয়া রাস্তার 'প্রতিবন্ধক' (রোড ব্লক) অপসারণের নির্দেশ দেন। জনাব মান্নান নিজের পরিচয় দিয়া অব্যতি পাইতে চাহিলে রক্ষী তাঁহাকে প্রহার করেন। প্রহারের কানে তাহার পৃষ্ঠদেশে ক্ষত হয়। সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়। ক্ষতস্থান ব্যাণ্ডেজ করিয়া হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাহাকে কয়েকদিনের জন্য বিশ্রামের পরামর্শ দিয়া গৃহে প্রেরণ করেন।

ইত্তেফাক। ৪ মার্চ ১৯৭১

ঢাকায় গত দুইদিন

২৩ জন নিহত ও তিন শতাধিক আহত

(স্টাফ রির্পোটার)

গত মঙ্গলবার ও গতকল্য (বুধবার) ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে কারফিউ

লংঘনের কারণে শান্তি ও শৃংখলা রক্ষা বাহিনীর গুলীবর্ষণ, ছুরিকাঘাত, বোমা, ইট-পাটকেল ও লাঠির আঘাত এবং প্রাইভেট বলুক ও পয়েন্ট ২২ রাইফেলের গুলীতে ২৩ ব্যক্তি নিহত ও সোয়া তিন শতাধিক ব্যক্তি আহত হইয়াছে বলেয়া বিভিন্ন সূত্র হইতে পাওয়া খবরে জানা যায়। ইহাদের মধ্যে ১৬ জনকে মৃত অবস্থায় শহরের বিভিন্ন এলাকা হইতে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আনা হয়। আহতদের মধ্যে গতকাল (বুধবার) রাত পর্যন্ত ৪ জনের মৃত হইয়াছে। গতকাল মিটফোর্ড হাসপাতালে রমজান আলী (৩৬) নামে জনৈক যুবকের মৃত্যু হয়। গত মঙ্গলবার রাত্রে শান্তি ও শৃংখলা রক্ষা বাহিনীর গুলীতে উক্ত রমজান আলী আহত হইয়া মিটফোর্ড হাসপাতানে ভর্তি হয়। রক্তের অভাবে তাহার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া সংশ্লিষ্ট মহল হইতে জানা যায়। শান্তি ও শৃঙ্খলা বাহিনীর গুলীতে আদমজী নগরে ২০ বৎসর বয়স্ক শ্রমিক আবদুর রশিদ নিহত হইয়াছে। পূর্ব দিন রাত্রে বুড়ীগঙ্গানদীতে আবুল কাসেম নামে ফেরী নৌকার যে মাঝি নিহত হয়, গতকাল কালীগঞ্জে তাহার দাফনকার্য সম্পন্ন হইয়াছে। অন্য মাঝিগণ কালীগঞ্জ চরঘাটে শহীদের নামে একটি শহীদ মিনার নির্মাণ করিয়াছে। ঢাকা মেডিক্যাল হাসপাতালে গতকাল রাত পর্যন্ত ১ শত ২১জনকে ভর্তি ও শতাধিক ব্যক্তিকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। চিকিৎসাধীন ব্যক্তিদের শতকরা ১০ জনই গুলীর আঘাতে আহত হইয়াছে।

গতকাল এই রিপোর্ট লেখার সময় পর্যন্ত আহতরা ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আসিতে থাকে। গতকাল পর্যন্ত মিটফোর্ড হাসপাতালে ১৬ ব্যক্তিকে ভর্তি এবং ৭৯ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়। সেখানে আহতদের এক-জন মারা গিয়াছে। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে ১২ জনের নাম-ঠিকানা পাওয়া গিয়াছে। বাকী ১১ জনের নাম-ঠিকানা এখন পর্যন্ত জানা সম্ভব হয় নাই।

নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে যাহাদের নাম-ঠিকানা সংগ্রহ করা সম্ভব হইয়াছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল : (১) ফারুক (২০), সাধারণ সম্পাদক ছাত্র সংসদ, আবুজর গিফারী কলেজ (২) হোসেন (১১), পিতা আবদসু সোবহান, ২৪।৬, বেগমগঞ্জ লেন, ১- মারিন্দ; (৩) আবদুর রশিদ (২৫); (৪) হানিফ (২৮), টিপুসুলতান রোড, (৫) আবদুল রশিদ (২০), আজ নগর-দেশের বাড়ী পটুয়াখালী জেলার বাউফল থানার ইন্দুপুর গ্রাম; (৬) কেন্দু মিয়া (১৮), আবদুল (৫০) (৭) ফরজ আহমেদ(২৫), পিতা মৃত মনু মিয়া, রেলওয়ে গ্যাংম্যান, বাড়ী সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম (৮) আমান উল্লাহ (১৪); (৯) আবুল

কাসেন, ফেরি নৌকার মাঝি, কালীগঞ্জ, ঢাকা (১০) রমজান আলী (৩৭), তাঁতী বাজার, ঢাকা (১১) রেননুমিয়া, রিকশা- ওয়ালা, ১৭/২, রামকৃষ্ণ মিশন রোড, ঢাকা (১২) সিরাজ (১১), ৬নং কাজী আবদুল হামিদ লেন, ঢাকা ।

ইত্তেফাক। ৪ মার্চ ১৯৭১

গত কল্যকার ঢাকা

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখার প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক আহুত হরতালের দ্বিতীয় দিনে গতকাল (বুধবার) ঢাকা স্তব্ধ নগরীতে পরিণত হয়। এইদিন ঢাকায় সর্বপ্রকার যান-বাহন, দোকানপাট, কোর্ট-কাচারী, হাট-বাজার, সরকারী ও বেসরকারী অফিস-আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কলকারখানা, ট্রেন, লঞ্চ ও বিমান চলাচলসহ সবকিছু বন্ধ থাকে। প্রকৃতপক্ষে এইদিন শহুরে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া যায়। বেলা ২টা পর্যন্ত হরতাল পালনের আহবান জানানো হইলেও প্রকৃতপক্ষে সারাদিনই হরতাল প্রতিপালিত হয়। বিকালে সামান্য কিছু রিকশা ছাড়া কোন যানবহন দেখা যায় নাই। কিছু কিছু পান-সিগারেট ও ঔষধের দোকান, হোটেল ও কাঁচামালের দোকান ছাড়া সকল প্রকার যানবাহন ও দোকানপাটই বন্ধ থাকে। এই দিন ঢাকা হইতে কোন ট্রেন ও পি,আই,এ বিমান ছাড়ে নাই।

সারা দিন লোকজনদের রাস্তায় রাস্তায় লাঠি ইত্যাদি লইয়া বিক্ষোভ করিতে দেখা যায়। সমগ্র শহরের লোকজনই এইদিন রাস্তায় রাস্তায় বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য নামিয়া আসে বলিয়া মনে হয়।

সকালে গুলীবিদ্ধ মৃতদেহসহ শোভাযাত্রা বাহির করা হয়। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার হইতে শোভা- যাত্রীর শহরের বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। নবাবপুর ও সদরঘাটসহ শহরের কোন এলাকার কতিপয় অগ্নিকাণ্ডের সংবাদ পাওয়া যায়।

সান্ধ্য আইন বলবৎ

গতকাল (বুধবার) সান্ধ্য আইন চালু হওয়ার পর শহরের কতিপয় স্থান হইতে জনসাধারণের বিক্ষোভ প্রদর্শন ও শান্তি-শৃংখলা রক্ষাবাহিনীর গুলী বর্ষণের সংবাদ পাওয়া যায়। তেজগাও ফার্মগেটের নিকট গুলীবিদ্ধ শাহ আলম (২৮) নামে জনৈক ব্যক্তিকে রাত্র আনুমানিক ১২ টায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আনয়ন কর।

গতকাল রাত্রিতে নবাবাপুর ও ঠাটারী বাজার এলাকায় গুলী বর্ষিত হয় বলিয়া কেহ কেহ টেলিফোনে জানান। সান্ধ্য আইন জারির পরেও জনসাধারণ সিদ্দিক বাজার, রায় সাহেব বাজার, ঠাটারী বাজার, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, নাখালপাড়া, কাওরান বাজার, এলিফ্যান্ট রোড ও নিউমার্কেটের নিকট বিক্ষোভ প্রদশন করে বলিয়া স্থানীয় কোন কোন ব্যক্তি টেলিফোনে জানান ।

ইত্তেফাক। ৪ মার্চ ১৯৭১

৫ মার্চ ১৯৭১

'জয় বাংলার' জয়

(রাজনৈতিক ভাষ্যকার)

'ক্ষমতার দুর্গ' নয়, জনগণই যে দেশের সত্যিকার শক্তি উৎস, বাংলা দেশের বিগত তিনদিনের ঘটনাবলী তাহাই নিঃসশেষভাবে সপ্রমাণিত করিয়াছে। 'অস্ত্রের ভাষার' মোকাবিলায় স্বাধিকারবাসী নিরস্ত্রের সংগ্রাম প্রথম পর্বে জয়যুক্ত হইয়াছে। বাংলার মানুষের দুর্জয় প্রত্যয়ের মুখে দেশের পশ্চিমাঞ্চলেও মনে হয় নূতন করিয়া চিন্তা-ভাবনা শুরু হইয়াছে। প্রেসিডেন্টের 'নেতৃ সম্মেলনের' আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়া স্বাধিকার সংগ্রামের মহানায়ক শেখ মুজিবের কণ্ঠে যে প্রত্যয় ঘোষিত হইয়াছে, দলমত নির্বিশেষে বাংলার মানুষ তা আষ্ঠনন্দিত করিয়াছে। আগামী কাল প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঢাকা আগমন করিতে পারেন বলিয়াও শোনা যাইতেছে।

বীর বাঙ্গালীর দুর্জয়-প্রতিরোধের মুখে দু'দিনের মধ্যেই দুর্গ বসিয়া গড়ে। দুইদিন না যাইতেই শহর হইতে সান্ধ্য আইন প্রত্যাহার করা হইয়াছে। পূর্বদিন সান্ধ্য আইনমুক্ত দিনের ঢাকায়ও যেখানে সামরিক প্রহরীদের আনাগোনা, এমনকি ক্ষেত্র-বিশেষ গুলীবর্ষণও করিতে দেখা গিয়াছে, গতকাল সেখানে দিবাভাগে বা রাত্রিকালেও শহরে সামরিক প্রহরীদের কোন আনাগোনা ছিল না বলা চলে। অবস্থা দেখিয়া মনে হইয়াছে, তাহাদিগকে প্রত্যাহার করা হইয়াছে। প্রেসিডেণ্টের ঘোষণায় যে কারণই দর্শানো হউক না কেন, বাঙ্গালীর দেয়া 'ম্যাগনাকার্টা' ৬-দফা পঙ্গু করিবার জন্য জনাব ভুট্টো যে জিদ করিয়াছেন, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আকস্মিকভাবে স্থগিত ঘোষণার ফলে প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাই চরিতার্থ হইতে চলিতেছিল। সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে প্রাপ্ত ম্যান্ডেট অনুযায়ী জনপ্রতিনিধিগণ যখন শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কাজে হাত দিতে উদ্যত ঠিক সেই মুহুর্তে পরিষদের অধিবেশন স্বগিত হইয়া যাওয়াকে বাঙলার আপামর মানুষ

অতীত নিয়মে ক্ষমতরা জোরে জনগণের আশা-আকাংক্ষা দাবাইয়া দেওয়ারই নামান্তর বলিয়া গন্য করে। স্বভাবতঃই রাজনীতি-সচেতন সংগ্রামী বাংলা উঠে জুদ্ধ গর্জিয়া উঠে। 'অস্ত্রের ভাষা' প্রয়োগ করিয়া সংগ্রামী বাংলার উচ্চক্ষিত কণ্ঠ জতই দাবাইয়া দেওয়ার চেষ্টা চলে ততই সে কণ্ঠ আরও বুলন্দ হয়। সংহতির দোহাইতে যে পথে পা বাড়ান হয়, সে পথে সংহতির রজ্জু কতখানি জোরদার হইয়াছে, তাহা কেবল সংহতির প্রবক্তরাই জানেন। তবে বাস্তবক্ষেত্রে প্রমাণিত হইয়াছে যে, সংহতির দোহাই দিয়া গণ-অধিকার ক্ষুন্ন করিবার প্রহাসের প্রতি স্বার্থান্বেষী মহলের যত সমর্থনই থাকুক না কেন, জনগন কখনই তাহা বরদাশত্ করিতে রাজী নয়। সে প্রয়াসকে বানচাল করিবার জন্য প্রয়োজনবোধে তারা আত্মাহুতি দিতে পারে, কিন্তু আপোষ করিতে কখনই সন্মত হইতে পারে না। তাই দেখা গিয়াছে, অতীতের বহু বছরের তিক্ত অভিজ্ঞতার পর বাংলার মানুষ এমনই মুজিব প্রত্যয়ে দীক্ষা লইয়াছে যে, এবারকার শক্তি পরীক্ষায় দনমত নির্বিশেষে বাংলার আপামর মানুষ আওয়ামী লীগ-প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের ডাকে সাড়া দিয়া অস্ত্রের বিরুদ্ধে নিরস্ত্রের লড়াইতে শরীক হইয়াছে। আগ্নেয়াস্ত্রের আস্ফালন ও কঠোর বিধি-নিষেধের মুখে বাঁশের লাটি সম্বল করিয়া রুখিয়া দাঁড়াইয়াছে। অযুত মানুষের দৃপ্ত পদভারে রাজধানীর পথঘাট প্রকম্পিত হইয়াছে। বহু নাম জানা, না-জানা স্বাধিকার সংগ্রামের শিশু, কিশোর, যুবক, প্রৌঢ় সৈনিক অকাতরে বুকের রক্ত ঢালিয়া রাজপথ রাঙাইয়াছেন। বহুজন বুলেটবিদ্ধ হইয়া হাসপাতালে স্থান লইয়াছেন। একদিকে ঘরে ঘরে কান্নার রোল, অন্যদিকে সে কান্নার রোল ছাপাইয়া দুর্জয়-প্রতায়ী মানুষ সান্ধ্য আইনের কঠোর অনুশাসন দু'পায়ে দলিয়া স্বাধিকার আন্দোলনের কাফেলাকে লক্ষ্য পথে আগাইয়া লইয়া চলিয়াছে। বুলেট ও উদ্যত সঞ্জীনের মুখে স্বাধিকার আন্দোলনকে জোরদার করার মানসে পথে পথে তারা গড়িয়া তুলিয়াছে ......ব্যারিকেত। সামরিক প্রহরিদের যন্ত্রযানের অগ্রগমণ প্রতিরোধের জন্য পথিমধ্যে কোথাও গোটা রেলবগি স্থাপন করিয়া, কোথাও বাস-ট্রাক উল্টাইয়া, আবার কোথাওবা গোটা গাছ ফেলিয়া, ইটের দেয়াল তুলিয়া অথবা বিশাল বিশাল কংক্রিটের চাপ ও লোহালস্কর স্থাপন করিয়া যে বুহ্য তাহার গড়িয়া তোলে, তাহা যেন ইস্‌লামের ইতিহাসের 'খন্দকের যুদ্ধের' কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। ফলশ্রুতি দেখিয়া মনে হইয়াছে 'খন্দকের যুদ্ধের' নিয়মেই বাংলার মানুষ এবার ঈমানের পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়াছে।...........

অস্ত্রের প্রভাব শক্তির আস্ফালন সব কিছুর মুখে বাংলার মানুষের হইয়া শেখ

মুজিবের কণ্ঠে পর্যায়ে পর্যায়ে যে গর্জন ধ্বনিত হইয়াছে, এদেশের আপামর মানুষকে তা এমনই প্রতায়ী করিয়া ভূলিয়াছে যে, অফিস- আদালত, কলকারখানা, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, ...কুত্রাপি, বড় সাহেবা ছোট সাহেব হইতে শুরু করিয়া যায় পিয়ন পর্যন্ত একটি প্রাণীও হাজিরা দিতে যান নায়। দিনমজুর তার কাজে যার নাই, রিকশা অটো-রিকশা, বাস-ট্যাক্সীর ঢাকা ঘোরে নাই। একটিমাত্র ব্যক্তিত্বকে ঘিরিয়া বাঙালীর চিত্তে আজ এমনই আলোড়ন জাগিয়াছে যে, তাঁর নির্দেশ ব্যতীত বাংলা প্রকৃতির একটি স্তবকও যেন আর আন্দোলিত হইতে জানে না। সংগ্রামী বাংলার আপামর মানুষের কণ্ঠে কণ্ঠে মিলিসিয়া, পুলিশ ও ই. পি. আর বাঙালী জয়ানের কণ্ঠও উচ্চক্ষিত হইয়াছে 'জয় বাংলা' শ্লোগানে। ....।

গত বুধবার হইতে যে দুইটি মাধ্যমও 'জয় বাংলার' জয়গানে মুখরিত। গতকাল হইতে 'রেডিও পাকিস্তান, ঢাকা' কেবল 'ঢাকা বেতার কেন্দ্র' আর 'পাকিস্তান টেলিভিশন' কেবল 'ঢাকা টেলিভিশন' বলিয়া শ্রোতমণ্ডলী খেদমতে হাজির হইতেছে। বাংলা ও বাঙালরি বন্দনাগীতিই এখন তাদের প্রধান উপজীব্য। সবকিছু বিচার করিলে দেখা যায় গত তিনদিনের আন্দোলন রাজনৈতিক অঙ্গনে বাংলার মন ও মানসকে এতদিনে একসূত্রে গ্রন্থিত করিতে সক্ষম হইয়াছে। 'জুজুর ভয়' বা 'অস্ত্রের ভাষায়' অতীতে যে কণ্ঠ দাবাইয়া দেওয়া সম্ভব হইয়াছে, সে কণ্ঠ এবার একটি যাত্র স্লোগানে মুখরিত 'জয় বাংলা।'

দৈনিক ইত্তেফাক। ৫ মার্চ ১৯৭১

সেক্রেটারিয়েট রোডে বোমা বিস্ফোরণ

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল (বৃহস্পতিবার) রাত অনুমান সাড়ে ১২টায় সেক্রেটারিয়েটের প্রথম গেটের নিকট রাস্তার উপর ২টি হাত বোমা নিক্ষিপ্ত হইলে প্রচণ্ড শব্দে উহা বিস্ফোরিত হয়। বোমা বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দ বহুদুর পর্যন্ত স্পষ্ট শোনা যায়। বোমা বিস্ফোরণের ফলে কোন হতাহত কিংবা সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি হয় নাই। চলন্ত গাড়ি হইতে বোমা ফেলিয়া দুষ্কৃতিকারীরা চলিয়া যায় বলিয়া পুলিশ অনুমান করে।

দৈনিক ইত্তেফাক। ৫ মার্চ ১৯৭১

বেতার-টেলিভিশন বর্জনের সিদ্ধান্ত

প্রদেশের বিশজন বিশিষ্ট শিল্পীর যুক্ত বিবৃতি

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

২০জন বিশিষ্ট বেতার, টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র শিল্পী গতকাল (বৃহস্পতিবার) সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক যুক্ত বিবৃতিতে জানান যে, যতদিন পর্যন্ত গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলিতে থাকিবে এবং যতদিন পর্যন্ত দেশের জনগণ ও ছাত্র সমাজ সংগ্রামে লিপ্ত থাকিবেন ততদিন পর্যন্ত তারা বেতার ও টেলিভিশন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। বিবৃতিতে শিল্পিগণ বলেন: বাংলা দেশের সাত কোটি মানুষ ৬-দফা ও ১১ দফা দাবীর পক্ষে রায় দেওয়া সত্ত্বেও পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল শোষক সম্প্রদায় জাতীয় পরিষদকে বানচাল করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বাংলা দেশের মানুষ আজ সংগ্রামে আগাইয়া আসিয়াছে। গত ২রা মার্চ হইতে দেশের অধিকাংশ শিল্পী বেতার ও টেলিভিশনে অনুষ্ঠান করিতেছেন না। এই ব্যাপারে স্পষ্টভাবে আমাদের মতামত সকল শিল্পীকে জানানো কর্তব্য বলিয়া আমরা মনে করিতেছি। যতদিন পর্যন্ত গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলিতে থাকিবে এবং যতদিন পর্যন্ত দেশের জনগণ ও ছাত্রসমাজ সংগ্রামে লিপ্ত থাকিবেন, ততদিন পর্যন্ত আমরা বেতার ও টেলিভিশন অনুষ্ঠানে না করার সিদ্ধান্ত নিয়াছি।

আমরা আশা করি, দেশের বেতার ও টেলিভিশন শিল্পীরা একযোগে এই অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়া বাংলা দেশের গণমানুষের দাবী আদায়ে সহযোগিতা করিবেন। গত ২ মার্চ হইতে চাকা বেতার কেন্দ্র শিল্পীদের রেকর্ড করা অনুষ্ঠান প্রচার করিতেছেন, অথচ পূর্বে রেকর্ড করা অনুষ্ঠানগুলি রেকর্ড বলিয়া ঘোষণা করা হইতেছে না। এজন্য আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছি। বাংলা দেশ যে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা গ্রহণ করিবে তাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য আমরা সর্বতোভাবে নিজেদের নিয়োজিত করার সিদ্ধান্ত নিয়াছি। আশা করি, দেশের শিল্পীসমাজ সব রকম ত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকিবেন।

বিবৃতিতে তাঁহার বলেন যে, এই ব্যাপারে বেতার, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র, সঙ্গীত, নাটক ও অন্য সফল চারু ও কারুকলা শিল্পীদের এবং সফল সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের এক সভার আয়োজন করা হইয়াছে আগামীকাল (শনিবার) বিকাল ৩টায়। বিবৃতিতে তাঁহার শিল্পীদের সভায় যোগ দিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন। অনুরোধ জানাইয়াছেন।

সভা বুলবল একাডেমীর ধানমণ্ডী শাখায়। অনুষ্ঠিত হইবে (রোড নং ৭, বাড়ী নং ১৭/বি, ধানমণ্ডী, ঢাকা-২)।

বিবৃতিতে নিম্নোক্ত শিল্পিগণ স্বাক্ষরদান করিয়াছেন :

লায়লা আর্জুমান্দ বানু, আফসারী খানম, আতীকুল ইসলাম, ফেরদৌসী রহমান, মুস্তাফা জামান, আব্বাসী, গোলাম মোস্তফা, হাসান ইমান, জাহেদুর রহিম, আলতাফ মাহমুদ, লায়লা হাসান, রাহিজা খানম, বিলকিস নাসিরুদ্দিন, হামিদা আতিক, অজিত রায়, বেদারুদ্দিন আহমেদ, ফজলুল হক, ওয়াহিদুল হক, সৈয়দ আহমেদ হোসেন, আব্দুল মতিন ও এম, এ, হামিদ ।

দৈনিক ইত্তেফাক। ৫ মার্চ ১৯৭১

সংগ্রামী জনতার প্রতি নেতার অভিনন্দন

কতিপয় ক্ষেত্রে হরতালের আওতা শিথিখল

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ-প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান শোষণ ও উপনিবেশবাদী শাসন অব্যাহত রাখার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইবার আহ্বানে সাড়া দেওয়ার বীর জনতাকে অভিনন্দন জানাইয়া তাঁহাদের যেকোন মূল্যে স্বাধিকার আদায়ের সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থঅকার আহ্বান জানান।

গতকাল (বৃহস্পতিবার) এক বিবৃতিতে শেখ সাহেব জনগণকে স্মরণ করাইয়া দেন যে চরম ত্যাগ স্বীকার ছাড়া কোন দিন কোন জাতির মুক্তি অর্জিত হয় নাই। বিবৃতিতে তিনি বলেন: “শোষণ ও ঔপনিবেশিক শাসন অব্যাহত রাখার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইবার জন্য আমাদের ডাকে বাংলা দেশের প্রতিটি নর-নারী-শিশু যে বিপুল সাড়া দিয়াছে সেজন্য আমি বীর জনতাকে অভিনন্দন জানাই। বিশ্ববাসী দেখিয়া রাখুক, বাংলা দেশের নিরস্ত্র ছাত্র-শ্রমিক-জনতা বুলেটের মুখেও কি দুর্দান্ত সাহস ও দৃঢ়তা লইয়া তাহাদের অধিকার হরণের চক্রান্তের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাড়াইয়াছে।”

“আমাদের আপোষহীন সংগ্রামী জনতা যে ভাবে হরতালের দরুন সৃষ্ট শত অসুবিধা ও কষ্টের মোকাবিলা করিয়া আন্দোলন চালাইয়া আসিয়াছেন, তারজন্যও আমি তাহাদিগকে অভিনন্দন জানাই। অবশ্যই মনে রাখিতে হইবে, চরম ত্যাগস্বীকার ছাড়া কোন জাতিই কোনদিন মুক্তি অর্জন করিতে পারে নাই। জনগণকে তাই যেকোন মূল্যে স্বাধিকার আগায়কল্পে সংগ্রাম

চালাইয়া যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে।”

“৫ই এবং ৬ই মার্চও সকাল ৬টা হইতে দুপুর ২টা পর্যন্ত হরতাল চলিবে। তাই নিম্ন বর্ণিত বিষয়সমূহ হরতালের আওতা হইতে অব্যাহতি দেওয়ার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে।

(১) যেসব সরকারী ও বেসরকারী অফিসে কর্মচারীরা এখনও বেতন পান নাই শুধু বেতন দানের জন্য সেগুলি বিকাল আড়াইটা হইতে সাড়ে ৪টা পর্যন্ত খোলা থাকিবে। শুধু বাংল দেশের মধ্যে অনুর্ধ্ব ১৫ শত টাকার বেতনের চেক ভাঙ্গানোর জন্য উল্লিখিত সময়ে ব্যাঙ্কসমূহ ও চালু থাকিবে। ষ্টেটব্যাঙ্ককে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হবে। স্টেটব্যাঙ্কের মাধ্যমে বা অন্য কোনভাবে বাংলা দেশের বাহিরে টাকা পাঠানো যাইবে না রেশন সরাকারী দোকান এবং খাদ্য সরবরাহকারী সংস্থাগুলিও এই সুযোগের সদব্যবহার করিতে পারে।

(২) আরও যাহা হরতালের আওতায় আসিবে না, সেগুলি ইতেছে হাসপাতাল ও ঔষধের দোকান, হাসপাতালের গাড়ী (এ্যাম্বুলেন্স), ডাক্তারের গাড়ী, সাংবাদিক ও সংবাদপত্রের গাড়ী, ওয়াটার সাপ্লাই, গ্যাস সাপ্লাই, ইলেকট্রিক সাপ্লাই, স্থানীয় টেলিফোন এবং বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলার মধ্যে ট্রাঙ্ক-টেলিফোন, দমকল বাহিনী, ঝাড়ুদার, ময়লার আবর্জনার গাড়ী।

দৈনিক ইত্তেফাক। ৫ মার্চ ১৯৭১

সাংবাদিক ইউনিয়ন ‘বস্তুনিষ্ঠ তথ্য পরিবেশনার অধিকার চাই’

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়ন বাংলার জনগণের মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করিয়া অবিলম্বে সামরিক শাসন প্রত্যাহারের দাবী জানাইয়াছেন।

গতকাল (বৃহস্পতিবার) ইউনিয়নের এক জরুরী সভা ইউনিয়নের সভাপতি জনাব আলী আশরাফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভার আগামী ৬ই মার্চ বিকাল ৩টায় সাংবাদিকদের নিছিল এবং বায়তুল মোকাররমে গণসমাবেশ আয়োজনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সভার শুরুতে মার্চ আন্দোলনের বীর শহীদদের আত্তার মাগফেরাত কামনা করিয়া এক মিনিটকাল নীরতা পালন করা হয়। সভায় গৃহীত এক শোক প্রস্তাবে ব্যাপক গণহত্যার বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ এবং অবিলম্বে এই হত্যার বিচার বিভাগীয় তদন্ত ও নিহতদের

পরিবারের জন্য উপযুক্ত ক্ষতি পূরণ দাবী করা হয়। গৃহীত অপর একটি প্রস্তাবে বলা হয়ঃ সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ তথ্য পরিবেশনের ব্যাপারে ইউনিয়নের গঠনতন্ত্রে যে মৌলিক নীতি ঘোষিত হইয়াছে, তাহা পালনের ক্ষেত্রে আরোপিত বিধিনিষেধাদি অবিলম্বে প্রত্যাহার করা হোক। সরকার বা মালিকপক্ষ বস্তুনিষ্ঠ তথ্য পরিবেশনের পথে কোন অন্তরায় সৃষ্টি করিলে সাংবাদিকগণ তাহা সুস্পষ্টভাবে লংঘন করিবেন।

অন্য একটি প্রস্তাবে বলা হয় যে, সঠিক মতামত প্রকাশের অধিকার না দিলে সাংবাদিকরা বেতার ও টেলিভিশনের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন হইতেও বিরত থাকিবেন।

সভা ভাষা-ধর্ম নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য দেশবাসীর প্রতি আবেদন জানান।

ইহাছাড়া বিশিষ্ট ও জনাব সাফিউল্লা ও জনাব শামসুদ্দোহার দণ্ডাদেশ বাতিল এবং স্বাস্থ্যগত কারণে তাহাদিগকে অবিলম্বে মুক্তিদানেরও দাবী করা হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক। ৫ মার্চ ১৯৭১

বাংলাদেশকে যাঁরা স্বদেশ হিসাবে বরণ করিয়াছেন তাঁদের বক্তব্য-

গতকাল (বৃহস্পতিবার) প্রাক্তন আই. সি. এস জনাব এম. রহমতুল্লার বাসভবনে ঢাকার বিভিন্ন শ্রেণীর নাগরিকদের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিদের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বাংলা দেশকে যাঁরা স্বদেশভূমিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিরা এই বৈঠকে যোগদান করেন।

সভার গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয় যে, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখার সম্পূর্ণ অবাঞ্ছিত এবং অযৌক্তিক সিদ্ধান্তের ফলে বর্তমান গণ-আন্দোলনে যাহারা আত্মীয়-স্বজন হারাইয়াছেন বা অন্যান্যভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন তাঁহাদের সকলের জন্য এই সভা গভীর দুঃখ প্রকাশ করিতেছে।

সভার প্রেসিডেন্ট জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের নিকট একটি তারবার্তা প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

এই তারবার্তায় বলা হয়ঃ

আমরা বাংলা দেশকে আমাদের স্বদেশভূমিরূপে গ্রহণকারী ঢাকার নাগরিক। আমরা এই তারবার্তায় যে মতামত ও অনুভূতি ব্যক্ত করিতেছি তাহা বাংলা দেশের এই ধরনের নাগরিকদের অনুভূতির সত্যিকার প্রতিফলন বলিয়া আমরা

বিশ্বাস করি। দেশ আজ বিপর্যয়ের প্রান্তসীমায় উপস্থিত। লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ নারী-শিশুর জান-মাল এবং ইজ্জত বিপন্ন পড়িয়াছে। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকাল মুলতবী ঘোষণা করায় আমরা দুঃখিত এবং আমরা ইহার নিন্দা করিতেছি। অধিবেশন মুলতবী বার্তা সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক ও অযৌক্তিক। দায়িত্বহীন, ও অযৌক্তিক সংখ্যালঘুদের তোষামোদ করার উদ্দেশ্যেই ইহা করা হইয়াছে।

আমরা প্রথমেই আপনাকে অবিলম্বে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের অনুরোধ নাইতেছি। দ্বিতীয়তঃ কালবিলম্ব না করিয়া শান্তিপূর্ণভাবে গণ-প্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করুন।

তৃতীয়তঃ জনসাধারণের দাবী-দাওয়া মানাইয়া লওয়ার জন্য সেনাবাহিনীর কর্তৃত্ব ও প্রভাব প্রয়োগ করুন। নিরস্ত্র জনসাধারণকে হত্যা করিয়া কি উদ্দেশ্য সাধিত হইবে? শক্তি প্রয়োগে কোন উদ্দেশ্য সাধিত হইবে কি? অনুগ্রহ করিয়া এখনই ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। এক মিনিট দেরী করারও সময় নাই। সর্বশক্তিমান আল্লাহতালার নিকট আমাদের একমাত্র প্রার্থনা, শুভবুদ্ধি ও প্রজ্ঞার উদয় হউক।

সভায় বাংলা দেশের ৭ কোটি অধিবাসীর অবিসম্বাদী নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের রাস্ট্রনায়কোচিত বিবৃতির প্রতি অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়। ভাষা ও জন্মস্থান নির্বিশেষে বাংলা দেশে যারাই বাস করেন, তাহারা সকলেই বাঙ্গালী বলিয়া তিনি যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন এই প্রসঙ্গে তাহা উল্লেখ করা হয়।

সভায় শেখ মুজিবুর রহমানের বলিষ্ঠ ও সাহসিকতাপূর্ণ নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করা হয়। বাংলা দেশের প্রতিটি অধিবাসীর জান, মাল ও ইজ্জতকে পবিত্র গণ্য করিতে হইবে-শেখ সাহেবের এই নির্দেশে সভায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হয়। বঙ্গবন্ধুর এই ঘোষণাকে কার্যকরী করার জন্য আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সিদ্ধান্তকেও সভায় অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়।

সভায় যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান আগা খান সুপ্রীম কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ হাই, জনাব এ. এম. হায়দার মোতা, বোহরাজামাতের ভাইস-প্রেসিডেন্ট জনাব তাহের ভেমী, এস এস ইস্পাহানী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

দৈনিক ইত্তেফাক। ৫ মার্চ ১৯৭১

গণহত্যার বিষাদাচ্ছন্ন

বৃহস্পতিবারের ঢাকা নগরী

(ষ্টাফ রিপোর্টার) জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করার প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে গত কালও (বৃহস্পতিবার) গণহত্যার বিষাদঘন পরিবেশে চাকাসহ সমগ্র বাংলায় সর্বাত্বক হরতাল পালিত হয়। গতকাল রাজধানী ঢাকায় হরতালের তৃতীয় দিবসে সান্ধ্য আইন তুলিয়া নেওয়া হইলেও বাংলা দেশব্যাপী হরতালের দ্বিতীয় দিবসে খুলনা ও রংপুরে সান্ধ্য আইন বলবৎ থাকে। গুলীবর্ষণের ফলে গতকাল খুলনায় ৬ জনের প্রাণহানি ঘটে এবং চট্টগ্রামে দুই দিনে প্রাণহানির সংখ্যা পৌছে ১২১ জনে।

ঢাকার গতকাল সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণভাবে সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয় এবং পূর্ববর্তী দুই দিবসের মত জনজীবনে অচলাবস্থা বিরাজ করিলেও লুঠতরাজ, অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি বন্ধ থাকে। গতকাল রাজধানীতে আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে দুষ্কৃতিকারীদের প্রতিরোধ ও শান্তিরক্ষাকরণ টহল দিয়া বেড়াইতে দেখা যার। পূর্বের মতই গতকালও ঢাকার সঙ্গে বাহিরে জল, স্থল ও বিমান যোগাযোগ বন্ধ থাকে। রাস্তাঘাটে কোন যানবাহন চলে নাই, অফিস-আদালত-কলকারখানার কোন কর্মচারী যোগ দেয় নাই। গতকালও রাজপথে অগণিত মিছিল নামে। অপরাহ্নে হরতালের মেয়াদ শেষ হইয়া গেলে রাস্তাঘাটে গাড়ী-ঘোড়া নামিয়া আসে এবং সীমিতভাবে হইলেও ব্যবসায়-বাণিজ্যসহ স্বাভাবিক জীবনযাত্রা চালু হয়। তবে ঢাকাসহ বাংলা দেশের বিভিন্ন স্থানে হত্যাকাণ্ডের অপরিহার্য প্রতিক্রিয়া হিসাবে সর্বত্র মানুষের চোখে-মুখে একটা সুস্পষ্ট বেদনার ছাপ পরিলক্ষিত হয়। কারফিউ জারি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শহরের ভিন্ন স্থানে যেসব ব্যারিকেড ও ষ্টোভ ব্লক সৃষ্টি করা হইয়াছিল, উহাদের অধিকাংশই গতকাল অপসারণ করা হয়। তবে তখনও বস্তাঘাট বন্ধ রহিয়াছে।

গতকাল হরতালের দিনের ঢাকার একটি বিশেষ লক্ষণীয় দিক হইতেছে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার আওয়ামী মহলের অসাধারণ সাফল্যজনক কর্মতৎপরতা। আওয়ামী স্বেচ্ছা-সেবকবাহিনীর প্রধান জনাব আবদুর রাজ্জাক ও উহার নগর শাখা প্রধান জনাব ফজলুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর হাজার হাজার কর্মী গতকাল ও গত রাত্রি ধরিয়া রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা ও মহল্লায় মহল্লায় টহল দিয়া বেড়ায় এবং সার্থকভাবে দুষ্কৃতিকারীদের তৎপরতা প্রতিরোধে সক্ষম হয়। তাহারা বিভিন্ন স্থানে দোকানপাটও পাহারা দেয়।

গতকাল (বৃহস্পতিবার) ঢাকায় সর্বাত্মক হরতাল পালিত হওয়ার ফলে সর্বপ্রকার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকে। ঢাকার বাহিরে কোন ট্রাঙ্কও বুক করা যায় নাই। এমনকি অপারেটরা হরতাল পালন করায় পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে রেডিও টেলিপ্রিন্টারের সাহায্যে সংবাদ আদান প্রদানেও বার্তা প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যর্থ ইয়াছে। গতকাল শরের ছাত্র-শ্রমিকদের উদ্যোগে ৪টি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক। ৫ মার্চ ১৯৭১

১১৩নং সামরিক আইন আদেশ জারি

ব্রিগেডিয়ার মাহমুদুর রহমান মজুমদার ৬নং সেক্টরের (চট্টগ্রাম বন্দর এলাকা বাদে সমগ্র চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা) সামরিক আইন সাব এডমিনিস্ট্রেটর নিযুক্ত হইয়াছেন। গতকাল (বৃহস্পতিবার) হইতে কার্যকরী হইয়াছে। গতকাল সকালে প্রকাশিত **১১৩**নং সামরিক আইন আদেশে একথা বলা হয়।

চট্টগ্রামে ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের সদর দফতর থাকিবে। এই আদেশ অনুযায়ী চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকে ৪নং সেক্টরের এখতিয়ার বহির্ভুত করা হইয়াছে। -এপিপি

দৈনিক ইত্তেফাক। ৫ মার্চ ১৯৭১

ভাইস-এডমিরাল আহসানের ঢাকা ত্যাগ

বাংলার অধুনা অব্যাহতিপ্রাপ্ত গভর্নর ভাইস্ এ্যাডমিরাল এস. এম. আহ্সান গতকলা (বৃহস্পতিবার) ঢাকা হইতে বিমানযোগে করাচী রওয়ানা হইয়া গিয়াছেন। অতঃপর তিনি সপরিবারে যাবে সেখানেই বসবাস করিবেন।

গত কয়েকদিনে দেশের দুইঅংশের মধ্যে বিমান স্থিরতা না থাকায় ভাইস্ এ্যাডমিরাল আহ্সান পূর্বাহ্নে তাঁর শুভানুধ্যায়ীদের কাহাকেও তাঁর ঢাকা ত্যাগের খবর জানাইতে না পারার দুঃখ প্রকাশ করেন। আকস্মিকভাবে খবর পাইলেও তাঁর বেশ কিছুসংখক শুভানুধ্যায়ী ও সহকর্মী বিমান বন্দরে গিয়া তাঁহাকে বিদায় অভিনন্দন জানান। জনাব আহসান বর্তমান 'পরিস্থিতিতে সাক্ষাৎভাবে প্রদেশবাসীর নিকট হইতে বিদায়গ্রহণ করিতে না পারায় বিমান বন্দরে সমাগত সংকর্মীদের মাধ্যমে 'বাঙলা' দেশের জনসাধারণকে শুভেচ্ছা জানান। অন্যদের মধ্যে 'খ-এলাকার সামরিক শাসনকর্তা লে. জে. সাহেবজাদা মোহাম্মদ ইয়াকুব খানও বিদায়ী গভর্ণরকে খোদাহাফেজ জনান।

আহসানের প্রতি সাংবাদিক ইউনিয়নের শুভেচ্ছ।

গভর্ণর নিযুক্ত ধাকাকালে সাংবাদিকদের প্রতি আন্তরিকতা প্রদর্শনের জন্য সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি জনা আলী আশরাফ ভাইস-এ্যাডমিরাল আহসানের প্রতি বিদায়ী শুভেচ্ছা জানান। ভাইস-এ্যাডমিরাল তদুত্তরে সাংবাদিক ও তাঁহাদের মাধ্যে বাংলা দেশের জনসাধারণের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক। ৫ মার্চ ১৯৭১

অবিলম্বে আওয়ামী লীগের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করুন

- আসগর খান

করাচী, ৪ঠা মার্চ পাকিস্তানকে বিচ্ছিনতার হাত হইতে রক্ষার উদ্দেশ্যে সংখ্যাগরিষ্ট দল আওয়ামী লীগের নিকট অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য আজ এয়ার মার্শল (অবসরপ্রাপ্ত) আসগর খান দাবী জানান। আজ করাচী প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এয়ার মার্শাল বলেন : দেশ বিপর্যয়ের একেবারে প্রান্তসীমায় পৌঁছিয়াছে। তিনি বলেন : আমাদের পূর্ব পাকিস্তানী ভাইরা বুলেটবিদ্ধ হইয়া নিহত হইতেছেন-এই খবর আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া দেয়, পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণ এই হত্যাকাণ্ডের বিরোধী। দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানীরাও যে-কোন ত্যাগ স্বীকারে পিছপা হইবে না। জনাব আসগর খান বলেন : ঘটনা অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে। তিনি বলেন যে, অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তর কর। না হইলে তিনি পূর্ব পাকিস্তানী জনসাধারণের সমর্থনে আন্দোলন শুরু করিবেন। তিনি বলেন যে, আগামীকল্য তিনি ঢাকা রওয়ানা হইবেন। ঢাকায় তিনি শেখ মুজিবের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন বলিয়াও উল্লেখ করেন।

আজ আসগর খানের ঢাকা আগমন

দেশের বর্তমান শাসনতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক সংকটের পন্থা উদ্ভাবন সম্পর্কে শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনার জন্য আসগর খান শুক্রবার বিমানযোগে ঢাকা রওনা হইতেছেন। -পি, পিআই

দৈনিক ইত্তেফাক। ৫ মার্চ ১৯৭১

গোল টেবিলে নয়, জাতীয় পরিষদে

পিডিপি প্রধান জনাব নূরুল আমীন আগামী ১০ই মার্চ ঢাকায় রাজনৈতিক

নেতৃসম্মেলনে যোগদানের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়া প্রেসিডেন্টের প্রতি অবিলম্বে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকার আহ্বান জানান এবং বলেন যে, নির্বাচিত গণ-প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের লক্ষ্য অর্জনের পদ্ধতি প্রতি মুহূর্তে বিঘ্নিত-বিলম্বিত হইতেছে। গতকাল (বৃহস্পতিবার) এক বিবৃতিতে জনাব নুরুল আমীন শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন পরিচালনার জন্য জনগণের প্রতি এবং জাতি-ধর্ম, স্থানীয়-বহিরাগত নির্বিশেষে সকলের উপর উচ্ছৃংখল আচরণ রোধের ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান। বিবৃতিতে তিনি শাসন-তান্ত্রিক সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে ১০ই মার্চ সম্মেলন আহ্বানকে 'একটি ভ্রান্ত পদক্ষেপ' বলিয়া আখ্যায়িত করেন। তিনি বলেন, এই সম্মেলনের দ্বারা কোন ফলপ্রসূ উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না । সবকিছু পরিষদেই বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইতে হইবে ।

আবুল হাশেম

সাবেক অবিভক্ত বাংলার প্রাক্তন মুসলিম লীগ নেতা এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী জনাব আবুল হাশেম গতকাল (বৃহস্পতিবার) এক বিবৃতিতে বলেন যে, প্রস্তাবিত পার্লামেন্টারী নেতৃসম্মেলনে যোগদানে অস্বীকৃতি জানাইয়া শেখ মুজিব বাংলার জনমতেরই বিশ্বস্ত প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। তিনি বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদেরই লাহোরে ভুট্টো ও কাইয়ুম খানের নেতৃত্বে সম্মেলনে বসিয়া ঠিক করা উচিত তারা বিনাশর্তে পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করিবেন কিনা। তিনি বলেন, ইহার বিপক্ষে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের অর্থ হইবে পাকিস্তানকে খণ্ড-বিখণ্ড করার পক্ষে মত প্রকাশ, আর তাতে বাংলার কোন ক্ষতি হইবে না। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার অবিলম্বে ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকা উচিত বলিয়া মত প্রকাশ করিয়া জনাব আবুল হাশেম বলেন, কে ইহাতে যোগ দিবে না দিবে উহা লইয়া তাহার মাথা ঘামাইবার দরকার নাই। তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এবং তাঁহার উপদেষ্টাদের বিশ্বের ইতিহাস হইতে এই শিক্ষা নেওয়া অসুবিধাজনক হওয়ার কথা নয় যে, শক্তির দ্বারা জনগণের ইচ্ছাকে দাবাইয়া রাখা যায় না, আর চূড়ান্ত শক্তির মালিক বন্দুকের নল নয়- জনগণ। তিনি বলেন, বিশ্বের যে-কোন গণতান্ত্রিক দেশের মতই পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টিও যুক্তির কাছে নতি স্বীকার করিতে পারে, কিন্তু চাপ ও ভীতির কাছে নয় ।

মোখলেসুজ্জামান

গণ ঐক্য আন্দোলনের সাধারণ সম্পাদক জনাব মোখলেসুজ্জামান খান

গতকাল এক বিবৃতিতে এক সপ্তাহের মধ্যে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকার জন্য প্রেসিডেন্টের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, দেশের বর্তমান ভয়াবহ পরিস্থিতির জন্য ভুট্টোই দায়ী আর এই অবস্থায় গোলটেবিল বৈঠক ডাকা একটা ব্যর্থ প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয় ।

তোফাজ্জল আলী

সাবেক মন্ত্রী জনাব তোফাজ্জল আলী গতকাল এক বিবৃতিতে জনাব ভুট্টোই জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করিয়াছেন বলিয়া মন্তব্য করিয়া অবিলম্বে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকার জন্য প্রেসিডেন্টের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, রোডেশিয়া বা দক্ষিণ আফ্রিকার মত পাকিস্তানকে আর সংখ্যালঘিষ্ঠদের দ্বারা শাসিত হইতে দেওয়া হইবে না।

সৈয়দ হাবিবুল হক

সাবেক জাতীয় পরিষদ সদস্য সৈয়দ হাবিবুল হক এক বিবৃতিতে অবিলম্বে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকার দাবী জানান।

দৈনিক ইত্তেফাক। ৫ মার্চ ১৯৭১

ছাত্রলীগ ও ডাকসুর আবেদন

বাংলা দেশের ছাত্রসমাজের প্রতি ছাত্রলীগ ও ডাকসু নিম্নোক্ত আহ্বান জানাইয়াছে : পাড়া, অঞ্চল, থানা, মহকুমা ও জেলা সংগ্রাম পরিষদ গঠন ঢাকা শহরে ৬ই মার্চের মধ্যে এবং সমগ্র বাংলাদেশে ৭ই মার্চের মধ্যে শেষ করিতে হইবে।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের কাঠামো নিম্নরূপ : ১ জন আহ্বায়ক, ১০ জন সদস্য নিয়া মোট ১১ জনে কমিটি।

প্রত্যেক পাড়া, অঞ্চল ও থানা সংগ্রাম পরিষদের এক কপি মহকুমা এবং এক কপি জেলায় পাঠাইতে হইবে। প্রত্যেক জেলা ও মহকুমার এক কপি কেন্দ্রে পাঠাইতে হইবে।

ছাত্রলীগ ও ডাকসু বাংলার জনসাধারণের এবং রিকশা ও বেবী ট্যাক্সি মালিকদের কাছে নিম্নোক্ত আবেদন জানাইয়াছে : "রিকশা ও দেবী ট্যাক্সি ড্রাইভারদের কিছু বেশী পয়সা দিন এবং মালিকদের প্রাপ্য ভাড়ার এক চতুর্থাংশ নিন।"

দৈনিক ইত্তেফাক। ৫ মার্চ ১৯৭১

চট্টগ্রামে নিহতদের সংখ্যা ১২১, খুলনায় ৬

(ইত্তেফাকের চট্টগ্রাম অফিস হইতে)

৪ মার্চ-- বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী গতকাল (বুধবার) ও আজকের (বৃহস্পতিবার) গোলাগুলী, অগ্নিসংযোগ ও সংঘর্ষে নিহতের সংখ্যা এপর্যন্ত ১২১-এ উন্নীত হইয়াছে এবং আরও নিহত হওয়ার আশঙ্কা করা হইতেছে।

আজ রেলওয়ে সেন গ্রাউন্ড পাহাড়তলি ও আমবাগান এলাকার সেগুনবাগিচায় আবার গুলীবর্ষণের ফলে ৯ ব্যক্তি নিহত হয়। এই রিপোর্ট লেখার সময় পর্যন্ত চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাস পাতালে আহত আরও ১৯ ব্যক্তিকে ভর্তি করা হয়। গতকাল চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে যে সমস্ত আহত ব্যক্তিকে ভর্তি করা হয় তন্মধ্যে ১৯ জন রাত্রি বেলায় মারা যায়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আজ অপরাহ্ণ পর্যন্ত ৬২ জনের মৃত্যুর সার্টিফিকেট ইস্যু করেন। এবং এমন আরও অনেক লাশ রহিয়া গিয়াছে যেগুলির সার্টিফিকেট এখনও ইস্যু করা হয় নাই। আজ পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী চট্টগ্রামে সফল হরতাল পালিত হয়। অপরাহ্ণে স্থানীয় লালদীঘি ময়দানে ন্যাপ, কৃষক সমিতি ও শ্রমিক সমন্বয় কমিটির যৌথ উদ্যোগে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তাগণ গুলীবর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করেন।

শান্তি বজায় রাখার আহ্বান

চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব এম, আর, সিদ্দিকীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলিতে শান্তি ফিরাইয়া আনার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন। নেতৃবৃন্দ শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষায় চরম সংযম প্রদর্শনের জন্য সকল নাগরিকের প্রতি আবেদন জানাইয়াছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক। ৫ মার্চ ১৯৭১

খুলনায় ৩৩ জন হতাহত

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

খুলনা ৪ঠা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ঘোষিত কর্মসূচী পালনরত খুলনা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে গতকাল ও আজ শান্তি ও শৃংখলা রক্ষায় নিয়োজিত সশস্ত্র বাহিনীর গুলী ও পাল্টাগুলীতে ৪ পুলিসসহ মোট ৩৩ জন হতাহত হয়। ইহা ছাড়া এক ব্যক্তি একটি বিক্ষোভ মিছিলের প্রতি বোমা নিক্ষেপ করিলে বিক্ষোভকারীরা তাহাকে

হত্যা করে।

গতকাল সারাদিনব্যাপী পূর্ণ হরতালে স্তব্ধ শহরে স্থানীয় আওয়ামীলীগ ও ছাত্রলীগ কর্মীদের নেতৃত্বে একটি বিরাট বিক্ষোভ মিছিল বাহির হয়। সকাল ১০টার দিকে এই শান্তিপূর্ণ মিছিলটি টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ভবনের নিকট গমন করিলে শান্তি রক্ষায় নিয়োজিত সশস্ত্র বাহিনী উহার প্রতি গুলীবর্ষণ করে। ফলে ঘটনাস্থলেই ৩ জনের মৃত্যু হয়। ইহাছাড়া গুরুতর আহত অবস্থায় ২৬ ব্যক্তিকে হাসপাতালে নেওয়া হইলে সেখানে আরও ৩ জন মারা যায়। এই ঘটনায় উত্তেজিত জনতা একটি বন্ধুকের দোকান লুঠ করে। অতঃপর দুপুর সাড়ে ১২ টায় উক্ত লুণ্ঠিত বন্দুকের সাহায্যে তাহারা শামসুর রহমান রোডে শান্তি ও শৃংখলা রক্ষায় নিয়োজিত একটি সশস্ত্র পুলিস বাহিনীর প্রতি গুলী বর্ষণ করিলে ৪ জন পুলিস আহত হয়। ইহাছাড়া রাত্রি প্রায় ১১টায় একটি গুলীর শব্দ শোনা গলেও কোন হতাহতের সংবাদ পাওয়া যায় নাই। এই দিন খুলনায় আরও অনেকগুলি ছোট ছোট বিক্ষোভ মিছিল বাহির হয়। বিক্ষোভকারীরা বিভিন্ন স্থানে একাধিক পথসভাও করেন। তাহারা পথে পথে প্রতিবন্ধকতা রচনা করেন এবং খুলনা শহরের প্রধান সড়ক যশোর রোডের কয়েকটি সেতু ভাঙ্গিয়া ফেলে।

বিকালে শহীদ হাদিস পার্কে এইদিনের (বধবার) শহীদদের জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দসহ হাজার হাজার শোকাতুর মানুষ উক্ত জানাজায় যোগদান করেন। আজও খুলনা এবং সন্নিহিত দৌলতপুর ও খালিশপুর অঞ্চলে দুপুর ২টা পর্যন্ত পূর্ণ হরতাল পালন করা হয় । সকাল সোয়া ১টায় খালিশপুর হইতে প্রায় ২০ হাজার লোকের একটি বিক্ষোভ মিছিল বাহির হয়। স্থানীয় আওয়ামী লীগ পরিচালিত এই মিছিলটি পুরাতন যশোর রোড ও পি, আই, ডি, সি, রোডের সঙ্গমস্থলে উপনীত হইলে পার্শ্ববর্তী একটি বাড়ি হইতে মিছিলের প্রতি একটি বোমা নিক্ষেপ করা হয়। ফলে উত্তেজিত জনতা সংশ্লিষ্ট বাড়িটিতে চড়াও হইলে বোমা নিক্ষেপকারী বলিয়া কথিত মোহাম্মদ হোসেন নামে এক ব্যক্তি পলায়নের চেষ্টা করে। সে পার্শ্ববর্তী একটি কালভার্টের নীচে আত্মগোপন করিলে জনতা কালভার্টের উভয় পার্শ্বে আগুন ধরাইয়া দেয়। পরে তাহার মৃতদেহ সিকি মাইল দূরের চিত্রালী সিনিমো হল পর্যন্ত টানিয়া লইয়া একটি গাছে ঝুলাইয়া রাখা হয়। নিহত মোহাম্মদ হোসেন ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জের অধিবাসী। আজ (বৃহস্পতিবার) কিছুসংখ্যক দুষ্কৃতিকারী খুলনা শহরের কয়েক স্থানে লুঠতরাজের চেষ্টা করিলেও শান্তিপ্রিয় নাগরিকরা তাহাদিগকে প্রতিহত করেন। বিকাল ৪টায় স্থানীয় আওয়ামী

লীগের উদ্যোগে শহীদ হাদিস পার্কে প্রায় ২৫ হাজার লোকের এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ আজিজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় জনাব সালাহ উদ্দিন ইউসুফ, জনাব আবদুল গফুর ও জনাব নজরুল ইসলাম প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

গতকাল (বুধবার) খুলনায় শান্তি শৃংখলা রক্ষা বাহিনীর গুলীতে নিহতদের নাম নীচে দেওয়া হইল : চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র মুজিবর রমান (১০), রিকশাচালক আমজাদ আলী (৩০), স্থানীয় আয়কর অফিসের কর্মচারী জয়নাল আবেদীন (৩৬), ব্যবসারী মোঃ মুনা (৩২), একটি মিলের কোষাধ্যক্ষ আজিজুল হক (৪০) ও সুলতান আহমদ।

আজ দুইদিন হইতে এখানে নৈশকালীন সান্ধ্য আইন রহিয়াছে।

দৈনিক ইত্তেফাক। ৫ মার্চ ১৯৭১

ঢাকায় কারফিউ প্রত্যাহার

গতকাল (বৃহস্পতিবার) ঢাকা শহর হইতে কারফিউ প্রত্যাহার করা হইয়াছে।

ঢাকা বেতার হইতে ঘোষণা করা হয় যে, ঢাকা শহরে গতকাল হইতে কারফিউ থাকিবে না বলিয়া কর্তৃপক্ষ ঘোষণা ছেন।

বেতারে আরও বলা হয় যে, বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা হইতে রংপুরে ২১ ঘণ্টাব্যাপী করিফিউ জারি করা হইয়াছে। পূর্ববর্তী দিবসে ২৪ ঘন্টার জন্য যে কারফিউ জারি কর হইয়াছিল, তাহার মেয়াদ বৃহস্পতিবার দুপুর দুই ঘটিকায় শেষ হয়।

- পি.পি.আই। দৈনিক ইত্তেফাক, ০৫.০৩.১৯৭১

ঢাকা বেতার হইতে আরও দুইবার স্থানীয় সংবাদ প্রচারের ব্যবস্থা

গতকাল (বৃহস্পতিবার) ঢাকা বেতার কেন্দ্র হইতে ঘোষণা করা হয় যে, ঢাকা বেতার কেন্দ্র হইতে প্রতিদিন আরও দুইবার বাংলায় স্থানীয় সংবাদ প্রচার করা হইবে। বর্তমানে সন্ধ্যায় বাংলা ও উর্দুতে স্থানী সংবাদ প্রচার করা হয়।

নয়া ব্যবস্থায় প্রতিদিন সকাল ৮-৫৫ মিনিটে এবং দুপুর ১-৩০ মিনিটে স্থানীয় সংবাদ প্রচার করা হইবে।

- পি,পি, পাই

দৈনিক ইত্তেফাক। ৫ মার্চ ১৯৭১

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির বিবৃতি

গণবিরোধী কার্য্যকলাপ দেশকে ভয়াবহ বিপর্য্যয়ের দিকে ঠেলিয়া দিতেছে

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আকস্মিকভাবে স্থগিতকরণের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে গত (মঙ্গলবার) সকাল ১১টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবন প্রাঙ্গণে প্রফেসর মোজাফফর আহমদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে শিক্ষকদের এক জমায়েত হয়। অতঃপর শিক্ষক ছাত্র ও অন্যান্য শ্রেণীর লোকের এক শোভাযাত্রা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পৌঁছে এবং সেখানে স্বাধিকার আন্দোলনে যেকোন ত্যাগ স্বীকারের জন্য শপথ গ্রহণ করা হয়।

গত সোমবার সন্ধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ এক সভায় মিলিত হন। প্রফেসর সারোয়ার মোর্শেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবীতে শিক্ষকদের জনসাধারণের সঙ্গে একযোগে আন্দোলনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বিবৃতি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২৮ জন শিক্ষক গত বুধবার সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বলেন : গত কিছুদিন যাবৎ আমরা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির ক্রমাবনতি লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি একথা আজ বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী শোষক শ্রেণী ও কায়েমী স্বার্থবাদী মহল। বিভিন্ন ষড়যন্ত্র ও কারসাজির মাধ্যমে ইহারা পূর্ব বাংলার শোষিত জনসাধারণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির দাবীকে নস্যাৎ করিয়া দেওয়ার চেষ্টায় লিপ্ত। পাকিস্তানের ইতিহাসে সুপরিচিত দুই-একটি রাজনৈতিক মহলের অযৌক্তিক দাবীর প্রেক্ষিতে জাতীয় পরিষদের আসন অধিবেশন স্বগিতকরণ এই অশুভ ষড়যন্ত্রের সর্বশেষ বহিঃপ্রকাশ। ইহা দেশকে এক ভয়াবহ বিপর্যয়ের দিকে ঠেলিয়া দিতেছে। দেশকে এই বিপর্যয় হইতে রক্ষা করার জন্য আমরা দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানাইতেছি।

অলি আহাদ

বাংলা ন্যাশনাল লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব অলি আহাদ এক বিবৃতিতে জুলুমের প্রতিবাদ প্রসঙ্গে দেশবাসীর প্রতি শহীদানের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সুশৃংখল ও ঐক্যবদ্ধভাবে জুলুমের বিরুদ্ধে অজেয় বাধার প্রাচীর গড়িয়া তুলিতে আহ্বান জানাইয়াছেন। বিবৃতিতে তিনি আরও বলেন যে, চূড়ান্ত

সংগ্রামে জনগণই জয়ী হইবে।

দৈনিক ইত্তেফাক। ৫ মার্চ ১৯৭১

শহীদ মিনারে মতিয়া গ্রুপের ছাত্রসভা

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গত বুধবার কাল ১১টার পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের (মতিয়া গ্রুপ) পক্ষ হইতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। সংগঠনের সভাপতি নূরুল ইসলাম এই সভায় নিরস্ত্র জনতার উপর গুলীবর্ষণের নিন্দা করিয়া সভায় বক্তৃতা করেন।

সভায় স্বাধিকার অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়ার নিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সভাশেষে গুলীবিদ্ধ হইয়া নিত ৪ ব্যক্তির লাশ লইয়া এক দীর্ঘ মিছিল বাহির করা হয়। মিছিলটি বিভিন্ন এলাকা প্রদক্ষিণ করে ।

দৈনিক ইত্তেফাক। ৫ মার্চ ১৯৭১

আগামীকাল শহীদ মিনারে মহিলা সমাবেশ

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

অবিলম্বে সৈন্য বাহিনীকে ব্যারাকে ফিরাইয়া দেওয়ার এবং জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবীতে আওয়ামী লীগের মহিলা শাখার উদ্যোগে কাল (শনিবার) বিকাল ৩টায় কেন্দ্রী শহীদ মিনারে এক মহিলা জমায়েত অনুষ্ঠিত হইবে। সকল কালো পতাকা ও লাঠি লইয়া সমাবেশে যোগদানের অনুরোধ করা যাচ্ছে। সমাবেশ শেষে এক বিক্ষোভ মিছিলও বাইহর করা হইবে।

গতকাল (বৃস্পতিবার) বিকালে ৫১নং পুরানা পল্টনে প্রাদেশিক এবং ঢাকা নগর আওয়ামী লীগের মহিলা শাখার যৌথ সভায় স্বাধিকার আন্দোলনে গনহত্যার প্রতিবাদে আজ (শুক্রবার) সকাল হইতে ঘরে ঘরে কালো পতাকা উত্তোলনের জন্য মা-বোনদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। সভায় আহতদের জন্য মহিলাগণকে রক্তদানের জন্যও অনুরোধ করা হয়। যাহারা রক্ত দিতে উচ্ছুক তাহাদিগক্ষে প্রত্যহ বেলা ৩টা হইতে ৬টার মধ্যে আওয়ামী লীগ অফিলে উপস্থিত হওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হইয়াছে।

লুঠতরাজ বন্ধ ও শান্তি শৃংখলা রক্ষার ব্যাপারে প্রত্যেক ইউনিয়ন আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবকদের সহযোগিতা করার জন্য সংশ্লি এলাকার আওয়ামী লীগের মহিলা কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক। ৫ মার্চ ১৯৭১

মোহাম্মদপুরে শান্তি মিছিল

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল (বৃহস্পতিবার) বিকালে মোহাম্মদপুর শাকিল পার্কে জনাব আহমদ আলীর সভাপতিত্বে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জনাব আবদুর রহমান, জনাব আনসারী, মোহামদ আলী (প্রিন্স) প্রমুখ পূর্ণ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার আহ্বান জানাইয়া বক্তৃতা করেন। সভাশেষে এক দীর্ঘ শান্তি মিছিল বিভিন্ন এলাকা প্রদক্ষিণ করে। জাতীয় পরিষদ সদস্য জনাব জহির উদ্দিনও নিছিলে অংশগ্রহণ করে।

দৈনিক ইত্তেফাক। ৫ মার্চ ১৯৭১

ইংরেজী দৈনিকের বিরুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের ক্ষোভ

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল (বৃহস্পতিবার) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির এক প্রেস রিলিজে বলা হয় : ৪ঠা মার্চের পাকিস্তান অবজারভার পত্রিকায় সংবাদ পরিবেশনা ও সম্পাদকীয় মন্তব্যে দেশের বর্তমান পরিস্থিতির যে বিকৃত ও বিভ্রান্তিকর রূপ তুলিয়া ধরার চেষ্টা করা হইয়াছে, তাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে প্রবল ক্ষোভ লক্ষ্য করা যায়। তাঁহাদের মতে পত্রিকাটিতে স্বাধিকার আন্দোলনে এদেশের জনগণের কঠোর সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের দিকটি উপেক্ষা করিয়া লুঠতরাজ ও অরাজকতার এক কাল্পনিক পরিস্থিতির অস্বাভাবিক চিত্র দেওয়া হইয়াছে। এতে দেশের স্বার্থের মূলে কুঠারাঘাত করা হইতেছে এবং গণবিরোধী শক্তিগুলিকে সক্রিয় হইতেই উস্কানি দেওয়া হইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবন প্রাঙ্গণে অবজারভার পত্রিকার এই গণবিরোধী ভূমিকার প্রতিবাদে অনুষ্ঠিত এক সভায় পত্রিকাটির কঠোর সমালোচনা করা হয় এবং আনুষ্ঠানিকভাবে পত্রিকাটির কপি পুড়াইয়া ফেলা হয়।

বিবৃতিঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৫ জন শিক্ষক সংবাদপত্রে নিম্নোক্ত যুক্ত বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন : ঢাকার দৈনিক 'পাকিস্তান অবজারভার' পত্রিকার গণবিরোধী ভূমিকার প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা আমরা কর্তব্য মনে করিতেছি। বিশেষ করিয়া ৪ঠা মার্চ, এই পত্রিকা সংবাদ পরিবেশনায় ও সম্পাদকীয় মন্তব্যে সমগ্র দেশে লুঠতরাজ, আরাজকতা ও বিশৃংখলা চলিতেছে

বলিয়া ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টির অপচেষ্টা করিয়াছে, তা দেশবাসীর অভাবিতপূর্ব বিক্ষোভ ও স্বতঃস্ফূর্ত আত্মত্যাগের প্রতি নিষ্ঠুররূপে অপমানকর। তদুপরি তা এক শ্রেণীর নাগরিককে বাঙ্গালীর স্বার্থের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক প্ররোচনা দান করিতে পারে বলিয়া আমাদের আশঙ্কা।

'পাকিস্তান অবজারভারের' এই অতিশয় ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক ভূমিকা ক্ষমারও অযোগ্য। দেশবাসীর প্রতি আমরা আবেদন করি তাঁরা যেন এই পত্রিকাটি বর্জন করেন।"

বিবৃতি দানকারী শিক্ষকদের মধ্যে আছেন প্রফেসর আবু মোহাম্মেদ হাবিবুল্লাহ, প্রফেসর মুজাফফর আহমদ চৌধুরী, ডঃ আহমদ শরীফ, প্রফেসর মুনীর চৌধুরী, ডঃ খান সারোয়ার মুরশিদ প্রমুখ।

দৈনিক ইত্তেফাক। ৫ মার্চ ১৯৭১

যেকোন ত্যাগ স্বীকারের সংকল্প গ্রহণ

নিউজপেপার প্রেস ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের সভার প্রস্তাব

গতকাল (বৃহস্পতিবার)- নিউজ পেপার প্রেস ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের এক বর্ধিত জরুরী সভা ফেডারেশনের সভাপতি জনাব আবদুল করিমের সভপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিয়া স্বাধিকার আদায়ে যেকোন আত্মত্যাগের জন্য শপথ গ্রহণ করা হয়।

সভায় বিগত কয়েকদিনে স্বাধিকার আন্দোলনের যে সব বীর সৈনিক আত্মদান করিয়াছেন, তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করিয়া নির্যাতনমূলক কার্যকলাপের তীব্র নিন্দা করা হয়।

সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে সংবাদপত্রের উপর আরোপিত বিধিনিষেধ প্রত্যাহারের দাবী জানানো হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক। ৫ মার্চ ১৯৭১

শেখ মুজিবের সহিত সবুর খানের সাক্ষাৎ

কাইয়ুম পন্থী মুসলিম লীগের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক জনাব আবদুস সবুর খান গত বুধবার বিকালে শেখ মুজিবুর রহমানের সহিত তাহার ধানমন্ডির বাসভবনে সাক্ষাৎ করেন।

এ.পি.পি

দৈনিক ইত্তেফাক। ৫ মার্চ ১৯৭১

আহত সংগ্রামীদের দর্শনার্থে হাসপাতালে ভিড়-

(স্টাফ রিপোর্টার)

বাংলার স্বাধিকার আন্দোলনের যে সব বীর সংগ্রামী শান্তিশৃংখলা রক্ষায় নিযুক্ত সশস্ত্র বাহিনীর গুলীতে আহত হইয়াছেন, তাহাদের দেখার জন্য গতকাল (বৃস্পতিবার) ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে অগণিত নারী-পুরুষ ভিড় জমায়।

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ৬নং ও ৭নং ওয়ার্ডে গুলীবিদ্ধ ও ছুরিকাঘাতে আহত ১৩০ জন বীর সংগ্রামী এখনও চিকিৎসাধীন আছেন। দর্শনার্থীদের অনেকেই এইসব আহত বীর সংগ্রমীর আত্মীয় না হইলেও তাহাদের জন্য নানা পণ্য লইয়া যান। ইহাছাড়া মেডিক্যাল কলেজ ছাত্রলীগ শাখা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতেও পথ্যাদি লইয়া যাওয়া হয়। বর্তমানে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে গুলীতে আহত ১৩০ জন ও মিটফোর্ড হাসপাতালে ১৬জন চিকিৎসাধীন আছেন। ইহাদের মধ্যে ১৯/২০ জনের অবস্থা এখনও আশাজনক বলিয়া জানা গিয়াছে।

আরও ৬ ব্যক্তির হাসপাতালে

গত বুধবার দিবাগত রাত্রে শান্তি-শৃংখলা রক্ষাবাহিনীর গুলীতে আহত হইয়া মমিনুল হক (২৫) ও শাহ আলম নামে ২ ব্যক্তি এবং গতকাল (বৃহস্পতিবার) গুলিবিদ্ধ ৪ ব্যক্তি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হয়।

গতকাল যাহারা ভর্তি হইয়াছেন তাহারা হইতেছেন :

মান্নান (২৮), আউয়ুব (২৫), নাসের আলী (২৩) ও সানাউল্লাহ ।

প্রসঙ্গত: উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, গত ৩রা ও ৪ঠা মার্চের গুলীতে ঢাকায় ২৩ ব্যক্তি নিহত ও সোয়া তিন শতাধিক ব্যক্তি আহত হইয়াছে। নিহতদের মধ্যে আরও এক ব্যক্তির পরিচয় গতকাল জানা গিয়াছে। তিনি হইলেন নারিন্দার ইলেকট্রিক দ্রব্যাদির ব্যবসায়ী আবদুল হাই। তাহার বাড়ী ফেনী বলিয়া জানা যায় ।

দৈনিক ইত্তেফাক। ৫ মার্চ ১৯৭১

***** *শিক্ষক ও গবেষক*

সকল পরীক্ষা বন্ধ রাখার আহ্বান

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

ছাত্রলীগের সভাপতি নুরে আলম সিদ্দিকী ও সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান সিরাজ এবং ডাকসুর সহ-সভাপতি আ, স, ম, আবদুর রব ও সাধারণ সম্পাদক আবদুল কদ্দুস মাখন গতকাল (বৃহস্পতিবার) সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সকল স্বাধিকার আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে সকল পরীক্ষা বন্ধ রাখার আবেদন জানাইয়াছেন। বিবৃতিতে তাঁহারা যে, সকল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইয়াছে সম্ভব হইলে সেইগুলির ভিত্তিতে ফলাফল প্রকাশের জন্য কর্তৃপক্ষের প্রতি অনুরোধ জানাইয়াছেন ।

দৈনিক ইত্তেফাক। ৫ মার্চ ১৯৭১

কেন্দ্রীয় ছাত্র লীগের নির্দেশ

ইকবাল হল কেন্টিনস্থ কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় যোগাযোগ কেন্দ্রে সকাল ৮টা হইতে বিকাল ৬টা পর্যন্ত সকল প্রকার দুর্ঘটনার খবরাখবর পৌঁছাইয়া দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে। কারফিউ কালীন সময়ের কোন জরুরী খবর থাকিলে কারফিউ পাশ নিয়া খবর পৌঁছাইবার নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে ।

কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের প্রত্যেক আঞ্চলিক শাখার ২ জন করিয়া এবং প্রত্যেক হল, কলেজ ও স্কুল শাখার ১০ জন করিয়া স্বেচ্ছাসেবকের নাম কেন্দ্রীয় যোগাযোগ কেন্দ্রে পৌঁছানোর নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে।

গতকাল (বৃহস্পতিবার) বিকাল ৪টায় কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের প্রত্যেক পাড়া, আঞ্চলিক, হল, কলেজ স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে ইকবাল হল কেন্টিনে উপস্থিত হওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে।

দৈনিক ইত্তেফাক। ৫ মার্চ ১৯৭১

বেলা ২টার পর মিল-কারখানা চালু থাকিবে

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল (বৃহস্পতিবার) সন্ধ্যায় জাতীয় শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব আবদুল মান্নান, সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শাহ জাহান, যুগ্ম সম্পাদক জনাব রুহুল আমিন ভূঁইয়া এবং আদমজী জুট মিলস শ্রমিক ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া দেশের সার্বিক স্বার্থে ও শ্রমিকদের কল্যাণ সম্পর্কে আলোচনা করেন। নেতৃবৃন্দ এইমর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, সমস্ত মিল কারখানা হরতালের পর বিকাল ২টা হইতে ভোর ৬টা পর্যন্ত ৮ ঘন্টা করিয়া দুই শিফটে অথবা শ্রমিকদের সুবিধামত চালু থাকিবে। বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, ৭ই মার্চ রমনা রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধ কর্তৃক ভবিষ্যৎ কর্মসূচী ঘোষণা না করা পর্যন্ত শ্রমিকরা নিজ নিজ এলাকা পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। জাতীর শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদকের সহিত আলোচনা করিয়া খুলনার সমস্ত মিল কারখানা গতকাল বিকাল ২টা হইতে চালু হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক। ৫ মার্চ ১৯৭১

তথ্যসূত্র

১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩ মার্চ ১৯৭১
২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৪ মার্চ ১৯৭১
৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৫ মার্চ ১৯৭১

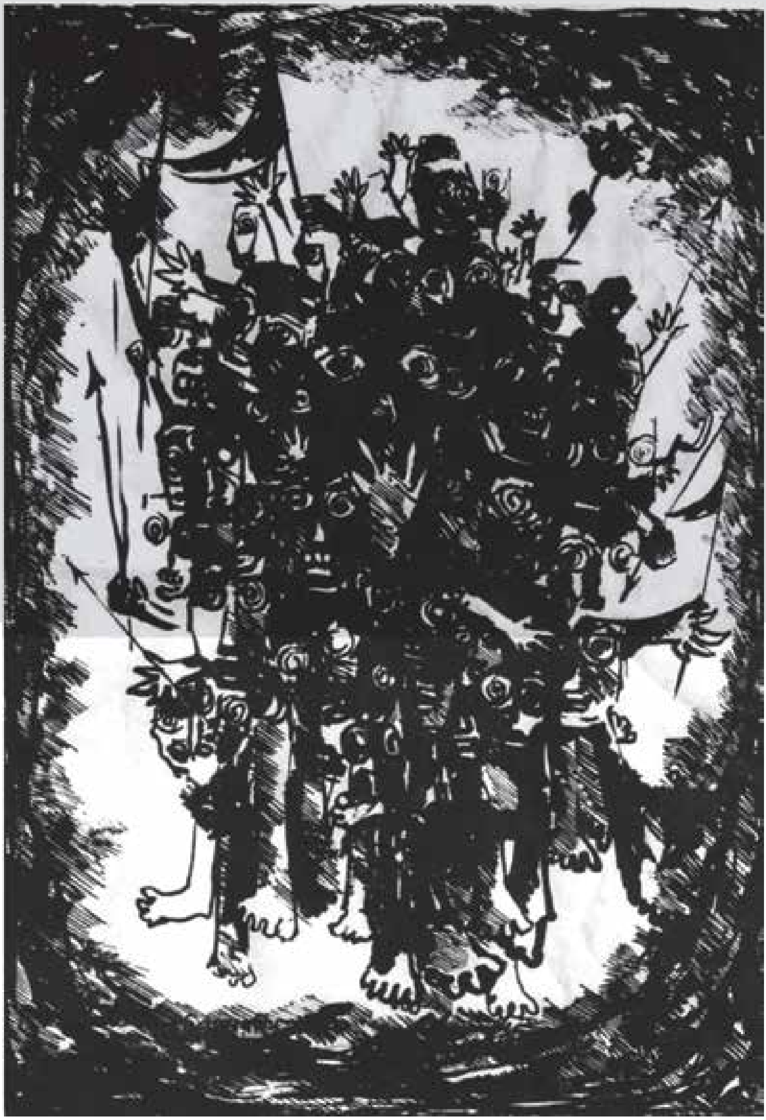

বাংলায় বিদ্রোহ, ১৯৭১। *শিল্পী : মিজানুর রহিম*। ছাপচিত্র